

আদি চর্যাপদ

সংগ্রহ ও সম্পাদনা

কিরীটি মাহাত • ড. মিরিয়া মালিক

প্রাক্-কথন

ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ হলো এক অনন্যমান প্রত্ন দলিল যা আধুনিক ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আদি নিদর্শন বলে স্বত্ব প্রমাণিত। পাঠক এও অবগত আছেন যে, বাংলা ছাড়াও হিন্দী, অসমীয়া, ওড়িয়া সহ আরও বহু ভাষার পক্ষ থেকে চর্যাপদকে তাদের আদি সাহিত্য নিদর্শন হিসেবে দাবি করা হয়েছে। যার শেষ দাবিদার এই অঞ্চলের কুড়মালি ভাষা। চর্যাপদ ব্যতিরেকে বাংলা ভাষা ও বাঙালির ইতিহাস হয় না। কেবল বাংলা ভাষা বা বাঙালি নয়, উপরোক্ত দাবিদার ভাষাগুলি, ঐ সকল জাতিসত্ত্বাগুলি এবং তাদের সাহিত্য, সংগীত ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলি যে চর্যাপদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ও ঋণী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

চর্যাপদ সম্বন্ধে আমাদের একটি সাধারণ ধারণা হলো চর্যাপদের সময়কাল ৮ম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত এবং চর্যার কবিকূল ৮৪ সিদ্ধাচার্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ধারনা ভুল বলে আজ প্রমাণিত করেছেন রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত, জগন্নাথ উপাধ্যায়-এর মত বিশিষ্ট গবেষক ও বিদগ্ধ পণ্ডিতজন। তারা ৮৪ সিদ্ধের বাইরেও বহু পদকর্তার সন্ধান পেয়েছেন এবং তাদের রচিত পদ সংগ্রহ করেছেন। কবি পরম্পরা তো বটেই চর্যাপদের সময়কাল ১৪শ-১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তা প্রমাণ করেছেন সৈয়দ মোহম্মদ শায়েদ তাঁর 'নতুন চর্যাপদ' গ্রন্থে (বাংলাদেশ)। কিন্তু এই সকল নিদর্শন সবই হলো চর্যাপদের পরবর্তীকালের। লিখিত পরম্পরাটির ক্ষয়িষ্ণু অবশেষ মাত্র। কিন্তু চর্যাপদের ইতিহাস কি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? যদি হয় তাহলে মেনে নিতে হয় সহজিয়া সাধনার ধারাটির সময়কাল মাত্র হাজার বছর প্রাচীন এবং তার প্রবক্তা ছিলেন সিদ্ধাচার্যগণ নিজেই। কিন্তু ইতিহাস সে কথা বলে না। সহজিয়াদের ইতিহাস আরও বহু প্রাচীন। এই প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' গ্রন্থে বলেছেন —

> "এই সহজিয়াদের আদি বহু প্রাচীন, খ্রিস্ট জন্মিবার তিনশত বৎসর পূর্বে সহজিয়ারা বিদ্যমান ছিলেন। পালি 'কথাবত্থু' নামক পুস্তকে তাহার আভাস আছে। একশ্রেণির বৌদ্ধ 'একাভিপ্পায়ী' নামে নিজদিগকে পরিচয় দিয়া স্ত্রী-পুরুষে গোপনে ধর্মচর্চা করত। ইহারাই কিশোরীভজন প্রভৃতি সহজিয়াদের পদ্ধতির সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মনে হয়। ... ইহারা নীল আলখাল্লা পরিধান পূর্বক ধর্মের নামে অবাধ স্ত্রী-পুরুষের মিলন প্রচার

করিত। ... বাঙ্গলাদেশ ও উড়িয্যা উত্তরকালে এই সহজিয়াদের হাতে গিয়া পড়িয়াছিল।"

সহজিয়া মত ও পথটি যোগ ও তন্ত্রেরই কোন অবক্ষয়ীত রূপ অথবা কোন লোকায়ত রূপ মাত্র। যোগ ও তন্ত্রকে প্রাগার্য ধর্ম এবং অনার্য ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন ড. অতুল সুর। সুতরাং তন্ত্র প্রাগার্য হলে সহজিয়া মত ও পথটিও যে অতি প্রাচীন হবে তা ভাবা যায়। সহজিয়া সাধকদের মতে স্বয়ং শিব ছিলেন এর প্রবক্তা পুরুষ। সহজিয়া গীতেও বলা হয়েছে —

"আদি গুরু কৈলাসপতি
স্বরূপ ধ্যানে মহামতি।"

এই শিব সহজিয়াদেরই সাধন সংগীত হলো চরিয়া বা চর্যাগীতি। সিদ্ধাচার্যদের রচিত চর্যাগীতির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলেও এই সঙ্গীতের লোকায়ত রূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। আশ্চর্য হলেও সত্যি এই লোকায়ত চরিয়া গীতের ঐতিহ্যটি আজও রাঢ়-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে বেঁচে রয়েছে। আঞ্চলিক ভেদে এই গীতকে কোথাও বলা হয় 'চাঁচর' আবার কোথাও বলা হয় 'চাঁচইর'।

এই চাঁচর গীতের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যটির অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে গেলে কিছু বিস্ময়কর বিষয় ও তথ্যসূত্র আমাদের কাছে উঠে আসে। উপেক্ষিত এই সংগীতের দিক ও দিগন্তটি এতখানি বিস্তৃত যে ভাবলেও বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। বিশ্বের দরবারে ভারত সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদান হলো যোগ, তন্ত্র ও সহজ সাধনা। এই আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই চাঁচর গীত যুক্ত-প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রকারগণ প্রকারান্তরে তা স্বীকার করে গেছেন। তাঁদের কথা অনুসারেই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন ধারাগুলির অন্যতম হলো চাঁচর গীতি। প্রাচীন সংস্কৃত ও সঙ্গীত শাস্ত্র গ্রন্থে এর বার বার উল্লেখ সে কথার প্রমাণ করে। যেমন 'লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ' গ্রন্থে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

"ক্ল্যাসিক্যাল যুগের (৬০০-৫০০) খ্রিঃ পূর্বাব্দে দ্বিপাদিকা, জম্ভালিকা, চর্চারিকা, ষটপদী প্রভৃতি গীতরূপেই পরবর্তীকালে দোহা, ঝুমুর, চাঁচর প্রভৃতি আঞ্চলিক গীতরূপে রূপান্তরিত হয়।"

এছাড়া জানা যায় কালিদাস তার নাটকে চর্চ্চরী গীত ও তালের উল্লেখ করেছেন এবং এর বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে চর্চ্চরী পদে দেশীভাষা সংযুক্ত থাকতো।

বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ও গবেষিকা ড. উৎপলা গোস্বামী তাঁর 'ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীত' গ্রন্থে বলেছেন, —

"মতঙ্গ, পার্শদেব, শার্ঙ্গদেব এবং ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ধ্রুপদ গানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এর তাল ছিল চর্চ্চৎপুট বা চাচপুট।"

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও সংগীত শাস্ত্র গ্রন্থে চাঁচর গীতের স্মৃতি ও রূপটি নানাভাবেই উল্লিখিত হয়েছে। নারদমুনির 'সঙ্গীতমকরন্দ' গ্রন্থ অনুসারে সদাশিবের মুখে আগমাদি শাস্ত্র প্রকাশের কালে যে পাঁচটি তাল আত্মপ্রকাশ করে এর অন্যতম হলো 'চর্চ্চৎপুট'। সম্ভবত সেযুগে গীত এবং তাল একই নামে অভিহীত হতো। চর্চ্চৎপুট, চাচপুট বা চর্চ্চৎপুট শব্দগুলি সংস্কৃতায়ন বা প্রাকৃতায়নের ফলমাত্র। মূল চাঁচর বা চাঁচরি শব্দেরই বিপর্যয়ীত রূপ হলো চর্চ্চৎপুট বা চাচপুট। তাই বলা যায় চাঁচর হলো আগম বা তন্ত্র সাধনারই সাধনসংগীত যা শিব ও তন্ত্র বা দেহতত্ত্ব সাধনার সঙ্গেই সম্পর্কিত।

তবে এই গীত ও নৃত্য ধারাটি কেবলমাত্র যে রাঢ় ঝাড়খণ্ড বা পূর্ব-মধ্য ভারতের এই বিস্তৃত অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন ভাবার কোন কারণ নেই। মধ্য ও পশ্চিম ভারত এমনকি দক্ষিণ ভারতেও চাঁচর নামধেয় এক প্রকার সংগীত প্রাচীনকাল থেকেই বহমান ছিল তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সুদূর রাজস্থানী শব্দকোষে 'চাচর' শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলা হয়েছে।

"করতল ধ্বনীকে সাথ গাতে হুএ কিয়া জানে বালা সমূহ নৃত্য আউর গায়ন।"

রাজস্থানের এখনো একটি জনপ্রিয় নৃত্য হলো চারি। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা' গ্রন্থে বলেছেন দোলযাত্রার পূর্ববর্তী ত্রয়োদশী হলো চাঁচরের পূর্বদিন। এছাড়াও মহাজন পদাবলী এবং মধ্যযুগীয় বহু কাব্যগ্রন্থে চাঁচর শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ডে ৩১ পৃঃ বলা হয়েছে—

"পায়ের মগর খাড়ু মাথে ঘোড়াচুলে
চাঁচরী খেলাও মোঁএ যমুনার কুলে।"

অনুরূপ মাধবাচার্যের 'কৃষ্ণমঙ্গলে' 'চরিয়া করেন নৃত্যকলা' বলে একটি পদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকায় চাঁচরের পরিচয় ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — "প্রাকৃত চচ্চরী (চর্চ্চরী) উৎসবাদি উপলক্ষে নৃত্য গীত ভেদ। দোল পর্বে অনুষ্ঠিত অগ্নুৎসবকেও চাঁচর খেলা বলে।" লক্ষণীয় বিষয় বিভিন্ন সাহিত্যগ্রন্থে চাঁচর প্রসঙ্গটির উল্লেখ এবং এর আলোচনা ও ব্যাখ্যায় চাঁচরের নানা বৈশিষ্ট্যটি ও পরিচিতি ব্যাখ্যাত হলেও শব্দের বুৎপত্তি প্রসঙ্গটি কোথাও আলোচিত হয়নি। চাঁচরের ভাষাটিকে যদি আমরা কুড়মালি ভাষা বলে মেনে নিই, তাহলে চাঁচর শব্দটির একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা আমাদের কাছে উঠে আসে। সহজ ধর্ম, দর্শন ও সাধনার পরিপ্রেক্ষিত ও দৃষ্টিতে যা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে এর ব্যুৎপত্তি বিশ্লেষণ করলে চাঁচর বা চাঁচরি শব্দটিতে দুটি শব্দের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এক 'চাঁই' অপরটি 'চর' বা 'চরিয়া'। চাঁই শব্দের অর্থ দেহ এবং 'চর' বা চরিয়া শব্দের অর্থ চলন বা আচরণ।

মুনিদত্তের ভাষায় অধ্যাত্ম গোচরা চর্যা। অর্থাৎ দেহ সম্বন্ধীয় আচরণ গীতি। দেহতত্ত্ব বা সহজিয়া সাধনার দৃষ্টিতে যা সঠিক তাৎপর্যপূর্ণ বা যুক্তিযুক্ত। ইতিহাসের সুদীর্ঘ সময়কালে একটি শব্দের এত বিচিত্র রূপ ও রূপান্তরের কারণ হলো সংস্কৃতায়ন ও প্রাকৃতায়নের ফলশ্রুতি। নবম-দশম শতাব্দীকালে 'চাঁই' বা কায়া শব্দটি বিলুপ্ত হয়ে 'চরিয়া' বা চর্যাতে পরিণতি লাভ করেছে।

তাই চাঁচর বা চর্যা দুটি পৃথক সংগীত নয়। বিষয়, ভাষা, ঐতিহ্য, চরিত্র, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্পের ব্যবহারে, ছান্দসিক আদর্শ, সাংগীতিকতা ও রহস্যময়তায় উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও অভিন্ন সাদৃশ্য বর্তমান। 'মানসোল্লাস' নামক সংস্কৃত কোষগ্রন্থে চর্যার লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে —

"অর্থশ্চাধ্যাত্মিকঃ প্রাসঃ পাদাদ্বিতয় শোভন।
উত্তরার্ধে ভবেদেবং চর্যা সা তু নিগদ্যতে।।"

অর্থ অধ্যাত্ম বিষয়ে মিল আছে এবং দুই তিন জোড়া ছত্র। দ্বিতীয় অংশে এমনি তাহাকে বলে চর্যা। এর সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্য চাঁচরে বর্তমান। অর্থাৎ চাঁচরেই হলো এর প্রকৃত মূলধারা বা লোকায়ত রূপ। চর্যা হলো তার সুধীজন সৃষ্ট রূপ মাত্র। বৃহত্তর রাঢ়-ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এই সুপ্রাচীন রূপ ও ধারাটি প্রায় অবিকৃত ভাবেই আজও ক্ষীণ হলেও বেঁচে রয়েছে। লোকায়ত ভাবেই বেঁচে রয়েছে এর দেহতত্ত্ব সাধনার পন্থা বা রীতিটিও। দেহ সাধকেরা আজও তাদের সাধনতত্ত্ব মানুষের কাছে ব্যক্ত করেন চাঁচর গীতের মধ্য দিয়েই। নৃত্য ও গীতের তরণীতে নৌবাহি সাধক এগিয়ে যান সিদ্ধির পথে।

শাস্ত্র উল্লিখিত কাব্য রীতিটি চাঁচরে আজও অক্ষুণ্ণ। ভাষা, ছন্দ, পদবিন্যাস এবং অন্তরীন রস-রসায়ণে চাঁচর প্রকৃতই দোহাপদ। ছন্দরীতিতে পজ্ঝটিকা বা পাদাকুলকের রূপটিই এতে বর্তমান। যেমন —

চাঁচর

বিনাহ ঠেঁগেকের হরিনারে
উমকলে ডেগলঅ পাহাড়।
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।।

ছন্দ :— বি-না হ। ঠেঁ গে কে র। হ রি না -। রে - - -। ১৬ মাত্রা। নাথগীতি চর্যাগীতিরও পূর্ববর্তী। লক্ষণীয় বিষয় নাথ যোগীরাও চর্যা রচনা করেছিলেন তা হুবহু চাঁচরের রীতিকে অনুসরণ করেই। এমনকি লোক রীতিটি মেনেই তারা ভণিতার প্রয়োগ করেন নি।

নাথ চর্যা

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট
কর্ম কুরঙ্গ সমাধিক পাট
কমল বিকশিল কহিহন জমরা
কমল মধু পিবিবি ধোকে না ভমরা। (মীননাথ)

কিন্তু সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের রচনায় কাব্যরীতির সমস্ত দিক অনুসৃত হলেও ভণিতা রীতিটি তাঁরা নতুন ভাবে প্রবর্তন করলেন। প্রচলিত দ্বিপাদিকা, চউপঙ্গ বা ষটপদী ছন্দরীতি থেকে অবয়বেও ঘটল সার্বিক রূপান্তর। বাংলা কবিতা ও গীতি সাহিত্যের রীতিটি হাজার বছর পূর্বেই এইভাবে পূর্ণতা পেয়েছিল।

চর্যা

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।। ধ্রু।।
দিঢ় করিঅ মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান।। ধ্রু।।
সঅল সমাহিঅ কাহে করিঅই।
সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই।। ধ্রু।।
এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ করণক পাটের আস।
সুন্ন পাখ ভিড়ি লাহুরে পাস।। ধ্রু।।
ভণই লুই আম্‌হে ঝানে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা।। ধ্রু।।

চারপদে ভণিতা রীতিটি চাঁচর ছন্দ রীতি মেনে হয়েছে। আবার একটি গীতে দুইবার ভণিতার প্রয়োগ কবির নিজস্ব ভাবনা। সুকুমার সেন তাঁর 'চর্যাগীতি পদাবলী' গ্রন্থে প্রকীর্ণচর্যা অধ্যায়ে আচার্য শান্তিপাদের যে পদ উল্লেখ করেছেন তা বিশেষ ভাবেই লক্ষণীয়।

চর্যা

উইঅউ রে ভুসুকু তারা।
শান্তি ভণই পোহান্ত পাহারা।। (শান্তি)

আমার সংগৃহীত চাঁচর গীতেও অনুরূপ ভণিতা রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। দুইজন পদকর্তার অবস্থান, বিশেষ করে 'সহরপা' নামের উল্লেখ পদটির মর্যাদা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। পদটি চাঁচরের বিষয়ে আরও গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণারও দাবি রাখে। যেমন—

চাঁচর

ভালুক পাদাঞ ঘুরইএ সহরপা হো
হাঁথুড়াঞ হাঁথুড়াঞ খজেই ভিত।
ভিত নেহি মিলেই, চিত নেহি জরেই
আঁধারিঞ ঘুরেই চরউআর।।

প্রকীর্ণ চর্যাগীতে শান্তি ও ভুসুকু-এর মত উপরোক্ত চাঁচর গীতটিতেও দুইজন পদকর্তার নামোল্লেখ পাওয়া যায় একজন ভালুক পাদ এবং অপরজন সহরপা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো চুরাশি সিদ্ধাচার্যের নামের তালিকায় ভালুকপাদের কোন উল্লেখ নাই। আবার চাঁচরের 'সহরপা' ও চর্যার সরহপাদ একই ব্যক্তি কিনা এই বিষয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। তবে চুরাশি সিদ্ধাচার্যের নামের তালিকায় সরহপাদের নাম তো সর্বজন বিদিত। লক্ষণীয় বিষয় ঐতিহাসিক তারানাথ সিদ্ধাচার্য সরহপাদের জন্মস্থান উড়িষ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। আসলে সহরপা বা বিকৃত সরহপা শব্দটি কুড়মালি ভাষার নিজস্ব শব্দ। হাজার বছর পূর্বে বাংলা, ঝাড়খণ্ড বা উড়িষ্যার সাংস্কৃতিক সীমারেখা এইভাবে চিহ্নিত ছিলনা। সহরপা বা সরহপা নামটি রাঢ়-ঝাড়খণ্ড সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গেই পুরোপুরি সম্পর্কিত। যেমন ঝাড়খণ্ড সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ও জনপ্রিয় লোক উৎসব হলো সহরই-বাঁদনা। এতদ-অঞ্চলের একটি সাধারণ সামাজিক রীতি হলো বিশেষ দিন, বার, মাস বা পরব পালিতে কারও জন্ম হলে, সেই নবজাতকের নাম সেই দিন, বার, মাস বা পরবটির নামে রাখা হয়। যেমন — মেয়ের নাম টুসু, ভাদু, ছেলের নাম করম, রহনি, ভাদরি, সহরই ইত্যাদি। চাঁচরে উল্লিখিত 'সহরপা' নামটি তাই সঠিক বলে মনে হয়। চর্যাপদকর্তা ও বর্ণিত 'সরহপা' নামটি বর্ণ বিপর্যয়ের ফল বলেই আমরা মনে করতে পারি। সরহপাদের জন্মস্থান সে অর্থে উড়িষ্যা নয়, বৃহত্তর রাঢ়-ঝাড়খণ্ড বলাই বিধেয়। সহরই নামটি আজও এই অঞ্চলে একটি জনপ্রিয় ও প্রচলিত নাম। শ্রদ্ধা ও সম্মানেরও। ব্যক্তি নামকরণ ও সাংস্কৃতিক এই পরম্পরাটি আজও এই অঞ্চলেই বেঁচে রয়েছে। তারানাথের উক্তি উল্লেখ করে তাই আমরা বলতেই পারি সহরপা বা সরহপাদ বৃহত্তর ঝাড়খণ্ডেরই মানুষ ছিলেন।

কেবল সরহপাদ নয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লুইপাদকে আদি সিদ্ধাচার্য বলে মনে করেন। আচার্য নাড়পাদ বা লাড়ি ডোম্বি রাঢ়ে প্রথম সহজমত প্রচার করেন বলেও অনেকে মত পোষণ করেছেন। সেই অর্থে রাঢ়-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে যে সহজ ধর্ম ও সিদ্ধাচার্যদের আদি পীঠস্থান ছিল তা অনুমান করা যায়। আদি সিদ্ধাচার্য লুই পাদ পরম্পরাগত চাঁচর গীতকে অনুসরণ করেই তাঁর প্রথম পদ রচনা করেন এবং চর্যায় ভণিতার যুগের সূচনা করেন। যার থেকে শুরু হয় সহজিয়া সাহিত্যেরও এক নতুন ধারা এবং অধ্যায়।

চর্যাপদের ভাষা ও সাহিত্য রীতিটিকে পণ্ডিতগণ বলেছেন অভিপ্রায়িক এবং সন্ধ্যাভাষা। মুনিদত্ত থেকে শুরু করে আজকের চর্যা গবেষকগণ এর ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা, সন্ধ্যাবচন, সন্ধ্যাসংকেত অর্থাৎ আলো-আঁধারি ভাষা সহ নানা অভিধায় অভিহীত করেছেন। সাহিত্যের স্বরূপটিকে মরমি, ভাবদ্যোতক, সংকেতধর্মী, দ্ব্যর্থবোধক বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে। চাঁচরের ভাষা, সাহিত্য ও স্বরূপটিকে আমরা এর থেকে পৃথক করতে পারি না। শব্দ প্রয়োগের নৈপুণ্য, চাতুর্য, রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার, রহস্যময়তায় চাঁচর ও চর্যা যেন অভিন্ন। দেহতত্ত্ব সাধন মার্গের গুপ্ত, সাংকেতিক ও পারিভাষিক প্রতীকী শব্দগুলির তাৎপর্য ও ব্যবহার কিরূপ সমার্থে ব্যবহার হয়েছে তা কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ নিম্নে দেওয়া হল।

হরিণ — চিত্ত
হরিণী — জ্ঞানমুদ্রা
গঙ্গা — গ্রাহ্য
যমুনা — গ্রাহক
মুষা — চিত্তপবন
করিনি — হস্তিনী

এছাড়াও কায়া তরুবর, বিবাহযাত্রা, নৌবাহিক ও শিকারের চিত্রকল্প উভয় সংগীতেই বর্তমান। এ ছাড়াও রূপক, উপমা ও চিত্রকল্পের বহু লোকায়তীক বৈচিত্র্য চাঁচরে রয়েছে তা পরে দেখানো হলো।

চাঁচর

এক ঠেঁগুরাকের হরিণ রে
দউড়ি উঠল পাহাড়
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।

চর্যা

অপনা মাসে হরিণা বৈরী
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরী।। ধ্রু।।
তিন ন ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণির নিলঅ ন জাণী।। ধ্রু।।

চাঁচর

চিমটি রানি চিমটি রানি চলল বিহরিআ হো
বেঁগারানি সাজল বরিআত।
উঁদু ভিতরে মুসা গরজএ
রাহে বেঁগা হামু জাব বরিআত।।

বাচনিক অর্থ : পিঁপড়ে রাণী বিবাহ যাত্রায় চলেছে। বেঁগরানী বরযাত্রী। গর্তের ভিতরে ইঁদুর গর্জন করে বলে, বেঁগ দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে বরযাত্রী হবো।

চর্যা - ১৯

জঅ জঅ দুং-দুহি সাদ উছালিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিলা।। ধ্রু।।
ডোম্বি বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুক কিঅ আনতু ধাম।। ধ্রু।।

চর্যা - ২১ (মুসা প্রসঙ্গ)

নিসিঅ অন্ধারী মুসা চারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা করঅ আহারা।। ধ্রু।।
মার রে জোইআ মুসা পবণা।।
জেঁ ন তুটঅ অবণা গবণা।। ধ্রু।।

চাঁচর

কিআ দেখি বকলি আগা ডাঁড়িএঃ বসলি
কিআ দেখি পাঁইখ মড়রইএ
কিআ দেখি করিন বেটি অঁগ মচকাই,
রসিকাকে লেগল ভুলাই?
মাছা দেখি বকলি আগা ডাঁড়িএঃ বইসলি
মেঘা দেখি পাঁইখ মড়রইএ
রসিকাকে দেখি করিন বেটি অঁগ মচকাইএ
রসিকাকে লেগল ভুলাই।

অর্থ : কি দেখে বক জলাশয়ের পাশে এসে বসে? কি দেখেই বা সে পাখা মেলে উড়ে যায়? তেমনি কাকে দেখে হস্তিনী মেয়ে তার অঙ্গ-বিভঙ্গ করে ও রসিককে ভুলিয়ে নিয়ে যায়? উত্তরে বলা হয়েছে মাছ দেখে বক জলাশয়ের পাশে এসে বসে এবং মেঘ দেখে সে তার পাখা মেলে উড়ে যায়। তেমনি রসিক প্রেমিককে দেখে হস্তিনী মেয়ে তার অঙ্গ-বিভঙ্গে মত্ত হয় এবং কামোন্মত্ত হয়ে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

তুলনীয় চর্যা - ৯

জিম জিম করিনা করিণীরে রিসঅ।
তিম তিম তথতা মঅগল বরিষঅ।। ধ্রু।।
ছড়গই সঅল সভাবে সুধ।
ভাবাভাব বলাগ ন ছুধ।। ধ্রু।।

লক্ষণীয় বিষয় হাজার বছর প্রাচীন চর্যা গীতের 'করিণী' ও 'রিসঅ' শব্দ দুটি টাঁচর গীতে আজও স্বরূপেই বর্তমান। অর্থ তাৎপর্যে এবং বিষয় ভাবনাতে, সহজিয়া দর্শন ও সাহিত্যে এর পরম্পরা ও ঐতিহ্যটি সুস্পষ্ট। গুঢ়ার্থ জ্ঞাপক সাংকেতিক পারিভাষিক শব্দ বন্ধগুলি সহজিয়া সাহিত্যের বিশিষ্টতাকেই প্রমাণ করে। 'রিসঅ' শব্দটি নিয়েও পণ্ডিতগণের মধ্যে বিভ্রান্তি রয়েছে। ড. সুকুমার সেন 'রিসঅ' শব্দের অর্থ 'প্রেম করে' বলেছেন এবং তুলনীয় পদ হিসেবে বিদ্যাপতি —

> 'টুনা চটকবাজ - সএঞ রেসল দূতী আইসন ভাব" পদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ড. নীলরতন সেন তাঁর 'চর্যাগীতিকোষ' গ্রন্থে এর অর্থ দিয়েছেন 'ঈর্ষা করে বা প্রেমজনিত ঈর্ষা।'

কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে দুটি ব্যাখ্যাই আংশিক অর্থ প্রকাশ করে। মূল ধাতু বা ক্রিয়াপদটি হলো 'রিস'। অর্থ কামের গভীর ও অন্ধ আবেগে কারও প্রতি অনুরক্ত হওয়া। টাঁচর, ঝুমুর ও নাচনীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের রসিক বা রসিকা শব্দটি 'রিস' বা 'রিসইআক' শব্দটির বিবর্তিত ও বিকৃত রূপ মাত্র। শব্দটির মূল ভাব বা রস-রসায়নে উভয় সংগীতে যা সমার্থক রূপে স্থান পেয়েছে।

টাঁচর

কনহ নদি বহে হবকি ডবকি হো
কনঅ নদি বহে নিরাধার।
গঙ্গা নদি বহে হবকি ডবকিহো
জবুনা নদি বহে নিরাধার।।

অর্থ : প্রশ্ন করা হয়েছে কোন নদী বয়ে যায় উথাল পাথাল ঢেউএ, আবার কোন নদী বয়ে যায় ধীর স্থির শান্তভাবে? উত্তরে বলা হয়েছে গঙ্গানদী উথাল পাথাল ঢেউয়ে প্রবাহিত হয় এবং যমুনা নদী বয়ে যায় ধীর স্থির ভাবে।

তুলনীয় চর্যা — ১৪

গঙ্গা জউনা মাঝেঁরে বহই নাই।
তঁহি চুড়িলী মাতঙ্গী-পোইআ লীলে পার করেই।। ধ্রু।।
বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সৎগুরু পাঅপএঁ জাইব পুনু জিণউরা।। ধ্রু।।

কেবল গঙ্গা-যমুনার প্রতীকী রূপ বা রূপক, উপমাটিই নয় অলঙ্কার ও চিত্রকল্পের কত বিচিত্র ভাব ও ব্যঞ্জনা টাঁচরে বিবৃত হয়েছে তা গ্রন্থে সংকলিত পদগুলি থেকে পাঠক অনুভব করতে পারবেন। যোগ, তন্ত্র তথা দেহ সাধনার কঠিন তত্ত্ব নির্দেশ পদগুলির বিষয়, তাই তার সঠিক ও সহজ ব্যাখ্যা আজও আমাদের নাগালের বাইরে। উক্ত সাধন মার্গের প্রকৃত সাধকেরাই এর গভীর মর্মার্থ অনুভব ও অনুধাবন করতে

সক্ষম হবেন। গীতগুলি লোকায়ত স্তরে প্রচলিত রইলেও তার স্মৃতি সূত্রটি লোকায়ত স্তরে আজ ছিন্ন। তাই পদগুলির গূঢ় ভাবার্থ ও সাধনতত্ত্বের দেহতাত্ত্বিক মর্মার্থ উদ্ঘাটনের কঠিন দায়িত্ব সুধী পাঠকের হাতেই ছেড়ে দিলাম। কেবলমাত্র সরল ভাষানুবাদ পদগুলির সঙ্গে দেওয়া হলো। পদগুলির মর্মার্থ উদ্ঘাটনে আরও নিবিড় ও সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে সংকলনের পিছনে একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রয়েছে যা উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কয়েক বৎসর পূর্বে সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে একটি গবেষণা প্রকল্পে যৌথভাবে কাজ করার সুযোগ হয় ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ভাষা বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপিকা ড. মিরিয়া জুন্টুনেন (মালিক)-এর সঙ্গে। গবেষণাসূত্রে ক্ষেত্র সমীক্ষার কালে কয়েকটি বিলুপ্তপ্রায় কুড়মালি প্রাচীন সংগীতের সন্ধান পাই যার অন্যতম হলো — চাঁচর, উধোয়া, ঢুয়া এবং ঢপ বা ঘেরা গীত। আশ্চর্যের বিষয় এর সবগুলিই হলো আধ্যাত্মিক এবং রহস্যগীতি। এর মধ্যে অন্যতম হলো চাঁচর গীত যা নামে, ভাষায়, চরিত্রে যেন দ্বিতীয় চর্যাপদ। মুনিদত্তের ভাষায় আমি একে অভিহিত করেছি মানভূমের 'আশ্চর্য চর্যাচর' বলে। উপরের আলোচনা ও সমগ্র গ্রন্থ পাঠে আশা করি পাঠকও আমার সঙ্গেই সহমত হবেন।

অন্তিম পর্বে একটি প্রসঙ্গের উত্থাপন বোধ করি ভুল হবে না যে, আমাদের ভেবে নিতে হবে হাজার বছর পূর্বে চর্যাপদ রচনা কোন আপতিক ঘটনা ছিল না। মহান সিদ্ধাচার্যগণের সাধনা ও সিদ্ধি ছিল একটি প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরার ফলশ্রুতি মাত্র। এটি কেবল সহজ দর্শন বা সাধন পন্থাটির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়— সিদ্ধাচার্যদের অমর সৃষ্টি চর্যাগীতের ক্ষেত্রেও তা সমান অর্থেই সত্য। ভারতের প্রাচীন ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক ধারাটি ক্ষীণ হলেও আজও রাঢ়-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলেই বেঁচে রয়েছে। এই সাংস্কৃতিক ধারাটির বিবর্তন ও রূপরেখাটি এবং তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্যটিকে অনুধাবন করতে না পারলে চর্যা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভুল ও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পরিতাপের বিষয় চর্যার গবেষণায় ঠিক এই জায়গাটিকেই উপেক্ষা করা হয়েছে। চাঁচরের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতাও সেখানেই। দেহ সাধনার লোকায়ত ধারা রূপে চাঁচর আজও বেঁচে থাকায় এর প্রকৃত স্বরূপটির সঠিক উদ্ঘাটনে আশা করি সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

চাঁচর সংগ্রহের কাজে পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জেলাগুলিতে তো বটেই উত্তর উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ, কেঁদুঝর, সুন্দরগড় জেলা এবং ঝাড়খণ্ডের কুড়মালি ভাষাভাষি জেলাগুলিতে ছুটে গেছি বহুবার। প্রশ্নহীনভাবে যাঁরা আমাকে এই কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং গীত দিয়ে এই সংকলনটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন তাঁরা হলেন—

নগেন পুনুরিয়ার (টিমাংদা, পুরুলিয়া); ডমন মাহাত (চাড়রাডি, সিংভূম), সঞ্জীবকুমার

মাহাত (কেঁদডাঙা, লালগড়, মেদিনীপুর), ডাঃ প্রতাপ চন্দ্র মহন্ত, নীলাম্বর মহন্ত, গমহা মহন্ত (উদয়পুর খড়িবেড়া, কেঁওঝর, উড়িষ্যা), ললিত মাহাত (রায়রঙপুর, উড়িষ্যা), ভাস্কর মাহাত (পানপসি, রায়রঙ, উড়িষ্যা), শশধর মহন্ত (বিসই, ময়ূরভঞ্জ), জুরেন মাহাত (উহাতু, ঝালদা, পুরুলিয়া), মহিরাম গোপ, ধীরেন গোপ (চিতমু, জয়পুর, পুরুলিয়া), ঘল্টু মাহাত (কল্যাণপুর, জয়পুর, পুরুলিয়া), অনন্ত কেসরিআর (তুলিন, পুরুলিয়া), গঙ্গাধর মাহাত, সুরো মাহাত (পিঁপড়াজারা, ঝালদা, পুরুলিয়া), চামুরাম মাহাত (সানসিমড়া, রায়রঙপুর, ময়ূরভঞ্জ), চক্রধর মাহাত (সমলপুর, জয়পুর, পুরুলিয়া), গুণারাম মাহাত, শশি মাহাত, বাসন্তী মাহাত (ডাঁড়িকুড়ি, পুনদাগ, পুরুলিয়া), ভুড়কু মাহাত, বিন্দাবন মাহাত (চউকিবেড়া, পুনদাগ, পুরুলিয়া), ক্ষুদিরাম গোপ (ডাঁড়িকুড়ি), রথু গোপ, লোচন গোপ, রাধু গোপ (পুনদাগ, পুরুলিয়া), দুর্গাচরণ মাহাত, আকলুরাম মাহাত, রামেশ্বর মাহাত, উমাপদ পুনুরিআর, কালিপদ কাটিআর, গোপাল মাহাত (ডাহিটাঁড়, পুনদাগ, পুরুলিয়া), রুসন মাহাত (জামড়া, পুনদাগ, পুরুলিয়া) রিঝু নায়েক - আদারডি, বিকাশ মাহাত, জাহরাডি, বিশ্বনাথ মাহাত, রণজিৎ মাহাত, গমানাথ মাহাত বিনদারু সবার কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ ও ঋণী রইলাম।

কৃতজ্ঞতা জানাই টেরাকোটা প্রকাশনের কর্ণধার প্রদীপ কর মহাশয়কে। তিনি এগিয়ে না এলে গ্রন্থটি প্রকাশে আরও দেরি হতো। এছাড়াও প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটি সাধারণ পাঠক, গবেষক ও বিবুদ্ধজনের কাছে কিছুমাত্র সমাদৃত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

কিরীটি মাহাত
ড. মিরিয়া মালিক



১.

বিনাহ ঠেঁগেকেরি হরিণরে
উমকলে ডেগল পাহাড়
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।

শব্দার্থ :

বিনাহ — বিহিন, ঠেঁগেকেরি — পায়ের বা পদের, উমকলে — লাফিয়ে, ডেগলঅ — ডিঙিয়ে গেল, মুড় — মাথা, নেজ — লেজ

বাচ্যার্থ বা বঙ্গানুবাদ :

পদহীন এক হরিণ। সে লাফিয়ে পাহাড় ডিঙিয়ে যায়। মাথা কেটে নিলে সে মরে না কিন্তু লেজ কেটে নিলে তার মৃত্যু হয়।

২.

তিনহ ঠেঁগেকেরি হরিণরে
দউড়ি উঠলঅ পাহাড়
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।

শব্দার্থ :

তিনহ — তিন, ঠেঁগেকেরি — পায়ের, উঠলঅ — উঠে গেল। মুড় — মাথা বা মস্তক, কাটলে — কেটে নিলে, নেজ — লেজ।

বঙ্গানুবাদ :

তিন পায়ের এক হরিণ। দৌড়ে সে পাহাড় উঠে যায়। মাথা কেটে নিলে সে মরে না কিন্তু তার লেজ কেটে নিলে সে মারা যায়।

৩.

একহ ঠেঁগেকেরি হরিনরে
লেইএ চঢ়লঁ পাহাড়
কাঁড় করউআ খাইএ নাভলঅ
পানি পিআসে মরি জাই।

শব্দার্থ :

একহ — এক, ঠেঁগেকেরি — পায়ের বা পদ বিশিষ্ট, লেইএ — নিয়ে, চঢ়লঁঅ — চড়া বা উঠলাম, কাঁড় — তীর, করউআ — ঠুঁটি বা সর, খাইএ — খেয়ে, নাভলঅ — নেমে এল, পানি — জল, পিআসং — তৃষ্ণা।

বঙ্গানুবাদ :

এক পায়ের এক হরিণ। তাকে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম। সে হরিণ তীর বিদ্ধ হয়ে নেমে এল এবং জল পিপাসায় সে মারা যায়।

৪.

অরুণ বনে চরই ধরল হরিনি হো
সেহ হরিন ভুঞে লটি জাই
গড় কাটলে হরিন মরইএ
মুড় কাটলে হরিন বাঁচইএ
সেহ হরিন উড়েই রে আকাস।।

শব্দার্থ :

অরুণবন — ময়ূরভঞ্জ-কেঁদুঝর, ধরল — ধরা পড়া, চরই — চরে, সেহ — সে, ভুঞে — ভূমিতে, লটি — লুটিয়ে, গড় — পা, পদ, মুড় — মাথা, মস্তক, বাঁচইএ — বেঁচে যায়, উড়েইরে — উড়ে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

ধরা পড়ে যাওয়া হরিণটি অরুণবনে চরে বেড়ায়। সে হরিণ ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। পা কেটে নিলে সে হরিণ মারা যায় কিন্তু মাথা কেটে নিলে সে হরিণ বেঁচে উঠে এবং আকাশে উড়ে চলে যায়।

৫.

তিন কুড়ি ভেড়ি
একটি উদামসাঁড়ি
ঘেঁচাঞ ছিআলে নেহি মরইএ
কান কাটলে মরি জাই।

শব্দার্থ :

কুড়ি — ছোট, ক্ষুদ্র, মৃদু, ভেড়ি — শব্দ, ধ্বনি, উদাম সাঁড়ি — উদ্দাম গতি সম্পন্ন, ঘেঁচাঞ — গলাতে, ছিআলে — কাটলে।

বঙ্গানুবাদ :

মৃদু তিনটি ধ্বনি, তার একটি উদ্দাম গতি সম্পন্ন। গলা কেটে নিলে তার মৃত্যু হয় না কিন্তু কান কেটে নিলে তার মৃত্যু হয়।

৬.

কনহ নদি বহে হবকি ডবকি হো
কনঅ নদি বহে নিরাধার
গঁগা নদি বহে হবকি ডবকি হো
জবুনা নদি বহে নিরাধার।

শব্দার্থ :

কনহ — কোন, বহে — বয়ে যায়, হবকি-ডবকি — উচ্ছল ভাবে, নিরাধার — বাধাহীন, জবুনা — যমুনা।

বঙ্গানুবাদ :

কোন নদী উচ্ছলভাবে বয়ে যায়? আবার কোন নদী বয়ে যায় বাধাহীন ভাবে? উত্তরে বলা হয়েছে গঙ্গা নদী বয়ে যায় উচ্ছল ভাবে এবং যমুনা নদী বয়ে যায় বাধাহীন ভাবে।

৭.

ভালুক পাদাঞ ঘুরএ সহরপা হো
হাঁথুড়াঞ হাঁথুড়াঞ খজেই ভিত
ভিত নেহি মিলইএ, চিতনেহি জরইএ
আঁধারিঞ ঘুরেই চরউআর।

শব্দার্থ :

ভালুক পাদা — কোন এক সিদ্ধাচার্য, ঘুরএ — ঘুরে, সহরপা — সরহপাদ, হাঁথুড়াঞ — হাতড়ে হাতড়ে, খজেই — খোঁজে, ভিত — ভিত্তি, মিলইএ — মিলে, চিত — চিত্ত, জরইএ — জ্বলে, আঁধারিঞ — আঁধারে, চরউআর — চর্যাকার।

বঙ্গানুবাদ :

ভালুক পাদের স্মরণ নিয়েছেন সরহপাদ — হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে চলেছেন তার সাধনার ভিত্তিভূমি। কিন্তু ভিত্তি না মেলায় তার চিত্তের প্রজ্জ্বোলন ঘটে নাই তাই আচার্য সহরপা অন্ধকারেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

৮.

পখরিকা পিঁড়িআঞ একা গাছা চাঁপা হো
ফুলে ফরে ঝবরল ডাইর
বাছি কুছি বাছি কুছি পঁহিরবে রসিকা
সারা সিখর মহকলে জাই
এহে চাঁচর দেবে না ঘুরাই
ভল বাপেক বেটা হেউবেরে রসিকা
এহে চাঁচর দেবে রে ঘুরাই।

শব্দার্থ :

পখরিকা — পুকুরের, পিঁড়িআঞ — পাড়ে, একা — এক, গাছা — গাছ, চাঁপা — চাঁপা ফুল, ঝবরল — ঝুঁকে পড়া, ডাইর — ডাল, বাছি কুছি — ভালভাবে বেছে, পঁহিরবে — পরবে, রসিকা — রসিকজন, সিখর — শিখর ভূমি, মহকলে — গন্ধময়, চাঁচর — চাঁচর গীত, ঘুরাই — প্রতিউত্তর, ভালবাপেক — ভাল পিতার, বেটা — ছেলে, পুত্র, হেউবে — হবে।

বঙ্গানুবাদ :

পুকুরের পাড়ে এক চাঁপা ফুলের গাছ। ফুলে ফলে তার ডাল ঝুঁকে পড়েছে। রসিকজন বেছে বেছে সে ফুল পরে নিও তাহলে সারা শিখরদেশ গন্ধময় হয়ে যাবে। হে রসিকজন এই চাঁচরের উত্তর তুমি দিও তাহলেই তুমি শ্রেষ্ঠ পিতার সন্তান বলে গণ্য হবে।

৯.

চিমটি রানি চিমটি রানি চলল বিহরিআ হো
বেঁগা রানি সাজল বরিআত
উঁড়ু ভিতরে মুসা গরজএ
রাহে বেঁগা হামু জাম বরিআত।

শব্দার্থ :

চিমটি রানি — পিঁপড়ে রানি, বিহরিআ — বিয়ে করতে, বেঁগা রাণি — বেঙের রানি, সাজল — সেজেছে, বরিআত — বরযাত্রী, উঁড়ু — গর্ত, মুসা — ইঁদুর, গরজএ — গর্জন করে, রাহে — থামো, হামু — আমিও, জাম — যাব।

বঙ্গানুবাদ :

পিঁপড়ে রানি বিয়ে করতে চলেছে। ব্যাঙ রাজা সেজেছে বরযাত্রী। ইঁদুর গর্তের মধ্যে গর্জন করে বলে দাঁড়াও ব্যাঙ আমিও তোমার সঙ্গে বরযাত্রী যাব।

১০.

কুলহি বুলইতে ফুচি মারলি
সেহ ফুচি ডাঁড়াঞ গঁজিলেল
আসি চুরাসি কুটুম বধাই গেল
তাউএ নিহি সিরাইরে সিকার।

শব্দার্থ :

কুলহি — গ্রামের রাস্তা, বুলইতে — পথে যেতে, ফুচুই — ফুচু পাখিকে, মারলি — মেরেছি, সেহ — সে, ডাঁড়াঞ — মেরুদণ্ডের নীচু অংশে, গঁজিলেল — গুঁজে নিলাম, কুটুম — আত্মীয়, বধাই — সন্তুষ্ট, গেল — গেল বা হওয়া, তাউএ — তাউ, নিহি — না, সিরাই — শেষ, সিকার — শিকারকৃত জিনিস বা বস্তু।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের রাস্তায় যেতে যেতে আমি ফুচু পাখিকে শিকার করেছি। শিকার করে সে ফুচু পাখিকে মেরুদণ্ডের নীচে গুঁজে নিলাম। পাখিটি ছোট হলে কি হয় আশি-চুরাশি জন আত্মীয়ের এতে সেবা হয়েও পাখিটির মাংস শেষ হলো না।

১১,

পুরুবেঁ অনাউঅল মেঘ, পছিমে বরসি গেল
ছাই বানি লেগলঅ ধউআই
দেবঁ জে গে ধনি সিঁথা ভরি সিঁদুরা
মর মড়ি দিহ না দেখাই।

শব্দার্থ :

পুরুবেঁ — পূর্ব দিকে, অনাউঅল — মেঘ করা বা সাজা, পছিমে — পশ্চিমে, বরসি গেল — বর্ষিত হলো, ছাইবানি — ছাইপাস, লেগলঅ — নিয়ে গেল, ধউআই — ধুয়ে, দেবঁ — দিব, ধনি — প্রিয়া, সিঁথা — সিঁথি, ভরি — ভরে, মর — আমার, মড়ি — মৃতদেহ, দিহ — দাও।

বঙ্গানুবাদ :

পূর্ব দিকে যে মেঘ সেজেছিল তা পশ্চিম দিকে বর্ষণ করে গেল এবং দেহাবশেষের ছাইভস্ম ধুয়ে নিয়ে গেল। হে প্রিয়া আমি তোমার সিঁথি ভরে সিন্দুর দিব যদি তুমি আমার মৃতদেহ দেখিয়ে দিতে পার।

১২.

নুড়ি টানইতে পাঁড় মরই রে
সানা ফানা রহল ডিঁগাই
মাখু ধরিকে পাঁড়িন কাঁদই
কিআ বিধি লেখে ভগবান।

শব্দার্থ :

নুড়ি — সুতোর নুড়ি, টানইতে — টানতে, পাঁড় — তাঁতি, মরইরে — মরে যায়, সানাফানা — আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি, রহল — রইল, ডিঁগাই — ডিঁগু হয়ে, মাখু — মাকু, ধরিকে — ধরে, পাঁড়িন — তাঁতিবউ, কাঁদই — কাঁদে, কিআ — কি, বিধি — বিধান, লেখে — লিখে, ভগবান — ঈশ্বর।

বঙ্গানুবাদ :

নুড়ি টানতে টানতেই তাঁতির মৃত্যু হলো। বোনার সমস্ত যন্ত্রপাতি ডিঁগহয়ে পড়ে রইল। তাঁতি বউ মাকু ধরে কাঁদতে লাগল — হায় ঈশ্বর তার জন্য কি বিধান দিলেন?

১৩.

জাহিতে রে সিমের সিটিকা রে
ঘুরহিতে ফুলেঁ ভভকাল
সেহ ফুল তড়বে ননদসুআ
রিঝি জাতউ ছটকি ননদ।।

শব্দার্থ :

জাহিতে — যাওয়ার সময়, সিমের — শিমুল, সিটিকা — কঞ্চি, ঘুরহিতে — ফেরার সময়, ভভকাল — পূর্ণরূপ, সেহ — সে, তড়বে — তুলবে, ননদসুআ — ননদের স্বামী, রিঝি — খুশিতে টগবগ, জাতউ — যাবে, ছটকি — ছোট।

বঙ্গানুবাদ :

যাওয়ার সময় শিমুল কলির মতো সরু ছিল কিন্তু ফেরার পথে গাছটি ফুলে ফুলময়। নন্দসু তুমি সে ফুল তুলে নিও — ননদ খুশিতে টগবগ হবে।

১৪.

কাঁহাহি উঠত অরল ছাতুআ হো
কাঁহা ত উঠে রে করিল
কাঁহাহি উঠইএ কদমেকি ফুলউআ
সেহ ধরি ঝুলেই রে জুআন?
মরল টিলাহিঁ উঠেই অরল ছাতুআ হো
বাঁস বুদাঞ উঠইএ করিল
ছঁড়িকা ছতিআঞ উঠেরে কদম ফুল
সেহ ধরি ঝুলেই রে জুআন।

শব্দার্থ :

কাঁহাহি — কোথায়, উঠইএ — উঠে, অরল — নরম, ছাতুআ — ছাতি, করিল — নূতন পঁগ, কদমেকি — কদমের, ফুলউআ — ফুল, সেহ — সে, জুআন — যুবক, মরল — মরে যাওয়া, টিলাহিঁ — উইটিপি, বাঁসবুদাঞ — বাঁশ ঝোপে, উঠইএ — উঠে, ছঁড়িকা — যুবতি মেয়ে, ছতিআঞ — বুকে, কদমফুল — কদমফুল।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় উঠে নরম নরম ছাতি, কোথায় জন্ম নেয় বাঁশের পঁগ আবার কোথায় বা ফুটে কদম ফুল?

উত্তরে বলা হচ্ছে মরে যাওয়া উইটিবিতে উঠে নরম নরম ছাতি, বাঁশ ঝোপে জন্ম নেয় বাঁশের পঁগ এবং যুবতী মেয়ের বুকে জন্ম নেয় কদম ফুল সদৃশ স্তনযুগল যুবক ছেলেরা তা ধরে ঝুলে পড়ে।

১৫.

কাঁহাহি ঘুরইএ ঘুরনি পঁড়কিআ হো
কাঁহা ত ঘুরেই রে মেজুর
কাঁহাহি ঘুরেই নব রঁগ রসিকা
ছুমুর ছুমুর বাজেই রে নপুর?
রন বনে ঘুরইএ ঘুরনি পঁড়কি হো
বিজু বনে ঘুরেই রে মেজুর
আখড়াহিঁ ঘুরইএ নব রঁগ রসিকা
ছুমুর ছুমুর বাজেই রে নপুর।

শব্দার্থ :

কাঁহাহি — কোথায়, ঘুরইএ — ঘুরে, ঘুরনি — ঘুরে, পঁড়কি — ঘুঘুপাখি, মেজুর — ময়ূর, নব রঁগ — নবযৌবন, রন বনে — অরণ্য বিশেষ, বিজুবন — মানভূম অধ্যুষিত অরণ্য বিশেষ। আখড়াহিঁ — সাংস্কৃতিক ভূমিমঞ্চ।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় ঘুরে বেড়ায় ঘুরিনি ঘুঘু পাখি? কোথায় ঘুরে ময়ূর আবার কোথায় বা ঘুরে নবযৌবন রসিক যেখানে ছুমুর ছুমুর করতাল বাজে?

উত্তরে বলা হয়েছে রণবনে ঘুরে বেড়ায় ঘুঘু পাখি বিজু বনে ঘুরে ময়ূর এবং নৃত্য ও গীতের আখড়ায় (মঞ্চে) ঘুরে নবযৌবন রসিক ছুমুর ছুমুর শব্দে সেখানে করতাল বাজে।

১৬.

গাঁউ মুড়াঞ রে পিঁপড় পাকলি হো
সেহ পিঁপড় বড়ি রে সোআদ
মঞ জদি হেই তেলঁ এহ গাঁউএক রসিকা
চাখেই তেলঁ কেইসন সোআদ।

শব্দার্থ :

গাঁউ — গ্রাম, মুড়াঞ — প্রান্তে, পিঁপড় — ফলবিশেষ, পাকলি — পাকল, সেহ — সে, সোআদ — সুস্বাদু, মঞ — আমি, হেইতেলঁ — হতাম, গাঁউএক — গ্রামের, চাখেই তেলঁ — স্বাদ নিতাম, কেইসন — কেমন।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের প্রান্তে পিঁপড় ফল পেকেছে। সে পিঁপড় ফল খুবই সুস্বাদু। আমি যদি এই গ্রামের রসিক হতাম তাহলে স্বাদ নিয়ে দেখতাম ফলটি কেমন সুস্বাদু।

১৭.

গাঁউএকে আখড়া মাঝেঁ, বাজনাজে বাজইএ হো
সাড়া সবদেঁ চাইর দিগ খেপাই
জেহ জে ছুঁড়ি ঝাঁটি তাড়াই দেখইএ
সেহ ছুঁড়ি অলগে চিনহাই।

শব্দার্থ :

গাঁউএকে — গ্রামের, আখড়া — নাচ গানের ভূমিমঞ্চ, বাজইএ — বাজে, সাড়া সবদেঁ — ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে, খেপাই — পাগল, জেহ — যে, ছুঁড়ি — যুবতী, ঝাঁটিতাড়াই — ঝাঁটির বেড়ায়, সেহ — সে, অলগে — হাল্কা, চিনহাই — বোঝা যায়।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামে আখড়াতে বাজনা বাজছে যার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে চারি দিকে উন্মাদনা। যে যুবতী ঝাঁটির বেড়ার আড়াল থেকে চেয়ে থাকে, সে যুবতী নিশ্চিত ইচ্ছুক।

১৮.

কিআ বিনু লেউএ গাছ দারুনউআ হো
কিআ বিনু লেউএ ধেনু গাই
কিআ বিনু লেউএ খাউআসিনি বেটিআ
কুল্‌হি মাঝে লহসরে জাই।
ডাইর পাতে লেউএ গাছ দারুনউআ হো
দুবি ধানে লেউএ ধেনু গাই
সিঁদুরে কাজরে লেউএ খাউআসিনি বেটিআ
কুল্‌হি মাঝে লহসরে জাই।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, বিনু — ভিন্ন, লেউএ — নেয়, দারুনউআ — সুন্দর দেখায়, ধেনুগাই — গাভি, খাউআসিনিবেটিআ — রক্ষিতার মেয়ে, কুল্‌হি — রাস্তা, লহসরে — বিশেষ পদসঞ্চারে, ডাইরপাতে — ডালে পাতে, দুবিধানে — দুর্বঘাস ও ধানে, সিঁদুরে-কাজরে — সিঁদুর কাজলে।

বঙ্গানুবাদ :

কি নিয়ে গাছ সুন্দর হয়ে উঠে? কি নিয়ে সুন্দর হয় গাভী আবার কি নিয়ে সুন্দর হয়ে উঠে রক্ষিতার মেয়েটি গ্রামের মূল পথে অভিনব পদসঞ্চারে চলে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে ডাল-পাতা নিয়ে সুন্দর হয় গাছ, দুর্বাঘাস ও ধান খোঁজে গাভী আবার রক্ষিতার মেয়েটি সিঁদুর কাজলে সেজে গ্রামের পথে অভিনব পদসঞ্চারে চলে যায়।

১৯

নিতি জে দেখঁ বহু তেল হরদিআ গো
নিতি বহু সাঅরে সিনাই
হামর পুতা সিসু বালকউআ
রুঁআ লেখেঁ জাহ লরুআই?
তহরা জে কইহা সসুর, সিসু বালকউআ হো
মঞ নিতি সাঅরে সিনাউ
রাতিহ সগরে গাজার গুজুর করেই
জেসন বুঝাই কদউআ পঁউআর।

শব্দার্থ :

নিতি — প্রতিনিয়ত, দেখঁ — দেখি, বহু — বউ, হরদিআ — হলুদ, সাঅরে — পুকুরে, সিনাই —স্নান করে, হামরপুতা — আমার পুত্র, রুঁআ — লোম বা তুলোর আঁশ, লরুআই — নরম, তহরা — তুমি, কইহা — বল, রাতিহ সগরে — রাত্রি ব্যাপি, গাজার গুজুর — অস্পষ্ট মুখধ্বনি, মঞ — আমি, কদউআ পঁউআর — কদ দানাশস্যের খড়।

বঙ্গানুবাদ :

বউগো— আমি প্রতিনিয়ত দেখছি তুমি তেল হলুদ মেখে পুকুরে স্নান কর আমার ছেলে কম বয়েসি সে তুলোর আঁশের মতো নরম বা মৃয়মান হয়ে যাচ্ছে। তুমি তো বলছ শ্বশুর যে আমি প্রতিদিন সায়রে স্নান করি তোমার ছেলে রাতভোর কেবল ঘ্যানঘ্যান করে সে কোন কাজের নয় তাকে মনে হয় যেন নরম কদ ঘাসের খড়।

২০.

কিআ ভরে নাউইএ বাঘা বাঘিনিআ
কিআ ভরে নাভেই ধেনু গাই
কিআ ভরে নাভইএ খাউআসিনি বেটিআ (মালিনি)
চাইল চলে অঁগ মচকাই।
ঝুড়ে পাতে নাভইএ বাঘা বাঘিনিআ
সাজ ভরে নাভেই ধেনু গাই
আভরনে নাভইএ খাউআসিনি বেটিআ। (মালিনি)
চাইল চলে অঁগ মচকাই।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, নাভইএ — নেমে আসে, ভরে — অবলম্বন করে, ধেনুগাই — গাভী, খাউআসিনি বেটিআ — রক্ষিতার মেয়ে, অঁগ মচকাই — শরীর বা আন্দোলিত করে, ঝুড়ে পাতে — ঝোপঝাড়ে, সাজভরে — স্তনভারে, আভরণে — অলঙ্কৃত হয়ে, চাইল চলে — পদসঞ্চারে।

বঙ্গানুবাদ :

কিভাবে বাঘ-বাঘিনী নেমে আসে? কিসের আবেগে নেমে আসে গাভি আবার কোন আবেগে নেমে আসে রক্ষিতার মেয়েটি পদসঞ্চারে তার শরীর বিভঙ্গ?

উত্তরে বলা হয়েছে ঝোপে ঝাড়ে বাঘ বাঘিনী নেমে আসে, দুগ্ধবতী গাভী নেমে আসে স্তনভারে আবার রক্ষিতার মেয়েটি অলঙ্কৃত হয়ে নেমে এসে পদসঞ্চারে শরীর বিভঙ্গ দেখায়।

২১.

বড় গাছেক ডগি রে ভাই না ঠুঁগিহা হো
ঠসকি ঠসকি পড়ে খির
দুধালিআ ছঁড়ি সঁগ নাটুকিআ রসিকা
ভিজি জাতউ দহলি চাদর।

শব্দার্থ :

বড়গাছেক — বটগাছের, ডগি — ডগা, টুঁগিহা — ভেঙে দেওয়া বা নষ্ট করা, ঠসকিঠসকি — ঠপা ঠপা, খির — দুধ, দুধালিআ — স্তনশোভিতা, ছঁড়ি — যুবতী, নাটুকিআ — নাটুকেপনা, রসিকা — নায়ক, ভিজিজাতউ — ভিজে যাবে, দহলিচাদর — দুপুর দেওয়া চাদর।

বঙ্গানুবাদ :

বটগাছের ডগা ভেঙে দিও না, ভাঙলে টপটপ করে দুধ নিঃসৃত হবে। স্তনবতী যুবতীর সঙ্গে নাটুকে নায়ক হলে দুপুর দেওয়া চাদরও ভিজে যায়।

২২.

কনহ মাসে মইসি মরলিরে
হাড়াগড়া গেলাই গঁগা পাইর
আসিন সিরাএ কারতিক পঁহচএ
সেহ মইসি উঠি পাগুলাই?
মাঘ মহিনাঈ মইসি মরলিরে
হাড়া গড়া গেলাই গঁগাপার
আসিন সিরাএ, কারতিক পঁহচএ
সেহ মইসি উঠি পাগুলাই।।

শব্দার্থ :

কনহ — কোন, মইসি — মহিষীনী, মরলি — মরল, হাড়াগড়া — হাড়গোড়, গঁগাপাইর — গঙ্গার ওপার, সিরাএ — শেষে, পঁহচএ — পৌঁছায়, সেহ — সে, পাগুলাই — জাবর কাটে, মহিনাই — মাসে।

বঙ্গানুবাদ :

কোন মাসে মহিষীনি মারা গেল তার হাড়গোড় চলে গেল গঙ্গার ওপারে? আশ্বিনের শেষে কার্তিকের শুরুতে সেই মহিষীনি উঠে জাবর কাটে?

মাঘ মাসে মহিষীনি মারা যায় তার হাড়গোড় চলে যায় গঙ্গার ওপারে — আশ্বিনের শেষে কার্তিকের শুরুতে সে মহিষীনি বেঁচে উঠে 'জাবর' কাটে।

২৩.

অহে জড়া ডিহেক একা গাছা মহুআ
আঁদাড়ে পিঁদাড়ে ফেঁকে ডাইর
রাতি সগর বিছইএ নাউআ নাউআ রসিকা
ভিনিসারেঁ বিছে রাখউআর।

শব্দার্থ :

অহে — ঐ, জড়াডিহেক — ছোট বসতি, একা — এক, মহুআ — মহুল, আঁদাড়ে-পিঁদাড়ে — আগে পিছে, ফেঁকে — বিস্তৃত হয়। ডাইর — ডাল, রাতি সগর — রাতভর, বিছইএ — কুড়োয়, নাউআ — নতুন, রসিকা — নায়ক, ভিনিসারেঁ — ভোরে, রাখউআর — রক্ষী।

বঙ্গানুবাদ :

ঐ ছোট্ট গ্রামে একটি মাত্র মহুল গাছ। চারিদিকে তার ডাল বিস্তৃত। রাতভর মহুল কুড়োয় নতুন নতুন নায়কেরা, ভোর রাত্রে মহুল কুড়োয় গাছের রক্ষী।

২৪.

বিনা বাতাসেঁ পিঁপড় ডলল রে
আর ডলে নেদিকে সেঁউআল
পানি আনইতে ঘেইলা ফুটইএ
সেহ ঘেইলা অলগে ছিনার।
বিনা পুরুসে কেরি তিরিআ
জাঁহি বইসে তাঁহি ঝুরুআই।

শব্দার্থ :

বিনা বাতাসেঁ — বাতাস ছাড়াই, পিঁপড় — পিপল গাছ, ডলল — আন্দোলিত হওয়া, নেদিকে — নদীর, সেঁউআল — সেউলা, পানি — জল, ঘেইলা — জলের হাঁড়ি, ফুটএই — ভেঙে যায়, সেহ — সে, অলগে-ছিনার — বিনা কারণে ভেঙে যায়, পুরুস — স্বামী, তিরিআ — স্ত্রী বা রমনী, জাঁহি — যেথায়, তাঁহি — সেথায়, ঝুরুআই — কাঁদে।

বঙ্গানুবাদ :

বাতাস ছাড়াই পিপল গাছ আন্দোলিত হয় আরও আন্দোলিত হয় নদীর সেউলা। জল আনতে গিয়ে হাঁড়ি ভেঙে যায় সে হাঁড়িও ভাঙে বিনা কারণে। স্বামীহীনা রমনীও তেমনি যেখানে বসে সেখানেই ক্রন্দনবতী হয়।

২৫.

কাহাল — এক দিন জাহিরহঁ ভঁইসিগরখিআ
গেলে রহঁ গইআ গঁগাপার
উ দেসেক লক গিলা বড়িরে নিরবুধিআ
সিঁগা ভঁইসিক দুধা দুহি খাই।

শব্দার্থ :

জাহিরঁহ — গেছিলাম, ভঁইসি — মহিষীনি, গরখিআ — রাখালি, গেলেরহঁ — গিয়েছিলাম, গয়া — গায়ক, লকগিলা — মানুষেরা, বড়িরে — বড়ই, নিরবুধিআ — নির্বোধ, সিঁগাভঁইসিক — শৃঙ্গ যুক্ত মহিষীনির, দুধা — দুধ, দুহি — দোহন করে।

বঙ্গানুবাদ :

একদিন মহিষীনিকে চরানোর জন্য গিয়েছিলাম — গিয়েছিলাম গয়া ও গঙ্গার ওপারে। সে দেশের মানুষেরা বড়ই নির্বোধ শৃঙ্গ মহিষীনীর দুধ দোহন করে খেয়ে নেয়।

২৬.

পুরুব দেসেঁ নাভইএ এক ঠেঁগেক ভঁইসি
পিঠে কা ভরে ভঁইসি খাইঅত
পাঁজড়াহিঁ ফেঁকত সাহার।

শব্দার্থ :

নাভইএ — নামে, ঠেঁগেক — পায়ের, ভঁইসি — মহিষীনি, পিঠে — পৃষ্ঠদেশ, ভরে — দ্বারা, খাইঅত — খায়, পাঁজড়াহিঁ — পাজরাতে, ফেঁকত — নিঃসরণ করে, সাহার — বিষ্ঠা, গোবর।

বঙ্গানুবাদ :

পূর্ব দেশে একপা বিশিষ্ট এক মহিষীনি নেমে এলো। পিঠের দ্বারা সে মহিষীনি খায় এবং পাঁজরায় সে গোবর নিঃসৃত করে।

২৭.

বাঁধা জে দেলে রাজা দেসেকেরি অড়ে হো
পিঁড়িআত দেলে অজগড়
ঝলকলে আউঅইএ মূড়েকে গাগরিআ
মলকলে আউএ পেনিহর।
সুনু মএগ্রা এগলি
সুনু মএগ্রা পেছলি
সুনিলেবে মেঝলি পেনিহর
মেঝলিকা ঘৈইলাএঞ পানি বড়ি নিরমলিআ
রসিকা পিঅলে মাতি জাই।।

শব্দার্থ :

বাঁধ — বাঁধ, অড় — শুরু, পিঁড়িআ — পাড়, অজগড় — বৃহৎ, ঝলকলে — ঝলমল করে, মূড়েকে — মাথার, মলকলে — আনন্দে টগবগ চলনে, পেনিহর — জল আনা মহিলা, সুনু · শুন, মএগ্রা — মহিলা, মেঝলি — মধ্যে, ঘৈইলাএঞ — জলের হাঁড়িতে, বড়ি — বড়, খুব, নিরমলিআ — পবিত্র।

বঙ্গানুবাদ :

রাজা। দেশের প্রান্তে তুমি এক বাঁধ দিয়েছ যার পাড় বৃহৎ। জল নিয়ে আসা নারীর মাথার গাগরি ঝলমল করে, আনন্দে টগবগ তার চলন। যে নারী আগে বা যে নারী পেছনে শুনে রেখো যে নারী মধ্যে রয়েছে তার জলই হলো সবচেয়ে নির্মল এবং পবিত্র।

২৮.

কিআ দেখি বকলি আগা ডাঁড়িঞ বইসই
কিআ দেখি পাঁখা মড়রই রে
কিআ দেখি করিন বেটি অঁগ মচকাইএ
রসিকাকে লেগল ভুলাই?
মাছা দেখি বকলি আগা ডাঁড়িঞ বইসই
মেঘা দেখি পাঁখা মড়রই রে
রসিক দেখি করিনবেটি অঁগ মচকাইএ
রসিকাকে লেগল ভুলাই।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, বকলি — বক, আগা — আগে বা সামনে, ডাঁড়িঞ — ছোট জলাশয়, মড়রই — মেলে, করিনবেটি — হস্তিনীমেয়ে, মচকাইএ — অঙ্গ-বিভঙ্গ, রসিকা — প্রেমিক, লেগল — নিয়ে গেল, মাছা — মাছ।

বঙ্গানুবাদ :

কি দেখে বক জলাশয়ের পাশে এসে বসে, কি দেখেই বা তার পাখা মেলে? আবার কি দেখে হস্তিনী মেয়ে তার অঙ্গ বিহঙ্গ করে এবং রসিককে ভুলিয়ে নিয়ে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে মাছ দেখে বক জলাশয়ের পাশে এসে বসে এবং মেঘ দেখে পাখা মেলে উড়ে, আবার রসিক বা প্রেমিককে দেখে হস্তিনী মেয়ে অঙ্গ বিভঙ্গ দেখায় এবং রসিককে সে ভুলিয়ে নিয়ে যায়।

২৯.

কাহাল — কাঁহাকা দুবি লাগই রে (হার জতলাই)
কাঁহাক দুবিঞ চরই ধেনু গাঈ
কাঁহাকা দুবি লাগই এতি সুলোচনা গ
চুমাইঅ জড়া ধেনু গাই?
খেতিকা দুবিএ লাগই (হার জাতলাই) রে
টাঁড়িক দুবিঞ চরই ধেনু গাই
কুলহি কা দুবি লাগই এতি সুলোচনা গ
চুমাইঅ জড়া ধেনু গাই।

শব্দার্থ :

কাঁহাকা — কোথাকার, দুবি — দুর্বাঘাস, হার জতলাই — চাষের জন্য, চরই — চরে, ধেনুগাই — গাভী, এতি — এত, সুলোচনা — সুন্দর, চুমাইঅ — চুমানকরি, খেতিক — খেতের, টাঁড়িক — মাঠের, কুলহি — রাস্তা।

বঙ্গানুবাদ :

কোথাকার দূর্বাঘাস ঘন সবুজ, কোথার দূর্বাঘাসে গাভী চরে, আবার কোথাকার দূর্বাঘাস সুন্দরতম যা দিয়ে জোড়া ধেনুগাইকে চুমান করা হয়?

খেতের দূর্বাঘাস সবুজময়, চাষের জন্য মাঠের দূর্বাঘাসে ধেনুগাই চরে কিন্তু গ্রামের রাস্তার যে দূর্বাঘাস অতি সুন্দর তা দিয়েই জোড়া ধেনু গাইয়ের চুমান করা হয়।

৩০.

কহল — কনহ চড়ই লাগই চিতর-কাবরিরে
কনঅ চড়ই ইঁজর পাঁইখ
কনহ চড়ই লাগেই রামু রামু ডাকেই
কনঅ চড়ই (পাপি ফেচাঞ) কহেই আধারাইত?
কহল — মইন চড়ই লাগই চিতর-কাবরি রে
বঁকলিচড়ইআ ইঁজর পাঁইখ
মুরগা চড়ই রামু রামু ডাকেই
পেঁচা চড়ই ডাকেই আধারাইত।

শব্দার্থ :

কনহ — কোন, চড়ই — পাখি, চিতর-কাবরি — নানাবর্ণের, ইঁজর — সাদা, পাঁইখ — পাখা, রামু রামু — শব্দ বিশেষ, ফেচাঞ — পেঁচা, আধারাইত — অর্দ্ধরাত্রি, মইন — শালিক, বাঁক — বক।

বঙ্গানুবাদ :

কোন পাখির পাখা নানা বর্ণের, কোন পাখির পাখা সাদা বর্ণের আবার কোন পাখি রামু রামু শব্দে ডাকে এবং কোন পাখির ডাক অর্ধরাত্রির জানান দেয়?

উত্তরে বলা হয়েছে শালিক পাখির পাখা চিত্র-বিচিত্র এবং বক পাখির পাখা শুভ্র সাদা রঙের আবার মোরগের ডাক রামু রামু এবং পাপি পেঁচা ডেকে অর্ধ রাত্রির জানান দেয়।

৩১.

আখড়াহিঁ ঘুরইএ নানা রঁগ রসিকা রে
ধতিআ ত ফলকলে জাই
এক মনে করইএ ধতিঞ ধরি টানব
দসর মনে সঁগে চলি জাই।

শব্দার্থ :

আখড়াহিঁ — আখড়াতে (ভূমিমঞ্চ), রঁগ — বর্ণময়, রসিক — কলাকার, ধতিআ — ধুতি, ফলকলে — বিন্যাস, ধতিঞ — ধুতিতে, দসর — অন্য, দ্বিতীয়।

বঙ্গানুবাদ :

আখড়াতে সমাবিষ্ট বর্ণময় কলাকার রসিক। তার পরিহিত ধুতির অভিনব বিন্যাস। এক মনে ভাবি তার ধুতি ধরে টানি অন্য মনে ভাবি তার সঙ্গেই চলে যাই।

৩২.

কহাল —	নন্‌দন বনে পিআ চন্‌দন গাছউআ হো
তাঁহি পিআ ধেলুআ টাঁগাই
আগু জে ঝুঁকইএ নানা রঁগ রসিকা
তাকর পেছু ঝুঁকে পিআ মর।

শব্দার্থ :

নন্‌দন বনে — নন্দন বলে, চন্‌দন গাছউআ — চন্দন গাছ, তাঁহি — তা যে, পিআ — প্রিয়, ধেলুআ — দোলনা, টাঁগাই — ঝুলানো, আগুজে — আগে বা পূর্বে, ঝুঁকইএ — দোলে, রঁগরসিকা — বর্ণময় প্রেমিক, তাকর পেছু — তারপর, মর — আমার।

বঙ্গানুবাদ :

নন্দন বনের মধ্যে এক সুন্দর চন্দনগাছ, সে গাছেই আমার প্রিয় দোলনা ঝুলিয়েছে। সে দোলনায় নানা বর্ণময় প্রেমিকজন আগেই দুলেছে তারপর দুলেছে আমার স্বামী।

৩৩.

কাহাল — ঝরনাকা মহুআ রে
নিতি উঠে ঝরনাকা ধাইর
আগুজে বিছএ নানা রঁগ রসিকা
তাকর পেছু বিছে গাছোআর।

শব্দার্থ :

ঝরনাকা — ঝর্ণার, মহুআ — মহুল, নিতি — নিত্য, প্রতিদিন, ধাইর — ধারে, আগুজে — আগে, বিছএ — কুড়ায়, রঁগরসিকা — প্রেমিক জন, তাকর পেছু — তারপর, গাছোআর — গাছের মালিক।

বঙ্গানুবাদ :

ঝর্ণার ধারে মহুল গাছ। নিত্যই সেখানে মানুষজন আসেন। আগেই কুড়িয়ে নেয় প্রেমিক/রসিকজন তারপর কুড়োয় গাছের মালিক।

৩৪.

বাটাহিঁ রে পিঁপড় পাকইরে
দিহা পিআ ডারিআ নউআই
হামে কইসে ডারিআ নউআউঅব
ডারি সভে রাখা বসি জাই।

শব্দার্থ :

বাটাহিঁ — পথে, পিঁপড় — পিপল, পকাইএ — পাকে, দিহা — দিও, পিআ — প্রিয়, ডারিআ — ডাল, নউআই — নুইয়ে, হামে — আমি, কইসে — কেমন করে, রাখা — রক্ষী, সভে — শোভনায়।

বঙ্গানুবাদ :

পথের ধারে পিঁপড় পেকেছে প্রিয় তার ডাল আমাকে নুইয়ে দিও। প্রিয় বলে আমি কেমন করে তোমাকে ডাল নুইয়ে দিব ডালের তলাতে তো রক্ষী বসে রয়েছে।

৩৫.

ছটকি বহু বড়কি বহু চলল নইহরউআ হো
কিআ কিআ সঁদেস লেলে জাই
হঁাথ মচড়ি খএঁছাএঁ ভরইএ
হঁাথে লুগা জাহো নইহর।

শব্দার্থ :

ছটকি — ছোট, বহু — বউ, বড়কি — বড়, নইহরউআ — বাপের বাড়ি, কিআ — কি, সঁদেশ — উপহার, লেলে — নিয়ে, হঁাথ — হাত, মচড়ি — মুচড়ে, খএঁছাএঁ — আঁচলে, ভরইএ — ভরে, উমকলে — দ্রুতবেগে, জাহো — যায়।

বঙ্গানুবাদ :

ছোট বউ, বড় বউ বাপের বাড়ি চলেছে — কি কি উপহার তারা নিয়ে যায়? হাত ঘুরিয়ে আঁচলে সব উপহার তারা ভরে নেয় তারপর দ্রুতবেগে বাপের বাড়ি চলে যায়।

৩৬.

কিআ ভরে নাভএ গাছা তরুনউআ রে
কিআ ভরে নাভে ধেনু গাই
কিআ ভরে নাভএ মালিনি বেটিআ
চাইল চলে অঁগ মচকাই?
লতে পতে নাভএ গাছ তরুনউআ রে
সাজ ভরে নাভে ধেনু গাই
আভরনে নাভএ মালিনি বেটিআ
চাইল চলে অঁগ মচকাই।

শব্দার্থ :

কিআ — কোন, কি করে, নাভএ — নামে, তরুনউআ — যুবক, ধেনুগাই — গাভী, ভরে — আবেশে, মালিনী-বেটিআ — মালিনীর মেয়ে, মচকাই — চমকাই, লতে পতে — লতায় পাতায়, সাজভরে — স্তনভারে, আভরনে — অঙ্গসজ্জায়।

বঙ্গানুবাদ :

কিসের ভারে ঝুঁকে যায় যুবক গাছ, কিসের ভারে নেমে আসে গাভী আবার কোন আবেশে নেমে আসে মালিনীর মেয়ে পদসঞ্চারে অঙ্গ দোলায়?

উত্তরে বলা হয়েছে একটি তরুণ গাছ লতায় পাতায় বিস্তার লাভ করে। স্তনভারের আবেগে নেমে আসে গাভী এবং মালিনীর মেয়ে তার অঙ্গ সজ্জার কারণেই পদসঞ্চারে অঙ্গবিভঙ্গ দেখায়।

৩৭.

গাছা রে গাছা ঝাঁঝরা রে
তাঁহি বসি সুইআ রিরিআই
সুইআ নিহি রিরিআই লো ননদি
মকে দেখি অহে রিরিআই।

শব্দার্থ :

গাছা — গাছ, ঝাঁঝরা — কোটর বিশিষ্ট, তাঁহি — সেথা, বসি — বসে, সুইআ — জোটপ্রাণী, রিরিআই — ডাক বিশেষ, ননদি — ননদ, মকে — আমাকে, অহে — সে, রিরিআই — ঈর্ষাকাতর হওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

গাছের কোটর বা ফোকরে বসে সুইআ বিচিত্র রিরি শব্দে ডাকে। ননদি লো সুইআ তো রিরি শব্দে ডাকে না আমাকে দেখেই সে ঈর্শাকাতর।

৩৮.

ঘুঁটাঞ চড়ি হাঁক পাড়েই বরদ গরখিআ হো
কাকর তিরিআ লেইএ জাই
আঁখি তর ফুটই, ডেমাতর ফুটইএ
আপন তিরিআ লেইএ জাই।

শব্দার্থ :

ঘুঁটাঞ — উঁচু ঢিপি, চড়ি — চেপে, হাঁকপাড়েই —হাঁকপাড়ে, বরদ — বলদ বা গরু, গরখিআ — রাখাল, কাকর — কার, তিরিআ — স্ত্রী, লেইএ — নিয়ে, ফুটইএ — খারাপ হওয়া, ডেমা — চোখের সাদা অংশ।

বঙ্গানুবাদ :

ঢিপিতে চেপে রাখাল হাঁক দেয়, কার বউ নিয়ে সে যায়?
তোমার চোখ কি নষ্ট হয়ে গেছে নিজের স্ত্রীকে নিয়েই সে যাচ্ছে।

৩৯.

ছটঅ না মটঅ লাগই করিন বেটিআ রে
সাগ বেইগন বেচে জাই
এক কুলহি বেচলঅ, দুইঅ কুলহি বেচলঅ
করিন বেটি গেলি রে হেরাই।

শব্দার্থ :

ছটঅ না মটঅ — ছোট (শব্দদ্বৈত), লাগই — হয়, করিণ বেটিআ — হস্তিনী মেয়ে, সাগ — শাক, বেইগন — বেগুন, বেচে — বিক্রি করতে, কুলহি — পথ ও পাড়া, হেরাই — হারিয়ে।

বঙ্গানুবাদ :

দেখতে ছোট-খাট আকৃতির হস্তিনী মেয়েটি শাক ও বেগুন বিক্রি করতে সে যায়। এক কুলহি বা পাড়া থেকে আর এক পাড়া যেতে যেতে হস্তিনী মেয়েটি হারিয়ে যায়।

৪০.

গিতা গাহঅইতে মুহা বাঁকল রে
তাকর মুহে কদউআ পঁউআর
সাঁড়াসি লাগাইএ জিহা ঝাঁকবউ
ঘানা লেইএ বধবঅ পরান।

শব্দার্থ :

গিতা — গীত, গাহঅইতে — গাইতে, মুহা — মুখ, তাকর — তার, কদউআ — ঘাসজাতীয় শস্য দানা, পঁউআর — খড় জিহা — জিভ, ঘানা — বড় হাতুড়ি বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ :

গীত গাইতেই শুনে যাদের মুখ বেঁকে যায় তার মুখে কদ পুয়াল বা খড় দিব এবং সাঁড়াশি দিয়ে তাদের জিভ ঝেঁকে, ঘানা দিয়ে সে লোকদের প্রাণে মেরে দিব।

৪১.

হাঁড়া ভিতরে সাঁড়া গরজলই রে
নদি ভিতরে ডলহ সেঁউআল
বিনা পুরুসেকর তিরিআ
জাঁহি বইসই তাঁহি ঝুরুআই।।

শব্দার্থ :

হাঁড়া — খুব বড় হাঁড়ি, সাঁড়া — মোরগ, গরজলই — গর্জন করে, ডলহ — দোলে, সেঁউআল — সেউলা, বিনা — বিহিন, তিরিআ — স্ত্রী, জাঁহি — যেখানে, তাঁহি — সেখানে, ঝুরুআই — কাঁদে।

বঙ্গানুবাদ :

হাঁড়ার ভিতরে মোরগ গর্জন করে। নদীর ভিতরে দোলে সেউলা। পুরুষ বিহীন যে স্ত্রী যেখানেই বসে সেখানেই তার কান্না।

৪২.

বিনা বাপেকেরি পুতা জনমলই রে
আঁউআরে ঝাঁউআরে গটে গাত
ধুরুআ ঝাড়িকে পুতা উঠি গেল
পুছে লাগল বাপেকে বানার।

শব্দার্থ :

বিনা — বিহীন, বাপেকেরি — বাপের, পুতা — পুত্র, জনমলই — জন্মিল, আঁউআরে-ঝাঁউআরে — জন্মচিহ্ন, গাত — শরীর, ধুরুআ — ধুলো, ঝাড়িকে — ঝেড়ে, পুছেলাগল — জানতে চাইল, বাপেকে — পিতার, বানার — সংবাদ।

বঙ্গানুবাদ :

পিতৃবিহীন এক ছেলের জন্ম হলো, সারা অঙ্গে তার জন্মচিহ্ন। ধুলো ঝেড়ে ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে জানতে চাইল তার পিতার সংবাদ।

৪৩.

অঁইরি পিঁধলে নুনি বইরিনি গে
সিঁদুরা পিঁধলে ভভকাল
খেইড়কা টুঁগিকে কাজর পিঁধলে
কাকর পুতা লেলে ললকাই।

শব্দার্থ :

অঁইরি — শাঁড়ির ভাজ, নুনি — যুবতী মেয়ে, বরিনি-পিঁধলে — পরে নিলে, ভভকাল — টকটকে, খেইড়কা — কাঠি, টুঁগিকে — ভেঙে, কাজল — কাজল, কাকর পুতা — কার ছেলে, লেলে — নিলে, ললকাই — প্রলুব্ধ করে।

বঙ্গানুবাদ :

যুবতী বরিনি ভাঁজ করে শাড়ি পরেছে, সিঁদুর পরেছে টকটকে, সরু কাঠি দিয়ে সে পরেছে কাজল, কারও ছেলেকে সে প্রলুব্ধ করেছে।

৪৪.

হারা জতইতে ফারা টুঁটইরে রে
আঁতরে ত টুঁটলঅ জুঁআইট
ভাত বাঁটইতে ডাঁটি টুঁটলঅ
রাঁধনি ত রহলঅ সিঠাই।

শব্দার্থ :

হারা — হাল, লাঙল, জতইতে — হালচালনা, ফারা — ফাল, টুঁটি গেল — ভেঙে গেল, আঁতরে — হালের পাকে, জুঁআইট — জোয়াল, ডাঁটি — হাতা বিশেষ, রহল — রইল, সিঠাই — স্থির হওয়া বা হতবাক।

বঙ্গানুবাদ :

লাঙল চালাতে গিয়ে ফাল ভেঙে গেল, জোয়াল ভেঙে গেল হালের পাকে। ভাত বাঁটতে গিয়ে হাতা ভেঙে গেল হতবাক রাঁধুনি।

৪৫.

কাঁহা ত বিআইএ বাটা গুঁড়রিআ রে
কাঁহা ত বিআই ধেনু গাই
কাঁহা ত বিআই ধবিনি বেটিআ
আঁউআরে ঝাঁউআরে লেলেজাই?
বাটাহিঁ বিআইএ বাটা গুঁড়রিআ রে
ছেউরেত বিআই ধেনু গাই
বাঁধ ঘাটে বিআউঅই ধবিনি বেটিআ
আঁউআরে ঝাঁউআরে লেলেজাই।

শব্দার্থ :

কাঁহা — কোথায়, বিআই — প্রসব করে, বাটা — পথের, গুঁড়রিআ — পাখি বিশেষ, ধেনু গাই — সন্তানবতী গাভী, ধবিনী — ধোপানী, বেটিআ — মেয়ে, আউআরে-ঝাউআরে — জন্মচিহ্ন, লেলে জাই — নিয়ে যায়, ছেউরে — বড় রাস্তা, বাঁধঘাটে — পুকুর ঘাটে।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় প্রসব করে বাটা গুঁড়রিআ পাখি, কোথায় প্রসব করে গাভী আবার কোথায় প্রসব করে ধোপার মেয়ে, জন্মচিহ্ন নিয়ে চলে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে সরু পথে সন্তান প্রসব করে বাটা গুঁড়রি পাখি, গ্রামে ঢোকার মূল পথে সন্তান প্রসব করে গাভী আবার পুকুর ঘাটে ধোপানীর মেয়ে প্রসব করে তার সন্তান নিয়ে চলে যায়।

৪৬.

একা অদভুতা হামে দেখলঁ রে
বাঁদরে চরাহ ধেনু গাই
লেচকাহিঁ দুহইএ পেচকাহিঁ মুহইএ
গিরগিটি দহি বেচে জাই।

শব্দার্থ :

একা — এক, অদভুতা — আশ্চর্য, হামে — আমি, দেখলঁ — দেখলাম, বাঁদরে — হনুমানে, চরাহ — চরাচ্ছে, ধেনুগাই — গাভী, লেচকাঁহি — গাভী দোহনের অঙ্গভঙ্গি বিশেষ, পেচকাহি — আঁকাবাঁকা ভঙ্গি, মহই — মন্থন করে, গিরগিটি — কৃকলাস, বেচনে — বিক্রয়ে।

বঙ্গানুবাদ :

এক আশ্চর্য ঘটনা আমি দেখলাম — হনুমান গাভী চরাচ্ছে। বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গিমায় সে গাভী দোহন করে এবং আঁকাবাঁকা ভঙ্গিমায় সে দুধ মন্থন করে সে দুধ বিক্রয়ে নিয়ে যায় কৃকলাস।

৪৭.

এক ঝিনুকা দুধা দুহলই রে
সেহ দুধা দহি রে জমই
সাতস লকে দহিআ খাউঅল
তাউএ দহি বাঢ়লে জাই।

শব্দার্থ :

একা — এক, ঝিনুকা — ঝিনুক, দুধা দুহলই — দুধ দোহন করি, সেহ — সে, দহি — দই, তাউএ — তাও, বাঢ়লে — বেড়ে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

এক ঝিনুক পরিমাণ দুধ দোহন করলাম। সে দুধ জমে দই হলো। সাতশত মানুষ সে দই খেল কিন্তু তাতেও দই বাড়ন্ত।

৪৮.

কুলহি কা মুড়াঞ পিঁপড় পাকল রে
দিহা সঞা ডারিআ নউআই
পিঁপড় বিছইতে আঁচর খড়কইএ
ছট দেউঅর মুচকি হাঁসই।

শব্দার্থ :

কুলহি — গ্রামের মূল রাস্তা, মুড়াঞ — প্রান্তে, পিঁপড় — পিপলফল, পাকল — পেকেছে, দিহা — দিও, সঞা — স্বামী, ডারিআ — ডাল, নউআই — নুইয়ে, বিছইতে — কুড়োতে, আঁচর — আঁচল, খড়কইএ — খসে পড়া, ছট — ছোট, দেউঅর — দেওর, মুচকি হাঁসই — মুচকি হাসে।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের মূল রাস্তার প্রান্তে পিপল পেকেছে। স্বামী তুমি আমাকে তার ডাল নুইয়ে দিও। পিঁপড় কুড়োতে গিয়ে শাড়ির আঁচল খসে পড়ে তা দেখে ছোট দেওর মুচকি হাসে।

৪৯.

সাঁকট গলিআঞ মন পেন্‌হরিআ রে
খসি গেলউ ফুলেকেরি হাইর
আড় পড়সিআ ভাই বহিনিআ
বিছিদিহা ফুলেকেরি হাইর।

শব্দার্থ :

সাঁকট — সরু, গলিআঞ — গলিপথে, পেন্‌হরিআ — জলআনা মহিলা, খসি — পড়ে যাওয়া, ফুলেকেরি — ফুলের, হাইর — হার, আড়পড়সিআ — প্রতিবেশী ভাই, বহিনিআ — ভাইবোন, বিছিদিহা — কুড়িয়ে দিও, ফুলেকেরি — ফুলের।

বঙ্গানুবাদ :

সরু পথে যায় জল নিয়ে মেয়ে, পড়ে যায় তার গলার হার। প্রতিবেশী ভাই বোনেরা হারটি কুড়িয়ে দিও।

৫০.

জাউঅইতে দেখলাই ঝিরিহিরি নদিআ রে
ঘুরইতে দুইঅ কুলে বান
পাইর করা পাইরকরা নাউআ নাউআ রসিকা
দানে দেবই ছটকি ননদ।
হামে নেহি লেবউ ছটকি নেহি লেবউ বড়কি রে
হামে লেবউ পিঠেকে বহিন।

শব্দার্থ :

জাউঅইতে — যেতে যেতে, দেখলাই — দেখলাম, ঝিরিহিরি নদিআ — ঝিরঝির বয়ে যাওয়া নদী। ঘুরইতে — ফিরে আসার সময়, বান — বন্যা, পাইরকরা — পার করে দিও। নউআ — নতুন, রসিকা — প্রেমিক, ছটকি — ছোট, হামে — আমি, নেহি — না, লেবউ — নেবো, বড়কি — বড়, পিঠেকে — পরের, বহিন — বোন।

বঙ্গানুবাদ :

যাওয়ার সময় দেখলাম ঝিরঝিরে নদী কিন্তু ফেরার পথে তার দু কূলে বন্যা। হে নব নব প্রেমিকজন আমাকে পার করে দিও তাহলে দান করবো ছোট ননদিনীকে। প্রেমিকের আব্দার আমি তোমার ছোট ননদিনীকে নিব না, আমি তোমার পরের বোনকে চাই।

৫১.

আগু জনমল বাবুআ হো
তাকর পেছুএ বাবুআকর বাপ
বাবুআহিঁ চরাউঅই ছাগরি রে বাছুরি
বাবুক বাপে চরাউঅই ধেনুগাই।

শব্দার্থ :

আগু — আগে, জনমল — জন্মিল, বাবুআ — পুত্র, তাকর পেছুএ — তারপর, বাবুআকর বাপ — ছেলের বাবা, চরাউঅই — চরায়, ছাগরি — ছাগল, বাছুরি — বাছুর, ধেনুগাই — গাভি।

বঙ্গানুবাদ :

আগে জন্ম হলো ছেলের, তারপর তার পিতার। ছেলে ছাগল ও বাছুর চরায়, ছেলের পিতা চরায় গাভি।

৫২.

কুলহি মুড়াঞ খেলে হেলঁ সুপতি বিঅনিআ রে
আচকেত আইলেই লেগনিআর
ভাল করি গঢ়বেরে সনহরা
গড়েকেরি বিছিআ
রনুঝুনু জাইবই সসুরঘার।।

শব্দার্থ :

কুলহিক — গ্রামর মূল রাস্তার, মুড়াঞ — প্রান্তে, খেলেহেলঁ — খেলছিলাম, সুপতি বিঅনিআ — ছোটকুলো ও পাখা, আচকেত — হঠাৎই, আইলেই — এলো, লেগনিআর — নিয়ে যাওয়ার লোক, গঢ়বে — তৈরি করবে, সনহরা — পোদ্দার, গড়েকেরি — পায়ের, বিছিআ — নুপুর জাতীয় অলঙ্কার বিশেষ, জাইবই — যাব, সসুরঘার — শ্বশুরবাড়ি।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের মূল রাস্তার প্রান্তে ধুলো বালি নিয়ে সুপতিবিঅনিআ খেলা খেলছিলাম। হঠাৎই শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাওয়ার লোক এলো। হে পোদ্দার ভাল করে আমার পায়ের বিছিআ তৈরি করে দিও, বিছিআর রুনুঝুনু শব্দে আমি শ্বশুর বাড়ি চলে যাব।

৫৩.

রিমিঝিমি রিমিঝিমি পানিআ বরসি গেল
বেঁগা রাজা সাজল বরিআত
দুআরি বসিকে মুসা ঠুনকইএ
হামু দাদা জাইবই বরিআত।

শব্দার্থ :

রিমিঝিমি — জলের শব্দ, পানিআ — জল, বরসিগেল — বর্ষিত হলো, বেঁগা রাজা — ব্যাঙের রাজা, সাজলঅ — সাজল, বরিআত — বরযাত্রী, দুআরি — দরজায়, বসিকে — বসে, মুসা — ইঁদুর, ঠুনকইএ — বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদা, হামু — আমি, জাইবই — যাব, বরিআত — বরযাত্রী।

বঙ্গানুবাদ :

রিমিঝিমি শব্দে বৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাঙের রাজা বরযাত্রী সেজেছে। তা দেখে ইঁদুর বসে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে বলে দাদা আমিও তোমার সঙ্গে বরযাত্রী যেতে চাই।

৫৪.

আগু ত জনমল বাবুআ হো
তাকর পেছু বাবুআকর বাপ
মাঁই কুঁঅরিন বেটি আসাপতি হো
নাতিনকে আইলেই নেনিহার।।

শব্দার্থ :

আগু — আগে, জনমল — জন্মিল, বাবুআ — পুত্র, তাকরপেছু — তারপরে, বাবুআকর — ছেলে, বাপ — বাবা, মাঁই — মা, কুঁঅরিন — কুনারি, বেটি — মেয়ে, আসাপতি — গর্ভবতী, নাতিনকে — নাতনীকে, আইলেই — এলো, নেনিহার — নিয়ে যাওয়ার লোক।

বঙ্গানুবাদ :

আগেই জন্ম হলো ছেলের, তারপর জন্ম হলো তার বাবার। মা কুমারী কিন্তু তার মেয়ে হলো গর্ভবতী, তার নাতনীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যাওয়ার লোক এসেছে।

৫৫.

পইনা উপরেঁ ফুলা ফুটলঅ রে
সেহ ফুলেক নামা ধরি দে
এহ জে ফুলেকের ঘের বইসাউঅবে
হামে তঁহে হেবই সঁগিদার।।

শব্দার্থ :

পইনা — সরু বাড়ি, উপরেঁ — উপরে, ফুলা — ফুল, ফুটলঅ — ফুটেছে, সেহ — সে, ফুলেক — ফুলের, নামা — নাম, ধরি দে — বলে দাও, এই — এই, ফুলেকের — ফুলের, ঘের — তাৎপর্য, বইসাউঅবে — বসিয়ে দিও, হামে — আমি, তঁহে — তুমি, হেবই — হবো, সঁগিদার — সাথী, সঙ্গী।

বঙ্গানুবাদ :

সরু লাঠির উপরে ফুল ফুটেছে তার নাম বলে দিও। এই ফুলের অর্থ যে বলে দিতে পারবে সেই হবে আমার সাথী।

৫৬.

বিনা বাদইরে পানি বরিসল রে
ডুবি গেলা, ডুঁগরি পাহাড়
হাঁথিঅ না ডুবে, ঘঁড়উআ না ডুবে
বঁখলি পিআসে মরি জাই।

শব্দার্থ :

বিনা — ব্যতিরেকে, বাদইরে — মেঘে, পানি — জল, বরিসল — বর্ষিত হলো, ডুবিগেলা — ডুবে গেল, হাঁথিঅ — হাতী, ঘঁড়উআ — ঘোড়া, বঁখলি — বক, পিআসে — পিপাসায়, মরি জাই — মরে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

বিনা মেঘে জল বর্ষিত হলো, ডুবে গেলো পাহাড় পর্বত। হাতি, ঘোড়া সব ডুবে গেল কিন্তু বক জল পিপাসায় মারা গেল।

৫৭.

একহ ঢেঁগুরাকেরি মহিসিনিরে
কড়রু বিগল আসি হাঁথ
এহ জে গিতাকের ঘের বিছউঅবে
হামে তঁহে হেবই জড়িদার।

শব্দার্থ :

একহ — এক, ঢেঁগুরাকেরি — হাতের ছোট মাপ বিশেষ, মহিসিনিরে — মহিষী, কড়রু — মোষ বাচ্চা, বিগল — প্রসব করল, আসি হাঁথ — আশি হাত, এহ — এই, গিতাকের — গানের, ঘের — ব্যাখ্যা, তাৎপর্য, অর্থ, বিছউঅবে — খুঁজে নিবে, হামে — আমি, তঁহে — তুমি, হেবই — হবো, জড়িদার — সঙ্গী।

বঙ্গানুবাদ :

ছোট এক ঢেঁগুরা মাপের এক মোষ সে বাচ্চা প্রসব করেছে আশি হাতের। এই গীতের যে অর্থ করে দিতে পারবে সেই হবে আমার সমকক্ষ।

৫৮.

মাঘ মহিনাই মইসি মরলি হো
হাড়াগড়া রহলঅ ডিঁগাই
সাতদিন সাতঅ রাইত পানিআ বরসি গেল
উঠি মইসি ধিরে পাগুলাই।

শব্দার্থ :

মাঘ মহিনাই — মাঘ মাসে, মইসি — মোষ, মরলি — মারা গেল, হাড়াগড়া — হাড় গোড়, রহলঅ — রইল, ডিঁগাই — ডিঙ হয়ে, পনিআ — জল, বরসি গেল — বর্ষিত হলো, উঠি — উঠে, পাগুলাই — জাবর কাটে।

বঙ্গানুবাদ :

মাঘ মাসে মোষটি মারা গেল, তার হাড়গোড় রইল ডিঙ হয়ে। সাতদিন সাত রাত্রি ব্যাপি বৃষ্টি হলো, তারপর মোষটি উঠে ধীরে ধীরে জাবর কাটতে লাগল।

৫৯.

হারা জতইতে ফারা টুটইরে
জুঁআলিত গেলউ নইহরে
জাঁহিরে জুঁআলি আপন নইহরউআ রে
আসাড় মাসেঁ আনবউ ঘুরাই
জতলঅ গড়উআঞ উড়লঅ পঁড়কিআ
উড়ইতে উড়ইতে ডিমা পাড়ে।

শব্দার্থ :

হারা — হাল, জতইতে — লাঙল চালনাতে, ফারা — ফাল, টুটইরে — ভেঙে গেল, জুঁআলি — জোয়াল, গেলউ — গেল, নইহরে — বাপের বাড়ি, জাঁহিরে — যাওরে, আনবউ — আনব, ঘুরাই — ঘুরিয়ে, গড়উআঞ — মাঠ জমিতে, উড়লঅ — উড়ে, পঁড়কিআ — ঘুঘু পাখি, উড়ইতে — উড়তে।

বঙ্গানুবাদ :

লাঙল চালাতে গিয়ে ফাল ভেঙে গেল। জোয়াল চলে গেল বাপের বাড়ি। জোয়াল তুমি বাপের বাড়ি চলে যাও আষাঢ় মাস হলে তোমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসব। সেই মাঠ জমি থেকে একটি ঘুঘু পাখি উড়ে গেল যে উড়তে উড়তেই ডিম পাড়ে।

৬০.

আসা জে দেলে গরি ভরসা না দেলে গে
নিমা তরে রাখলে ডাঁড়াই
নিমা কা ডারিআ ভঁভরাকা গুজরি
চুহি চুহি সভে ফুলা খাই।

শব্দার্থ :

আসা — আশা, দেলে — দিলে, গরি — সুন্দরী মেয়ে, নিমা — নিমগাছ, তরে — তলায়, ডাঁড়াই — দাড়িয়ে থাকা, ডারিআ — ডাল, ভঁভরাকা — ভ্রমর, গুজরি — গুঞ্জন, চুহি — চুসে, ফুলা — ফুল।

বঙ্গানুবাদ :

হে সুন্দরী মেয়ে তুমি আমাকে আশা দিলে। ভরসা দিলে না। নিম গাছের তলায় আমাকে অপেক্ষায় রাখলে। নিম গাছের ডালে ভ্রমরের গুঞ্জন। সে ভ্রমর চুষে চুষে ফুলের মধু খায়।

৬১.

কিআ বরন মেঘা বাদরিরে
কিআ বরন মাহাজাল
কিআ বরন রসিক ছঁড়উআ
নেহি মানে আঁধারিকা রাইত।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, বরন — বর্ণের, মেঘা — মেঘ, বাদরি — বাদল, মাহাজাল — মহাজাল, মায়াজাল, রসিক ছঁড়উআ — প্রেমিক যুবক, নেহি — না, আঁধারিকা — অন্ধকার, রাইত — রাত্রি।

বঙ্গানুবাদ :

কি বর্ণের মেঘ বাদল, কি বর্ণের এই মায়াজাল, কি বর্ণের সে প্রেমিক যুবক যে অন্ধকার রাত্রি মানে না।

৬২.

কাঁহাহিঁ রে চাঁচইর উপজএ রে
কাঁহাত লেলে রে বাথান
কাঁহাহিঁ রে চাঁচর গাউঅল
কাঁহা ত দেল ছপলাই?
পুরুবাহিঁ চাঁচইর উপজএ রে
পছিমে ত লেলে রে বাথান
কুলহি ডাঁড়িঞে রে চাঁচইর গাউঅল
সিখর ভুঞে দেলউ ছপলাই।

শব্দার্থ :

কাঁহাহি — কোথায়, চাঁচইর — চাঁচর গীত, উপজএ — জন্মলাভ করে, লেলে — নিয়েছে, বাথান — আশ্রয়, গাউঅল — গাইল, দেল — দিল, ছপলাই — ছড়িয়ে পড়েছে, পুরুবাঁহি — পূর্ব দেশে, পছিমে — পশ্চিমে, কুলহি ডাঁড়িঞে — গ্রামে জনপদে, শিখরভূঞে — শিখরভূমে।

বঙ্গানুবাদ :

প্রশ্ন করা হয়েছে এই চাঁচর গীতের জন্ম কোথায়? কোথায় বা তার স্থিতি লাভ? আবার কোথায় চাঁচর গীত গাওয়া হয়, কোথায় বা এই গীত বহুল প্রচলিত?

উত্তরে বলা হয়েছে পূর্বদেশেই চাঁচর গীতের জন্ম, পশ্চিম দেশে চাঁচর স্থায়িত্ব লাভ করেছে আবার গ্রামজনপদে এই গীত গাওয়া হয় এবং শিখরভূমেই এই গীত বহুল প্রচলিত।

৬৩.

গরি সাঁউঅরি দুইঅ বহিনি
দুইঅ বহিন মাছঅ মারে জাই
মাছ মারইতে কাদা ছিটকই
দুইঅ বহিন ঘারা ঘুরি জাই।

শব্দার্থ :

গরি — ফর্সা, সাঁউঅরি — শ্যামলা, বহিনি — বোন, মাছঅ মারে — মাছ শিকারে, ছিটকই — ছিটকে, ঘারা — ঘর, ঘুরিজাই — ঘুরে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

ফর্সা ও শ্যমলা দুই বোন। দুই বোন মাছ মারতে গিয়েছে। মাছ মারতে গিয়ে তাদের গায়ে কাদা ছিটকে লাগে। দুই বোন ঘরে ফিরে আসে।

৬৪.

কবে ত রিতএ দেসপতি রাজা হো
কবে ত রিতই রে বাগাল
কবে তা রিতএ খাউআসিনি বেটিআ (মালিনি)
ডালা লেইএ ফুলা লঢ়ে জাই?
দঁসই পরবে রিতএ দেসপতি রাজা হো
বাঁদনাঞ ত রিতএ বাগালি
করম পরবে রিতএ খাউআসিনি বেটিআ (মালিনি)
ডালা লেইএ ফুলা লঢ়ে জাই।

শব্দার্থ :

কবে — কখন, রিতএ — আনন্দমুখর, দেসপতি — দেশাধিপতি, বাগাল — রাখাল, খাউআসিনি বেটিআ — রক্ষিতার মেয়ে, ডালা — বাঁশের ধামা বিশেষ, লেইএ — নিয়ে, ফুলা — ফুল, লঢ়ে — তুলতে, জাই — যায়, দঁসই — দাঁসাই, বাঁদনাঞ — সহরই বাঁদনাপরব, করমপরবে — ভাদ্র মাসে অনুষ্ঠিত মেয়েদের উৎসব।

বঙ্গানুবাদ :

প্রশ্ন করা হয়েছে কখন দেশাধিপতি রাজা আনন্দে মুখর হয়, কখন আনন্দে মুখর হয় রাখাল বালকেরা আর কখনই বা আনন্দে মুখর হয়ে রক্ষিতার মেয়ে ডালা নিয়ে ফুল সংগ্রহে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে, দাঁসাই পরবে দেশপতি রাজা আনন্দে মুখর হয়, বাঁদনা পরবে আনন্দে মুখরিত হয় রাখালেরা এবং করম পরবে আনন্দে মুখরিত হয়ে রক্ষিতার মেয়ে ফুল সংগ্রহে যায়।

৬৫.

বিনা বাসাতে পিঁপড় ডলে
পানিক ভিতর ডলে রে সৈঁউআল
নাউআ নাউআ রসিকাঞ মছর মারিহভাই
হেঁঠে জবুনা বহি জাই।।

শব্দার্থ :

বিনা — ব্যতিরেকে, পিঁপড় — ফল ও গাছ বিশেষ, ডলে — আন্দোলিত হয়, পানিক — জলের, সৈঁউআল — শ্যাওলা, নাউআ — নতুন, রসিকাঞ — নায়ক, প্রেমিক, মছর — মাছ, হেঁঠে — নীচে, জবু না — জলময় নদী, বহিজাই — বয়ে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

বিনা বাতাসেই পিঁপড় গাছ আন্দোলিত হয়, তেমনি জলের ভিতর আন্দোলিত হয় শ্যাওলা। নতুন নতুন প্রেমিক পুরুষ মাছ শিকার করে নীচে জলময় নদী প্রবাহিত হয়ে যায়।

৬৬.

রনে বনে রনে বনে ফুটএ ধাদকি ফুল
সবু চড়ই চুহি চুহি খাই
পঁড়িকানা বাপুড়া চুহইতে না পারইএ
ডারি চখি মুরলি বাজাই।।

শব্দার্থ :

রনেবনে — রণবনে, ফুটইএ — ফুটে, ধাদকি ফুল — বন্য ফুল বিশেষ। সবু — সব, চড়ই — পাখি, চুহি — চুষে, পঁড়িকানা — ঘুঘু পাখি, বাপুড়া — বৃদ্ধবাবা, ডারি — ডালে, চখি — চেপে, মুরলি — বাঁশি।

বঙ্গানুবাদ. :

রণে বনে ধাদকি ফুল প্রস্ফুটিত হয়। সকল পাখি তার রস চুষে চুষে খায়। কিন্তু ঘুঘু পাখি, বৃদ্ধ পিতা চুষে খেতে পারে না তাই ডালে চড়ে সে বাঁশি বাজায়।

৬৭.

নদিআকা ধারিঞ একেটি কদম গাছ
বসি গেলাই কেরিআ ভঁউঅর
ডারি না ভাঁগে ভঁউঅর ফুলা না তড়ে রে
মচড়েনা ডাল ভঁউঅর আচড়েনা ফুলে রে
রসে রসে চুহ মধু রস।।

শব্দার্থ :

নদিআকা — নদীর, ধারিঞ — কিনারে, একেটি — একটি, কদমগাছ — কদমবৃক্ষ এখান উপমায় স্তনযুগল, বসিগেলাই — বসেছে, কেরিআ ভঁউঅব — কালো ভ্রমর, ডারি — ডাল, ফুলা — ফুল, তড়ে — তুলো, মচড়েনা — মুচড়ে দিওনা, আঁচড়ে না — আঁচড় দিও না, রসে রসে — ধীর ভাবে, চুহ — চুষ।

বঙ্গানুবাদ :

নদীর ধারে একটি কদম গাছ। সেখানে বসেছে কালো ভ্রমর। ভ্রমর তুমি ডাল ভেঙো না, ফুল তুলো না, আবার ডাল মুচড়ে দিওনা অথবা আঁচড় দিয়ে ফুল নষ্ট করো না, ধীরে ধীরে তুমি মধুরস পান কর।

৬৮.

এক পইলা আউআ চার দু পইলা খির
সঞা লাগি রাঁধলি খির
সঞা রে মর নিদে নিদাই গেল
কনঅ রসিকাঞ খাইএ গেল।

শব্দার্থ :

পইলা — পাই (মাপের যন্ত্র) আউআচার — অসিদ্ধ চাল, খির — দুধ, সঞা — প্রিয়, লাগি — জন্য, রাঁধলি — রেঁধেছি, খির — পায়েস, মর — আমার, নিদে — ঘুমে, নিদাইগেল — ঘুমিয়ে গেল, কনঅ — কোন, রসিকাঞ — প্রেমিকজন, খাইএ — খেয়ে।

বঙ্গানুবাদ :

এক পাই চাল, দুইপাই দুধ দিয়ে পায়েস তৈরি করেছি কিন্তু আমার প্রিয় ঘুমে অচেতন, অন্য কোন প্রেমিকজন সে পায়েস খেয়ে গেল।

৬৯.

চাইরঅ কুইনা পখইরটি চাইর কুনে মাটি
চাইর কুনে চাইর গেঁদা ফুল
কাকরউ গেল জাতি কুল কাকরউ গেল দুইঅ কুল
কাকরউ মুড়ে উড়ে গেঁদা ফুল।।

শব্দার্থ :

চাইরঅ — চার, কুইনা — কোনের, ফকইরটি — পুকুরটি, গেঁদাফুল — গাঁদা ফুল, কাকরউ — কারও, মুড়ে — মাথায়।

বঙ্গানুবাদ :

চার কোন বিশিষ্ট পুকুরটি তার চার কোনে রয়েছে মাটি। চার কোনায় রয়েছে চারটি গেঁদা ফুল। কারও গেল জাতি কুল কারও গেল দুই কুল কারও বা মাথায় গেঁদা ফুল শোভা পায়।

৭০.

কনঠিনে ললকে ডাঁইড়কা পুঁঠি মাছ
কনঅ ঠিনে ললকে বুআইল
কনঅঠিনে ললকে করিনিবেটিআ
ঝমর ঝমর বাজে রে, নপুর
নাউআ বাঁধে ললকে ডাঁইকা পুঁঠি মাছ
বড় বাঁধে ললকে বুআইল
গাঁউমুড়াঞ ললকে করিনি বেটিআ।
ঝমর ঝমর বাজে রে নপুর।।

শব্দার্থ :

কনঠিনে — কোথায়, ললকে — প্রলুব্ধ করে। ডাঁইড়কা — ছোট মাছ, পঁঠি মাছ — পুঁটি মাছ, বুআইল — বোয়াল, করিনিবেটিআ — হস্তিনী মেয়ে, নাউআ — নতুন, বাঁধে — পুকুর, গাঁউমুড়াঞ — গ্রামের প্রান্তে।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় প্রলুব্ধ করে ডাঁইড়কা পুঁটিমাছ, কোথায় প্রলুব্ধ করে বোয়াল, আবার কোথায় বা প্রলুব্ধ করে হস্তিনী মেয়েটি ঝমর ঝমর করে নূপুর বাজিয়ে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে নতুন বাঁধে প্রলুব্ধ করে ডাঁইড়কা পুঁটি মাছ, বড় বাঁধে প্রলুব্ধ করে বোয়াল এবং গ্রামের প্রান্তে প্রলুব্ধ করে হস্তিনী মেয়ে, ঝমর ঝমর শব্দে নূপুর বাজায়।

৭১.

বেপারি রে বেপারি বাটে কাহে ছেঁকলি
তর বিনু হাট লাগে না
দেবে না রে বেপারি খঁসা ভরি ফুলহার
হিঁজরি মরব দিনা চাইর।।

শব্দার্থ :

বেপারি — ব্যবসায়ী, বাটে — পথে, কাহে — কেন, ছেঁকলি — পথ আটকাও, তর — তোমার, বিনু — বিনে, হাট — হাট, খঁসা — খোঁপা, ভরি — ভরে, হিঁজরি — কারও জন্য বিরহে, ব্যথাতুর।

বঙ্গানুবাদ :

হে বিক্রেতা তুমি কেন আমার পথ আটকাও? তোমায় ছাড়া হাট লাগে না। হে বেপারি তুমি আমার খোঁপা ভরে ফুলহার দিও যেন তোমার বিরহে আমি অনুতাপে মরি।

৭২.

পানি আনে গেলি গরি পখরিকা ঘাট জে
কিআ দেখি রহলি ডাঁঢ়াই
পখরিকা পানিঞ গরি সালুক ফুল জে
সেহ দেখি গে গরি রহলি ডাঁঢ়াই।
সালুক ফুলে গরি দেখলি ভঁউঅর জে
সেহ দেখি গে গরি রহলি ডাঁঢ়াই
সেহ কাল ভঁউঅরা বড়ি বদমাইস জে
ফুল ছাড়ি কুল লুটি খাই।।

শব্দার্থ :

পানি আনে — জল আনতে, গেলি — গিয়েছিল, গরি — সুন্দরী মেয়ে, পখরিকা — পুকুর, কিআ — কি, রহলি — রইল, ডাঁঢ়াই — দাঁড়িয়ে, দেখাল — দেখল, ভঁউঅর — ভ্রমর।

বঙ্গানুবাদ :

সুন্দরি মেয়েটি পুকুরের ঘাটে গিয়েছিল জল আনতে। কি দেখে সে দাঁড়িয়ে রইল? পুকুরের জলে শালুক ফুল তা দেখে সে দাঁড়িয়ে রইল। শালুক ফুলে একটি ভ্রমর দেখে সে দাঁড়িয়ে থাকল। সেই কালো ভ্রমরা বড় বদমাস, ফুল ছেড়ে সে কুল লুটে নেয়।

৭৩.

গাঁউকেরি মুড়াঞ একেটি পিঁপড় গাছ
সেহ পিঁপড় কেইসন সউআদ
ফুঁকি ফুঁকি খাউঅবে এহো নব রসিকা
পাউঅবে পিঁপড়ি সউআদ।।

শব্দার্থ :

গাঁউএকেরি — গাঁয়ের, মুড়াঞ — প্রান্তে, পিঁপড় গাছ — পিপল বৃক্ষ, সেহ — সেই, কেইসন — কেমন, সউআদ — সুস্বাদু, ফুঁকিফুঁকি — বাতাসে ফুঁ দিয়ে, খাউঅবে — খাবে, এহো — ওহে, রসিকা — প্রেমিক, পাউঅবে — পাবে।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের প্রান্তে এক পিঁপড় গাছ। অত্যন্ত সুস্বাদু সেই পিঁপড় ফল। ওহে নবীন প্রেমিক ফুঁ দিয়ে ধুলো ঝেড়ে তার সুস্বাদ গ্রহণ করো।

৭৪.

ডুঁগুরিকা ধারিঞ ধারিঞ ফুটি গেল ঝরনা রে
উটি গেলা রিঝা পঁঠি মাছ
এহে বাটে আউএ ছকরিআ
ধরি দেবউ রিঝা পঁঠিমাছ।।

শব্দার্থ :

ডুঁগরিকা — ছোট পাহাড়, ধারিঞ — ধারে, পুটি গেলা — বয়ে যাওয়া, ঝরনা — ঝর্ণা, উঠি গেলা — উঠে গেল, রিঝা — আবেগাপ্লুত হওয়া, পঁঠি মাছ — পুঁটি মাছ, এ হে — এই, বাটে — পথে, আউএ — এসো, ছকরিআ — যুবতী মেয়ে, ধরি দেবউ — ধরে দিব।

বঙ্গানুবাদ :

ডুঁগরির ধারে ধারে বয়ে গেছে ঝর্ণা সেই জলে উঠেছে রিকা বা যৌবন বা কামনা রূপি পুঁটি মাছ ও যৌবনবতী মেয়ে তুমি যদি এই পথে এসো তাহলে আমি তোমার যৌবন আবেগ বা কামনা রূপি পুঁটি মাছকে ধরে দিতে পারি।

৭৫.

গেরহঁ মারাফারি হটিআ রে
কিনি আনলউ খাসিক মাস
হামর বহু বড়িরে ছটপটিআ
খাসিক মাসে দেলি বেসউআর।।

শব্দার্থ :

গেরহঁ — গিয়েছিলাম, মারাফারি — স্থান বিশেষ, হটিআ — হাট, কিনি অনলউ — কিনে আনলাম, খাসিক মাস — খাসির মাংস, হামর — আমার, বহু — বউ, বড়িরে — বড়, ছটপটিআ — চঞ্চল, দেলি — দিল, বেসউআর — সরিষা।

বঙ্গানুবাদ :

মারাফরির হাট গিয়েছিলাম। সেখান থেকে কিনে আনলাম খাসির মাংস। আমার বউ বড়ই চঞ্চল মতির সে খাসির মাংসে সরিষা দিয়ে ফেলেছে।

৭৬.

মর জে সঞা গেল অনিজা বানিজ্যারে
দেইএ রাখল কদউআ খরচ
কদউআকে কুটি ছাঁটি করলঁ তেইআরোরে
ভুঁসুউআকে রাখলঁ জগাই।

শব্দার্থ :

মর — আমার, সঞা — স্বামী, অনিজা — অন্নের সন্ধানে, বণিজা — ব্যবসা, দেইএ — দিয়ে, কদউআ — একপ্রকার ঘাস বীজ, কুটি ছাঁটি — ঢেকিতে কুটে, করলঁ — করলাম, তেইআরোরে — তৈরি ভুঁসুআকে — তুষ।

বঙ্গানুবাদ :

আমার স্বামী গেল অন্নের সন্ধানে, বাণিজ্যের সন্ধানে। দিয়ে রাখল খাবারের জন্য কদ দানা। কদ দানাকে ঢেকিতে কুটে ছেঁটে খাবার উপযোগী করলাম, তার তুষকে যত্ন করে রেখে দিলাম।

৭৭.

একা বরন গরু গঠাউলউরে
উঁড়রলউ সাত বরন
এহেকেরি অরথউ বুঝাউবেরে অহিরা
হামে তঁহি হেউবেই জড়িদার।।

শব্দার্থ :

একা — এক, বরন — বর্ণ, রঙ, গঠাউঅলউ — জড়ো করা, উঁড়রল — ভেঙে গেল, এহেকেরি — এর, অরথউ — অর্থ, বুঝাউবেরে — বুঝিয়ে দিও, অহিরা — চাষী বা গরুর পালক, হামে — আমি, তঁহি — তুমি, হেইবই — হবো, জড়িদার — সঙ্গী।

বঙ্গানুবাদ :

এক বর্ণের বা রঙের গরু জড়ো করেছিলাম কিন্তু যখন তারা ছড়িয়ে পড়ল তখন তারা সাত বর্ণের হয়ে গেল। হে অহিরা বা গোপালক এর অর্থ তুমি আমাকে বুঝিয়ে দিও তাহলে তুমি আমি হবো সাথী।

৭৮.

একা গুঁড়রি সঞাঞ মারল রে
নেউতল বাইস কুটুম
বাইসা কুটুমে মাসা খাউঅল
তাউএ মাসা উবরল জাই।।

শব্দার্থ :

একা — এক, গুঁড়রি — ছোট পাখি বিশেষ, সঞাঞ —স্বামী, নেউতল — নিমন্ত্রণ করল, বাইস — বাইশ, কুটুম — আত্মীয়, মাসা — মাংস, খাউঅল — খেল, তাউএ — তাও, উবরল — বেড়ে যাওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

আমার স্বামী ছোট্ট এক গুঁড়রি পাখি মেরে বাইশ কুটুমকে নিমন্ত্রণ করল। বাইশ কুটুম্ব সে মাংস খেয়েও তার মাংস বেড়ে গেল।

৭৯.

বুঢ়া রে বুঢ়া বুধনা রে
বুঢ়া সুতল মুধনা উপর
মুধ্না খড়কি গেল, বুঢ়উআ লড়কি গেল্
হারাম জাদি করম খেলে গেল্।।

শব্দার্থ :

বুঢ়া — বুড়ো, বুধনা — নামবিশেষ, সুতল — ঘুমাল, মুধনা — ঘরের চূড়ায়, খড়কি — ঘসকে যাওয়া, লড়কি — লটকে যাওয়া, হারামজাদি — বদমাস মেয়ে, করমখেলে — করম নাচ।

বঙ্গানুবাদ :

বুড়োর নাম বুধনা সে ঘরের চূড়ার উপর ঘুমায়। হঠাতেই ঘরের চূড়ো ভেঙে গেলে বুড়ো ঘরের উপরে ঝুলে যায় কিন্তু তার বউ করম নাচ করতে চলে যায়।

৮০.

ছট মট লাগেই ভালা চিতমু না গাঁউআরে
তাঁহি বইসেই ঠেলুআ কামার
ঝঁটবেগে বিছিআ গঢ়বে কামারউআ
রুনুঝুনু জাইতই সসুর ঘার।।

শব্দার্থ :

ছটমট — ছোটখাট, লাগেই — হয়, চিতমু — গ্রামবিশেষ, গাঁউআরে — গ্রাম, তাঁহি — সেথায়, বইসেই — বসে, ঠেলুআ — ব্যক্তিনাম বিশেষ, কামার — জাতি, ঝঁটকেগে — তাড়াতাড়ি, বিছিআ — পায়ের অলঙ্কার বিশেষ, গঢ়বে — তৈরি করে দিও, রুনুঝুনু — বিছিআর মধুর শব্দ, জাইতই — যাত, সসুর ঘার — শ্বশুর বাড়ি।

বঙ্গানুবাদ :

ছোটখাট গ্রাম চিতমু। সেখানেই ঠেলুআ কামার নামে এক কারিগর বাস করে। হে কারিগর খুব তাড়াতাড়ি আমার বিছিআ তৈরি করে দিও — বিছিআর রুনুঝুনু শব্দে আমি শ্বশুর বাড়ি যাব।

৮১.

কিআ পাকল লদবদিআ রে
কিআ পাকল লালে লাল?
কিআ পাকল রসে টভরল রে
লেইএ দেবউ ডালাউআ সনদেস?
বড়া পাকল লদবদিআ রে
পিঁপড়া পাকল লালে লাল
পিআরা পাকল রসে টভরল রে
দেইএ রাখল ডালউআ সনদেস।।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, পাকল — পাকা, লদবদিআ — নরম, লালেলাল — ঘন লাল বর্ণ, ভরল — রসসিক্ত, লেইএ — নিয়ে, দেবউ — দিব, ডালাউআ — ডালা (ধামা), সনদেস — উপহার, বড়া — বট, পিঁপড়া — পিপল, পিআরা — পিয়াল (বন্য ফল), দেইএ — দিয়ে, রাখাল — রেখে দিল।

বঙ্গানুবাদ :

প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন ফল পাকলে খুব নরম হয়ে যায়? কোন ফল পাকলে ঘন লাল দেখায়? আবার কোন ফল পাকলে রসে ভরা? এই সকল ফল তোমাকে ডালা ভর্তি উপহার দেব।

বট ফল পাকলে খুব নরম হয়, পিঁপড় পাকলে হয় ঘন লাল বর্ণ, আর পিয়াল ফল পাকলে রসে ভরে যায়, ডালা ভর্তি এই ফল তোমাকে উপহার দেব।

৮২.

ভউজিকা বাড়িঞ সাত রঙিআ ফুল ভাই
সাত রঙিআ ফুটই লালে লাল
সাতরঙিআ ফুল ভউজি কানে গঁজলি গ
কুলিক মাঝেঁ ঝলক মারি জাই।।

শব্দার্থ :

ভউজি — বৌদি, বাড়িঞ — ক্ষেতে মা মাঠে, সাতরঙিআ — সাত বর্ণের, ফুটই — ফোটে, গঁজলি — গুঁজে নেয়, কুলহিক — গ্রামের মূল রাস্তা, মাঝেঁ — মধ্যে, ঝলক — ঝলকানি, মারি জাই — দৃশ্য হয়।

বঙ্গানুবাদ :

বৌদির সব্জি বাড়িতে সাতরঙ বিশিষ্ট ফুল, সেই ফুল ঘন লাল হয়ে ফোটে। সেই সাত রঙের ফুল বৌদি কানে গুঁজে নিয়ে গ্রামের পথে দ্যুতি ছড়িয়ে যায়।

৮৩.

একা কুকুরা সঁইআঞ পসলআ রে
লেইএ গেল পাতড়া সিকার
পাতড়ালে বাহরাইল হরিনি মিরগিআ
দিহা সঁইআ কুকুরা লিলহাই।।

শব্দার্থ :

একা — এক, সঁইআঞ — স্বামী, পসলঅ — পোষ মানায়, লেইএ গেল — নিয়ে গেল, পাতড়া শিকার — ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে শিকারকে খোঁজা, দিহা — দিও, কুকুরা — কুকুর, লিল্হাই — লেলিয়ে দেওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

একটি কুকুর আমার স্বামী পোষ মানিয়েছে। সেই কুকুরকে নিয়ে সে পাতড়া শিকারে গেল। ঝোপঝাড় থেকে হরিণী বার হয়েছে। হে স্বামী তোমার কুকুরকে লেলিয়ে দিও।

৮৪.

কাহে পিআ কাহে পিআ, নামে মিলাউঅল রে
কাহে পিআ গেলে পরদেশ
আপনে না আউঅলে, চিঠিআ না ভেজলে
সচল জউবন বহি জাই।।

শব্দার্থ :

কাহে — কেন, পিআ — প্রিয়, মিলাউঅল — মিলিয়ে যাওয়া, ভেজলে — পাঠালে, সঁচল — সযত্নে লালিত, জউবন — যৌবন, বহিজাই — বয়ে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

প্রিয় কেন কেন আজ তোমার নাম আমি শুনতে পাচ্ছি না? কেন তুমি বিদেশে চলে গেলে? নিজেও ফিরে এলে না বা পত্রও পাঠালে না। আমার সযত্নে লালিত যৌবন আজ বয়ে যায়।

৮৫.

কাহে রে মুরুগা আধা রাতিঞ বাঁগলে
সুতল সঞা দেলে রে জাগাই
তকে রে মুরুগা মুড়িআ মচড়বঅ
ডেনহা তরে দেবঁ রে ঘুসাই।

শব্দার্থ :

কাহে — কেন, মুরুগ — মোরগ, আধা রাতিঞ — অর্ধ রাত্রিতে, বাঁগলে — ডাকলে, মুডিআ — মস্তক, মচড়বআ — মুচড়ে দিব, ডেনহা — ডানা, তরে — তলায়, ঘুসাই — ঢুকিয়ে দেওয়া

বঙ্গানুবাদ :

মোরগ কেন তুমি অর্ধ রাত্রিতে ডাকলে? আমার নিদ্রিত স্বামীকে তুমি জাগিয়ে দিলে। রে মোরগ। তোমার মাথা আমি মুচড়িয়ে দেব, আর তোমার পাখার তলায় তা ঢুকিয়ে দেব।

৮৬.

নদি ভিতর নদিভিতর কাঁদে রসিকা রে
সভে গরি গেলা নইহর
নাননা কাঁদে রসিকা, নানন খিজে রসিকা
ঘুরইতে বধবঁ তহর।।

শব্দার্থ :

রসিকা — রসিকজন, সভে — সকল, গরি — গোরা মেয়ে, নইহর — বাপের বাড়ি, খিজে — বিরক্ত হওয়া, ঘুরইতে — ফিরে এসে, বধবঁ — সন্তুষ্ট করা, তহর — তোমার।

বঙ্গানুবাদ :

নদীর ভিতরে রসিক কেঁদে চলে। সকল মেয়েই চলে গেল বাপের বাড়ি। হে রসিক সুজন তুমি কেঁদো না, অধৈর্য হয়ো না আমি ফিরে এসেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব।

৮৭.

বিনা বাদরিকেরা পনিআ রে
বরিসলে দুনিআ আঁধার
বিনা পুরুসে কেরি তিরিআ
জাঁহি বইসেই তাঁহি ঝুরুআই
পুরুবাহিঁ উমড়এ, পছিমাহিঁ বরিসইএ
মরি মাটি লেগলঅ ধউআই।

শব্দার্থ :

বিনা — ব্যতিত, ছাড়া, পনিআ — জল, বৃষ্টি, বরিসলে — বর্ষণে, পুরুষকেরি — স্বামীহীন, তিরিআ — স্ত্রী, জাঁহি — যেখানে, বইসই — বসে, তাঁহি — সেখানে, ঝুরুআই — কাঁদে, পুরুবাঁহি — পূর্ব দিকে, উমড়এ — মেঘের সঞ্চার, পছিমাহিঁ — পশ্চিমদিকে, বরিসত — বর্ষিত হওয়া, মরিমাটি — কবরের মাটি, লেগল — নিয়ে গেল, ধউআই — ধুয়ে যাওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

বিনা মেঘের বৃষ্টি-বর্ষণ করে চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। বিনা পতির রমণী যেখানেই বসে সেখানেই তার চোখ থেকে বৃষ্টির ধারা নামে। পূর্ব দিকে মেঘের সঞ্চার হলে পশ্চিমে বর্ষিত হয়। মৃতদেহ পোঁতার যে মাটি তাকেও ধুইয়ে নিয়ে যায়।

৮৮.

খালাদনা খালাদনা মহুআ সলগি গেল
দিঅ পারানি জড়লঅ পিরিত
আইএ গেলা বাদরি, লেইএ গেলা মহুআ
জড়ল পিরিতি টুঁটি গেল।

শব্দার্থ :

খালাদনা — পাতার তৈরি ছোট ও বড় পাত্র বিশেষ, মহুআ — মহুল, সলগিগেল — , দিআ — দুই, পারানি — স্বামী-স্ত্রী, জড়লঅ — সম্পর্ক পাতানো, পিরিত — প্রেম, আইএ গেলা — এসে গেল, লেইএ গেলা — নিয়ে গেল, টুটি গেল — টুটে গেল।

বঙ্গানুবাদ :

পাতার খলা আমি তৈরি করেছি — মহুআ ফুলের উদ্গম হচ্ছে। দুই স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে প্রেমের সঞ্চার হলো। কিন্তু কোথা থেকে এসে গেল মেঘ — সে মেঘ। মহুআকে ফুটতে দিল না। স্বামী-স্ত্রীর সে প্রেমও টুটে গেল।

৮৯.

কনঅ বাদরি অহিরা মামা বল ভেগিনা রে
কনঅ বাদরি সঁগি ভাই
কনঅ বাদরি অহিরা নিরাধার বরিসএ
কনঅ নগর লেগলঅ ধউআই?
কেরিআ বাদরি অহিরা মামা বল ভেগিনা রে
চিরিকা বাদরি সঁগি ভাই
সাঁউরি বাদরি অহিরা নিরাধার বরিসএ
বউরা নগর লেগল ধউআই।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন , বাদরি — বাদল, মেঘ, অহিরা — অহিজাতির ব্যক্তি, ভেগিনা — ভাগ্নে, সঁগি — সঙ্গি, নিরাধার — সবসময়, বরিসত — বর্ষিত হয়, ধউআই — ধুয়ে নিয়ে যাওয়া, কেরিআ — কালো, চিরিক — ছেঁড়া, সাঁউরি — শ্যামল বর্ণের, বউরানগর — বউরা শহর।

বঙ্গানুবাদ :

অহিরা তুমি বল তো কোন মেঘ হলো মামা বা ভাগ্নে আবার কোন মেঘ হলো ভাইয়ের মত? অহিরা, কোন মেঘ থেকে নিরবিচ্ছিন্ন বারিধারা বর্ষিত হয় এবং কোন নগরকে সে জল বিধৌত করে চলে যায়?

উত্তরে বলা হচ্ছে, কালো বাদল হলো মামা ভাগ্নের মতো এবং ফেটে ফেটে যাওয়া মেঘ হলো ভাইয়ের মতো। ঘন শ্যামল বর্ণের মেঘ থেকে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে বউরা নগরীকে বিধৌত করে নিয়ে গেল।

৯০.

এক দিন গেলে রঁহ মইসি বাগালিআ
গেলে রঁহ ঝিঁগাঝরি পাহাড়
পাহাড়েহিঁ অহি ভাই মাইলানেকর বেটিআ
খঁপাঞে ত রাখলি ভুলাই।

শব্দার্থ :

গেলে রঁহ — গেলছিলাম, মইসি — স্ত্রী-কাড়া, বাগালিআ — রাখালি, ঝিঁগা ঝরি — পাহাড়ের নাম বিশেষ, অহি — আছে, মাইলানেকর — মেলুহা দেশের রমণী, বেটিআ — মেয়ে।

বঙ্গানুবাদ :

একদিন আমি মহিষ চরানোর জন্য গিয়েছিলাম। গেছিলাম সেই 'ঝিগাঝরি' পাহাড়। সেই পাহাড়ে রয়েছে মালিনীর কন্যা। খোঁপার সৌন্দর্যে সে আমাকে ভুলিয়ে রাখল।

৯১.

কাঁহাহিঁ হাক পাড়ইবরদ গরখিআ রে
কনে চরাউএ ধেনু গাই?
কনেহিঁ দুহেই কনেহিঁ মহেই
কনে ত দহি বেচে জাই?
টিলহাএঞ চঢ়ি হাঁক মারে বরদ গরখিআ রে
সিআরে চরাউএই ধেনু গাই
দুঁদুহিঁ দুহে ভাই পেঁচাহি মহেই
কেরকেটা দহি বেচে জাই।

শব্দার্থ :

কাঁহাহিঁ — কোথায়, হাঁক — ডাকে, বরদগরখিআ — গরুর রাখাল, ধেনুগাই — দুগ্ধবতী গাভি, কনেহিঁ — কে, দুহেই — দোহন করে, মহেই — মন্থন করে, বেচে জাই — বিক্রি করতে যাই, টিলহাএঞ — উই ঢিপি, সিআর — শৃগাল, দুঁদুহি — পেঁচা, কেরকেটা — পাখি বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় হাঁক দেয় গরু বলদের রাখাল? কেই বা চরায় ধেনু গাই? আবার কেই বা দুধ দোহন করে, কেই বা দুধ মন্থন করে এবং কেই বা দই বিক্রি করতে যায়?

টিলার উপর চেপে হাঁক দেয় গরু বলদের রাখাল। ধেনু গাইকে চরায় এক শৃগাল। হুতুম পেঁচা দুধ দোহন করে, পেঁচা তা মন্থন করে এবং কেরকেটা পাখি দই বিক্রি করতে যায়।

৯২.

কাঁহা ত বাহিরইএ চিমটিআ বল চিমটিআ রে
কাঁহা বাহিরইএ ধেনু গাই
কাঁহা বাহিরএ ভাই রস রঁগ ছঁড়িআ
দুইঅ গড়ে আলতা লাগাই।
কুলহি মাঝে লহসরে জাই।
টিলাহিঁ বাহিরইএ চিমটি বল চিমটি রে
গহাইলে বাহিরইএ ধেনু গাই
ঘার লে বাহিরাইএ নানা রঁগ ছঁড়িআ
দুই গড়ে আলতা লাগাই।
কুলহি মাঝে লহসরে জাই।।

শব্দার্থ :

কাঁহা — কোথায়, চিমটি — পিপিলিকা, ধেনুগাই — দুগ্ধবতী গাভি, রসরঁগ — রসবতী, ছঁড়িআ — যুবতী মেয়ে, গড় — পা, কুলহি — মূল পথ, লহসরে — শরীর দুলিয়ে, টিলাহিঁ — উই টিপি, গহাইল — গোয়াল, ঘার — ঘর।

বঙ্গানুবাদ :

কোথা থেকে বার হয় পিপিলিকা, কোথা থেকে বের হয় দুগ্ধবতী গাভি? আবার কোথা থেকে বের হয়ে আসে রসবতী যুবতী মেয়ে যে গ্রামের পথ দিয়ে শরীরী বিভঙ্গে হেঁটে যায়?

উই টিপি থেকে বের হয় পিঁপড়েরা, গোয়াল থেকে বার হয় দুগ্ধবতী গাভি। আবার ঘর থেকে বার হয়ে আসে বর্ণময়ী মেয়েটি পায়ে আলতা পরে গ্রামের কুলহি পথে নানা বিভঙ্গে চলে যায়।

৯৩.

কাঁহাহি রে চাঁচর তহরি জনম রে
কাঁহা ত লেলে রে বাথান
কাঁহাহিঁ রে চাঁচর মাটি মুড়ে পাউঅলে
কাঁহাত দেলে বিছিআই?
সরগেহিঁ রে চাঁচর তহরি জনম রে
বেড়া ভুঞে লেলে রে বাথান
গাঁউ মুড়াঞ রে চাঁচর মাটি মুড়ে পাউলে
কুলহি মুড়াঞ দেলে বিছিআই।

শব্দার্থ :

কাঁহাহি — কোথায়, তহরি — তোমার, তোর, লেলে — নিলে, বাথান — অবস্থান, মাটিমুড়ে — স্থায়িত্বলাভ, স্থান পাওয়া, পাউঅলে — পেলে, বিছিআই — পেতে দেওয়া, মেলে দেওয়া, বেড়াভুঁই — মাঠ, গাঁউমুড়াঞ — গ্রামের প্রান্তে, কুলহি — গ্রামের মূলপথ।

বঙ্গানুবাদ :

চাঁচর কোথায় তোমার জন্ম হয়েছে? আবার কোথায় বা তোমার আজ স্থিতি? চাঁচর কোথায় তুমি মাথায় মাটি পেয়েছ আবার কোথায় তুমি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছ?

উত্তরে বলা হচ্ছে, স্বর্গে তোমার জন্ম, এই মাঠের দেশে তোমার অবস্থান এবং গ্রামের প্রান্তে তুমি মাথায় মাটি পেয়েছ, গ্রামের পথের শেষে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছ।

৯৪.

মাঘঅ মহিনাঞ মইসি মরলি রে
মরি গেলাঞ অহ ছঅ মাস
পড়তঅ আসাড় মাস উঠতঅ মইসি
সেহ মইসি দউড়লি হামলাই।

শব্দার্থ :

মহিনাঞ — মাসে, মইসি — স্ত্রী কাড়া, মরিগেলাঞ — মরে গেল, অহ — সেই, হামলাই — হাম্বা হাম্বা করে।

বঙ্গানুবাদ :

মাঘ মাসে মহীষ মারা গেল। তার হয়ে গেল ছয় মাস। আষাঢ় মাস পড়তেই সেই মোষ উঠে দাঁড়ায় এবং তার বাচ্চার জন্য চিৎকার করে দৌড়ে যায়।

৯৫.

মটেকর পেটা অহে বাসুআ বরদউআরে
হাইর ফাইর গেলাঞ আগুআই
মালিন কুঁআরি বেটি আসাপতি রহি গেল
বাবুআঞ ত নাচনি নাচাই।।
অহিরা কা পুতা জদি হেউঅবেরে বাবুআ
মর চাঁচর দেবে না ঘুরাই।

শব্দার্থ :

মটেকর — মোটের মত, পেটা — পেট, বাসুআ বরদউআরে — বলদ, হার-ফার — হালফাল, অগুআই — , মালিন — মেলুহা রমনী, কুঁআরী বেটি — কুমারী মেয়ে, বাবুআঞ — ছেলে, নাচী নাচাই — নাচনী নাচাই।, অহিরাকা পুতা — অহি জাতির ছেলে, হেউবেরে — হও, মর — আমার, চটির — গীত, ঘুরাই — উত্তর দেওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

মোটের মত পেট ঐ বাসুয়া বলদের। হাল, ফাল তার থেকে এগিয়ে যায়। মালিন কুমারী মেয়েটি গর্ভবতী হলো তার ছেলে নাচনী নাচাই। অহিরার সন্তান যদি হয়ে থাক তাহলে আমার চাঁচরের উত্তর দিবে।

৯৬.

উড়ইতে সুন বাবু বড় রনগনিআ
বসইতে ডেনা অড়মাই
সাঠি সইএ জিবন মারলে জে বগলি
একুহুঁ না করলে আহার।

শব্দার্থ :

উড়ইতে — ওড়ার সময়, সুনবাবু — শোন, রনগনিঅ — সশব্দে রনরন, বসইতে — বসার সময়, ডেনা — ডানা, অড়মাই — মেলে ধরে, সাঠি — ষাট, সইএ — শত, বগলি — বক পাখি, একহুঁ — এক, আহার — খাওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

তুমি যখন উড়ে যাও তখন তোমার পাখায় রনরন শব্দ হয় এবং তুমি বসলে পাখা মেলে দাও হে বক তুমি ষাট শত জীবন মেরেছ কিন্তু একটিকেও ভক্ষণ করলে না।

৯৭.

বিনা বাদরি মেঘা বরসলি রে
পাহাড় পরবত ডুবি জাই
কনঅ গুনেক রসিকা হাঁঠুআ মাড়ে
চাটানিঞ ত ধুরা উড়ি জাই।
বিনা বাদইরে কুঁহড়া বরসলি রে
পাহাড় পরবত ডুবি জাই
নব রঁগ রসিকাঞ হাঁঠুআ মাড়ে
চাটানিঞ ত ধুরা উড়ি জাই।

শব্দার্থ :

বিনা — ব্যতীত, বাদরি — বাদল, মেঘা — মেঘ, বরসলি — বর্ষণ করে, গুনেক — গুণের, রসিকা — নাচ ও গানের গুরু, হাঁঠুআ — হাঁটু, মাড়ে — পেতে, চাটানিঞ — পাথরের উপরে, ধুরা — ধুলো, উড়ি — উড়ে, কুঁহড়া — কুয়াশা, নবরঁগ — নতুন রঙ্গবিলাসী।

বঙ্গানুবাদ :

বিনা বাদলের হঠাৎ আসা মেঘে বৃষ্টি হলো সে বৃষ্টিতে ডুবে গেল পাহাড় পর্বত। কোন গুণের রসিক তুমি হাঁটু মুড়ে বসেছ, পাথরের উপর ধুলো উড়ে যাচ্ছে। বিনা বাদলে কুয়াশা বর্ষিত হয় পাহাড় পর্বতও তাতে ডুবে যায়। নতুন বর্ণময় হে রসিক তুমি হাঁটু মুড়ে বসলে পাথরেও ধুলো উড়ে যায়।

৯৮.

রনে বনে ফুটেই লাল ধদকিআ রে
সবু চড়ইএ চুহি খাই
পঁড়কিনি বাপুড়ি চুহে নেহি জানেই
ডাইরে বসিঞ কুড়রইএ জাই।

শব্দার্থ :

রনে বনে — বেড়া ও বনে, ধদকিআ — ফুল, সবু — সব, চড়ইএ — পাখিতে, চুহি — চুসে, পড়কিনি — ঘুঘু পাখি, বাপুড়ি — বাবা, চুহে — চোষা, নেহি — না, ডাইরে — ডালে, বসিঞ — বসে, কুড়রইএ — মুখের মধ্যে।

বঙ্গানুবাদ :

বনে জঙ্গলে লাল রঙের ধাদকি ফুল ফুটেছে। সকল পাখি তার রস চুষে চুষে পান করে। কিন্তু ঘুঘুপাখি চুষে চুষে পান করতেই জানে না কেবল গাছের ডালে বসে কুড়ুর কুড়ুর শব্দ করে।

৯৯.

মাঘ মহিনাঞ গিধিন উড়লিরে
উড়ি গেলাই সরগ পাতাল
জিঁঅতে না আনিস গিধিন মরলে না আনিসরে
বিনা চারাঞ ঘারা না ঘুরিস।

শব্দার্থ :

মহিনা — মাস, গিধিনি — শকুনি, উড়লি — উড়ল, সরগ-পাতাল — স্বর্গ-পাতাল অতিক্রম করে। হে গৃধিনী তুমি জীবন্ত এনো না মৃতও এনো না কিন্তু খাবার না নিয়ে তুমি ফিরেও এসো না।

বঙ্গানুবাদ :

মাঘ মাসে গৃধিনী উড়ে গেল স্বর্গ-পাতাল অতিক্রম করে। হে গৃধিনী তুমি জীবন্ত এনো না মৃতও এনো না। কিন্তু খাবার না নিয়ে তুমি ফিরেও এসোনা।

১০০.

কনঅ সমইএ ভালা ডারউআ সুপতিআরে
কনঅ সমইএ ফুল হার
কনঅ সমইএ রিঝা মাঠা খেলইএ
কনঅ সমইএ পসতাই?
সিসু সমইএ ভালা ডারউআ সুপতিআ রে
বেহালু সমইএ ফুলহার
জুআনি সমইএ রিঝা মাঠা খেলইএ
অধড়ি সমইএ পসতাই।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন, ডারউআ — ডালা, সুপতিআ — ছোট কুলো, ফুলহার — ফুলের হার, রিঝামাঠা — ঝুমুর, খেলইএ — নাচ করে, পসতাই — অনুশোচনা করা, ভালা — , বেহালু — বিয়ের বয়সে, জুআনি — যৌবনে, অধড়ি — প্রৌঢ় বয়সে।

বঙ্গানুবাদ :

কোন সময়ে ডালা এবং ছোট্ট কুলো নিয়ে খেলা হয়, কোন সময়ে গলায় ফুল হার পরিধান করা হয়? আবার কোন সময়েই বা রিঝামাঠাসুরে ঝুমুর নাচতে হয় এবং কোন সময়ে কেবল অনুশোচনা?

উত্তরে বলা হয়েছে — বাল্যকালে ডালা-কুলো নিয়ে খেলা করা হয়, বিয়ের বয়সে গলায় ফুলহার পরে আর যৌবন বয়সে রিঝামাঠা সুরে ঝুমুর নাচতে হয় আর প্রৌঢ়ত্বে কেবল অনুশোচনা।

১০১.

ডুঁগুরিকা ধারে ধারে ঝরনা ফুটি গেল রে
ছলকি উঠেরে পঁঠি মাছ
মর সঁগে রিঝবেগে ছটকি ননদিআ
ধরি দেবঁই পঁঠি মাছ।

শব্দার্থ :

ডুঁগুরিকা — ছোট পাথুরে পাহাড়, ঝরনা — ঝর্ণা, ফুটি গেল — বার হওয়া, পঁঠি মাছ — পুঁটি মাছ, মর — আমার, রিঝবেগে — খুশি হবে, ছটকি — ছোট, ননদিআ — ননদ, ধরি — ধরে, দেবঁই — দিব।

বঙ্গানুবাদ :

ডুংরির (ছোট পাহাড়) কোলে কোলে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। সে জলে খেলা করছে পুঁটি মাছ ছোট ননদ তুমি যদি আমার সঙ্গে আনন্দ পেতে চাও তাহলে তোমাকে আমি পুঁটি মাছ ধরে দেব।

১০২.

এক জুগতি হামে দেখলি রে
সিআরে চরাউএ ধেনু গাই
দুঁদুহিঁ দুহে, পেঁচাহিঁ মহে
কেরকেটা দহি বেচে যাই।

শব্দার্থ :

জুগতি — সঙ্গতি, হামে — আমি, দেখলি — দেখলাম, সিআরে — শৃগালে, চরাউএ — চারণ করে, ধেনুগাই — দুগ্ধবতী গাই, দুঁদুহি — কালো পেঁচা, পেঁচাহি — পেচকে, মুহে — মন্থন করে, কেরকেটা — পাখি বিশেষ, দহি — দই, বেচে — বিক্রয়ে।

বঙ্গানুবাদ :

এক অদ্ভুত যুগল ছবি দেখলাম আমি। শৃগাল গাভিকে চারণা করছে। হুতুম পেঁচা, দুধ দোহন করছে, পেচক দুগ্ধ মন্থন করছে, কেরকেটা পাখি চলেছে দই বিক্রি করতে।

১০৩.

আখড়া জে ছাঁচলে রসিকা রে
করম গাড়লে বড়ি ধুর
আখড়াহি মাকড়া জনম লেল
বাঁসিআ ত লাগি জাতউ ঘুইন।

শব্দার্থ :

আখড়া — নাচের মঞ্চ, ছাঁচলে — পরিস্কার করা, রসিকা — গীত ও নৃত্য বিশারদ, করম — উৎসব বিশেষ, গাড়লে — করম ডালপোতা, বড়ি — অনেক, দূর — দূর, মাকড়া — মাকড়সা, বাঁসিআ —বাঁশি, লাগিজাতউ — লেগে যাবে, ঘুইন — ঘুন ধরা।

বঙ্গানুবাদ :

রসিক তুমি আখড়া পরিস্কার করেছ কিন্তু করমের ডাল পুঁতেছ অনেক ধুরে। তোমার আখড়াতে মাকড়শার জন্ম হলো — তোমার বাঁশিতে ঘুন লেগে যাবে।

১০৪.

চাঁদাবিলাক কুলিঞ রে ভাই ঝরনা ফুটি গেল রে
পঁঠি মাছে করেই ছলা ছইল
এহে বাটে আউএ নব রঁগ রসিকা
খাই লেবে পঁঠি মাছেক ঝর।

শব্দার্থ :

চাঁদাবিলা — গ্রামের নাম, কুলিঞ — গ্রামের মূলরাস্তা, ফুটি গেল — বের হওয়া, পঁটি মাছ — পুঁটি মাছ, ছলাছইল — মাছের খেলা, এহে বাটে — এই পথে, আউএ — এসো, নব — নতুন, রঁগরসিকা — রসিকজন, ঝর — ঝোল তরকারি।

বঙ্গানুবাদ :

চাঁদা বিলা গ্রামের পথে ঝর্ণা বয়ে চলেছে। পুঁটি মাছ সেখানে খেলা করছে। হে নতুন রসিকজন এই পথে এসো, পুঁটি মাছের ঝোল খেয়ে নিও।

১০৫.

দিআ জে জরে অহিরা ভাচাক ভুচুক হো
মানুআকা সাড়া নেহি মিলে
সিতল খাটিআমে ফুটল ভরসিআ
সুতল জে কুকুর সামাই।
কেত না গাহবই কেত না নাচবই
আঁগনাত ধুরা উড়ি গেল
ঝাইড়কে বাজন বাজাউবেরে বাজনিআর
আর জড়বই নাউআ গিত।
গিরগিটি গিরগিটি গিরগিটি হো
গিরগিটি সাজল বরিআত
দুআইরে বসিকে মুসা গরজইএ
দাদা হামু জাম বরিআত।।

শব্দার্থ :

দিআ — প্রদীপ, জরে — জ্বলে, অহিরা — অহি জাতির মানুষ, মানুআকা — মানুষের, ঝাইড়কে — জোরে, জড়বই — রচনা করব, নাউআ — নতুন, সাজল বরিআত — বরযাত্রী সাজল, দুআইরে — দরজায়, মুসা — ইঁদুর, গরজএ — গর্জন করে, হামু — আমিও, জাম — যাব।

বঙ্গানুবাদ :

মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। মানুষের কোন সাড়া নেই। খাট পাতা রয়েছে, সেখানে আগুনের পাত্র। নীরবে কুকুর প্রবেশ করছে। কত গাইব, কতই বা নাচব আঙিনাতে ধুলো উড়ে যায়। হে বাদ্যকার তুমি জোরে বাদ্য বাজাও আমি গীত রচনা করি। গিরগিটি বরযাত্রী সেজেছে। তা দেখে দরজায় বসে ইঁদুর বলে আমিও বরযাত্রী যেতে চাই।

১০৬.

কিআ দেখি বগলি আগা ডাঁইড়ে বইসলিরে
কিআ দেখি ঠর মিলকাই
কিআ দেখি বগলি অঁগ মচকাইরে
ঝাড়ি বাঁধল না কেস?
চারা দেখি বগলি আগা ডাঁইড়ে বইসলি রে
পানি দেখি ঠর মিলকাই
মাছ দেখি বগলি অঁগ মচকাই
ঝাড়ি বাঁধঅল না কেস।।

শব্দার্থ : (ঠর — ঠাঁট)

কিআ — কি, বগলি — বকপাখি, আগা — সামনে, ডাঁইড়ে — ছোট জলাশয়, বইসলি — বসেছে, মিলকাই — সঞ্চালন করে, অঁগ — শরীর, মচকাই — মোচড় দেয়, ঝাড়ি — ঝেড়ে, কেস — চুল, চারা — খাবার।

বঙ্গানুবাদ :

কি দেখে বক জল স্রোতের পাশে এসে বসে, কি দেখেই বা ঠোঁট সঞ্চালন করে? আবার কি দেখে বকপাখি শরীরে মোচড় দেয়, বা চুল বাঁধে না।

উত্তরে বলা হচ্ছে খাবার বা শিকার দেখে বক জলাশয়ের পাশে এসে বসে এবং জল দেখে ঠোঁট নাড়ে। মাছ দেখে বক শরীর সঞ্চালন করে কিন্তু চুল বাঁধে না।

১০৭.

কনঅ চড়ইআমর চিতর কাবর রে
কনঅ চড়ই ইজর পাঁইখ
কনঅ চড়ইআ মর ডাইরে বসি কুড়রইএ
কনে ত বলে আধা রাইত?

বনি চড়ইআ মর চিতর কাবর রে
বগলি চড়ই ইজর পাঁইখ
ডাহুক চড়ইআ মর ডাইরে বসি কুড়রইএ
পেঁচা ত বলে আধা রাইত।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন, চিতর-কাবর — রঙবাহারি, চড়ইআ — পাখি, মর — আমার, ইজর পাঁইখ — সাদা পাখা, ডাইরে — ডালে, কুড়রইএ — কুড্ডুর কুড্ডুর করে, কনে — কে, বনি — বনিপাখি, বগলি — বক, ডাহুক — পাখি বিশেষ।

বঙ্গানুবাদ :

কোন পাখির পাখা রঙবাহারি আবার কোন পাখির পাখা সাদা? আবার কোন পাখি ডালে বসে কুড্ডুর কুড্ডুর শব্দ করে কেই বা অর্ধরাত্রি বলে দেয়?

উত্তরে বলা হয়েছে শালিক পাখির পাখা রঙবাহারি এবং বক পাখির পাখা সাদা। ডাহুক পাখি ডালে বসে কুড্ডুর কুড্ডুর শব্দ করে পেচক অর্ধরাত্রির সংবাদ বলে দেয়।

১০৮.

কনঅ বাজনা মর ভিতর গুমরিআরে
কনঅ বাজনা নিরাধার
কনঅ বাজনা মঞা নিদ নেহি আউঅইএ
সুতল বিছনা ছাড়ি জাই?
নাগড়া বাজনা মর ভিতর গুমরিআরে
বাঁসি বাজনা নিরাধার
মাদইরি বাজনা মঞা নিদনেহি আউঅইএ
সুতল বিছনা ছাড়ি জাই।।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন, মর — আমার, গুমরিআ — গুমরে উঠা, নিরাধার — নিরন্তর, মঞা — আমার, নিদ — নিদ্রা, ঘুম, সুতল — ঘুমের, বিছনা — শয্যা, নাগড়া — ধামসা, মাদইরি — মাদল।

বঙ্গানুবাদ :

কোন বাজনায় আমার অন্তর গুমরে গুমরে উঠে, কোন বাজনা কেবল বেজেই চলে? আবার কোন বাজনা শুনে নিদ্রা আসেনা এবং বিছানা ছেড়ে উঠে যেতে হয়। ধামসার বাজনায় ভিতর গুমরে উঠে, বাঁশির বাজনা বেজে চলে নিরন্তর কিন্তু মাদলের বাজনাতে চোখে ঘুম আসে না, বিছানা থেকে উঠে পড়তে হয়।

১০৯.

সবু গিতা গাউলি গুরুনা গাউলিরে
তর গিতা গেলাই গঁগা পাইর
ঢেলকা উপরে ফুল ফুটইএ
সেহ চাঁচর দেবে না ঘুরাই?

সবু গিতা গাউঅলি গুরুনা গাউঅলিরে
তর গিতা গেলাঞ গঁগা পাইর
ঠেঁগা উপরে ফুলা ফুটএ
তাকর নাম ধরি দেল।।

শব্দার্থ :

সবু — সব, গিতা — গীত, গাউঅলি — গাইলাম, তর — তোমার, গেলাই — গেল, গঁগাপাইর — গঙ্গাপার, ঢেলকা — মাঠির ঢেলা, ফুটইএ — ফুটে, সেহ — সেই, চাঁচর — গীত বিশেষ, ঘুরাই — উত্তর দেওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

সব গীত গাইলাম কিন্তু গুরুর গীত গাইলাম না। তোমার গীত গঙ্গানদীর ওপারে চলে গেল। মাটির ডেলার উপরে ফুল ফুটেছে সেই চাঁচর গীতটি আমাকে বলে দিও।

সব গীত গাইলাম কিন্তু গুরুর গীত গাইলাম না। তোমার গীত গঙ্গানদীর ওপারে চলে গেল। লাঠির উপরে যে ফুলটি ফুটে তার নাম আমি বলে দিয়েছি।

১১০.

ছটকি বহু বড়কি বহু চললি নইহরিআরে
কিআ কিআ আনলঅ সনদেস
হাঁথ মচড়ি খঁইছাঞ সাজইএ
অঁঠইলাকে হাঁথে লড়কাই।

শব্দার্থ :

অঁঠইলা — গাঁট, ছটকি — ছোট, বড়কি — বড়, বহু — বউ, নইহরিআ — বাপের বাড়ি, কিআ — কি, সনদেশ — বিশেষ বস্তু — সামগ্রী, হাঁথ — হাত, মচড়ি — মুচড়ে, খঁইছাঞ — খঁচলে, লড়কাই — টাঁগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

ছোট বউ, বড় বউ বাপের বাড়ি চলেছে। কি কি তারা সন্দেশ এনেছে? হাত মুচড়ে খঁচলে গিট দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে তারা নিয়ে এসেছে।

১১১.

তিনি ঠেঁগিআকর হরনি রে
দউড়ি উঠল রে পাহাড়
ঘেঁচা কাটলে হরিন বাঁচইএ
নেগুড় কাটলে মরি জাই।

শব্দার্থ :

তিনি — তিন, ঠেঁগিআকর — পায়ের, হরনি — হরিণ, দউড়ি — দৌড়ে, ঘেঁচা — গলার পিছন দিক, নেগুড় — লেজ।

বঙ্গানুবাদ :

তিন পায়ের সে হরিণী। দৌড়ে সে পাহাড়ে উঠে যায়। গলা কাটলে হরিণী বেঁচে যায় কিন্তু লেজ কেটে দিলে সে মারা যায়।

১১২.

কেহু মাগইএ ছাতা বল ছতরি রে
কেহু ত মাগে জড়া ধতি
কেহু ত মাগইএ হরইদ লুগা দপদপ
আর মাগে টিকলি সিঁদুর?

বাগালেহিঁ মাগে ছাতা বল ছতরিরে
গলা ত মাগে জড়া ধতি
গলিনেহিঁ মাগে হরইদ লুগা দপদপঅ
আর মাগে টিকলি সিঁদুর।।

শব্দার্থ :

কেহু — কেউ, ধতি — ধুতি, হরইদ — হলুদ, লুগা — কাপড়, দপদপ — রঙের ঔজ্জ্বল্য, টিকলি — সিঁদুর, টিকলি — সিন্দুর।

বঙ্গানুবাদ :

কে চায় ছাতা, জোড়া ধুতিই বা কে চায়? আবার কে চায় হলুদ গাবানো রঙিন কাপড় এবং কে চায় টিকলি এবং সিঁদুর?

উত্তরে বলা হয়েছে গরুর রাখাল — সে চায় ছাতা, তার যে মালিক সে চায় জোড়া ধুতি এবং মালকিন চায় হলুদ গাবানো রঙিন কাপড় আর চাই সিন্দুর এবং টিকলি।

১১৩.

ডুঁগুরিকা ধারে ধারে ঝরনা ফুটি গেল রে
কনঅ পুঁটি মলকলে জাই
কেথিহিঁ ধরবঅ কেথিহিঁ ভরবঁঅ
কেথিক পানিঞ দেব ডবকাই?
ডঁগুরিকা ধারে ধারে ঝরনা ফুটি গেল রে
ইঁচলা পুঁঠি মলকলে জাই
জালেহিঁ ধরবঁ ঢঁঠইরেহিঁ ভরবঁ
হরইদ পানিঞ দেবঁ ডবকাই।।

শব্দার্থ :

ডুঁগুরিকা — ডুঢরি, ছোট পাহাড়, ঝরনা — ঝর্ণা, কনঅ — কোন, পুঁঠি — পুঁটি মাছ, মলকলে — আনন্দে দেহ ভঙ্গীমার বিশেষ চলন গতি, কেথিঁহিঁ — কিসে, ভরবঁ — ভরে নেব, ডরকাই — ফুটিয়ে নেওয়া, ইঁচলা — মাছ বিশেষ, ঢঁঠইরেহিঁ — মাছ রাখার পাত্র বিশেষ, হরইদ — হলুদ।

বঙ্গানুবাদ :

ছোট্ট পাহাড়ের কোলে কোলে জলের ঝর্ণা বয়ে চলেছে সে জলে পুঁটি মাছ খেলা করে। কোথায় ধরব, কোথায় রাখব এবং কোন জলেই বা তাকে রান্না করব?

উত্তরে বলা হয়েছে, ছোট্ট পাহাড়ের কোলে কোলে জলের ঝর্ণা। চিংড়ি এবং পুঁটি মাছ সেখানে খেলা করে। জাল দিয়ে ধরব এবং খালুইয়ে তাকে রাখব তারপর হলুদ জলে তাকে রান্না করব।

১১৪.

ফুচি মারি খঁইছাঞ ভরলিরে
সেহ ফুচি হাথি লাগল জাই
কড়াপি কড়াপি মাস কাটাল
হাড় মাস গঁগা চলি জাই।।

শব্দার্থ :

ফুচি — ছোটপাখি বিশেষ, মারি — মেরে, খঁইছঞ — আঁচলে, ভরলি — ভরলাম, সেহ — সেই, হাথিলাগল — হাতীর মতো, কড়পি কড়পি — ভাগ করে।

বঙ্গানুবাদ :

ফুচি পাখি মেরে কাপড়ের আঁচলে ভরে নিয়েছি। সেই ফুচি পাখি হাতির মতো চলে যায়। ভালোভাবে তার মাংস কেটেছি কিন্তু তার হাড়-মাংস গঙ্গা চলে যায়।

১১৫.

কনঅ নগরেকর গাই মইসিনিআ রে
কনঅ নগরে চলি যাই
কনঅ নগরেকর খাউআসিনি বেটিআ
কুলহি মাঝে লহসলে জাই।

হরদিপি নগরেকর গাই মইসিনিআ রে
ঝালিদা শহরে চলি জাই
পুরুল্যা নগরেকর খাউআ সিনি বেটিআ
কুলহি মাঝে লহসলে জাই।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন, গাই — গাভি, মইসিনিআ — মোষ, খাউআসিনি — সৈরিনী, বেটিআ — মেয়ে, কুলহি — পথে, হরদিপি — নগরের নাম, ঝালিদা — ঝালদা।

বঙ্গানুবাদ :

কোন নগরের গাই-মোষ, কোন নগরে তারা চলে যায়? আবার কোন নগরের সৈরিনী মেয়েটি অঙ্গবিভঙ্গে পথে চলে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে হরদিপি নগরের গাই-মোষ ঝালদা শহরে চলে যায় এবং পুরুলিয়া নগরের সৈরিনী মেয়েটি পথের মাঝে অঙ্গ বিভঙ্গে চলে যায়।

১১৬.

হামে একা অদভুতি দেখলি রে
সেহ বিরা বড়ি অজগর
মাঞ কুঁঅরি বেটি আসাপতি রহি গেল
বাবুআঞ ত নাচনি নাচাই?

হামে একা বিরা দেখলি রে
সেহ বিরা বড়ি রে অজগর
মাঞ কুঁঅরি বেটি তসরেকা পতনি
বাবুআঞ ত নাচনি নাচাই।।

শব্দার্থ :

হামে — আমি, একা — এক, সেহ — সেই, বিরা — বলবান, অজগর — বৃহৎ, মাঞ — মা, কুঁঅরি — কুমারী, বেটি — কন্যা, আসাপতি — গর্ভবতী, বাবুআঞ — ছেলে, নাচনী — নাচনী নৃত্য, তসরেকাপতনি — তসর কীট।

বঙ্গানুবাদ :

আমি এক অদ্ভুত দেখেছি, সে বড়ই আজব। মা ও কুমারী মেয়ে গর্ভবতী হলো কিন্তু তার ছেলে নাচনী নাচায়। আমি আরও বড়ই অদ্ভুত দেখলাম মা ও কুমারী কন্যা গর্ভবতী হলো সে তসর পতনি। তার ছেলে নাচনী নাচায়।

১১৭.

নাগপুরেক ছঁড়িআ অলগচ নারিআরে
খঁসাঞ খঁসাঞ বাঁধে নরহনি
নাচইতে ডেগইতে খসি গেলাঞ নরহনি
লাগি গেলাঞ জগ মহনি।

শব্দার্থ :

নাগপুরে — অঞ্চল বা দেশ, ছঁড়িআ — মেয়ে, অলগচ — অগোছাল, নারিআ — বেলকাঁটা, খসাঞ — খোঁপায়, নরহনি — বেলকাঁটা, নাচইতে ডেগইতে — নাচতে খেলতে, খসিগেলাঞ — পড়ে যাওয়া, লাগিগেলাঞ — লেগে গেল, জগমহনি — সম্মোহন।

বঙ্গানুবাদ :

নাগপুরের যৌবনবতী মেয়ে বড়ই চোখ ঠারে। খোঁপায় খোঁপায় তার বেল কাঁটা। নাচতে নাচতে তার বেল কাঁটা পড়ে যায় আর তাতেই জাদু হয়ে যায়।

১১৮.

কাঁহাহি আহো তর গুরু মাঞি বাপ রে
কাঁহা ত আহি সিরি গাই
কাঁহাহি আহেই ভালা ধানি ডিমনিরে
কাকর সিরিজল হার?

ভিতর ঘারে আহে মর গুরু মাঁই বাপ রে
গহাইলে ত আহেই সিরি গাই
ক্ষেতে খরইএ আহে ধানি ডিমনিরে
গুসাঞ রাই সিরিজল হার।

শব্দার্থ :

কাঁহাহিঁ — কোথায়, আহো — আছে, সিরিগাই — শ্রেষ্ঠ গাভি, ধানি — ধানের, ডিমনি — ধানরাখার বড় পাত্র, কাকর — কার, সিরিজল— সৃষ্টি, সৃজন, হার — লাঙ্গল, গহাইলেত — গোয়ালে, খরইএ — খামারে, গুসাঞরাই — শিব।

বঙ্গানুবাদ :

কোথায় আছে তোমার মা-বাবা, কোথায় আছে শ্রেষ্ঠ গাভি? কোথায় বা আছে ধানের মরাই, কে সৃষ্টি করেছে হাল বা লাঙল?

উত্তরে বলা হয়েছে — ঘরের ভিতরে আছে মা-বাবা, গোয়ালে আছে শ্রেষ্ঠ গাভি। ক্ষেতে এবং খামারে আছে ধানের মরাই আর শিব সৃষ্টি করেছেন লাঙল।

১১৯.

গাঁ মুড়াঞ রে ফুচি মারলি রে
সেহ ফুচি একঅ কুলা মাস
হাড় সবু ফেলাই দেই মাসঅ সবু খাইরে
তাউএ মাস নহিরে সিরাই।

শব্দার্থ :

গাঁমুড়াঞ — গ্রামের শেষ প্রান্তে, ফুচি — ছোট্ট পাখি, সেহ — সেই, একঅ — এক, কুলা — কুলো, মাস — মাংস, সবু — সব, তাউএ — তাউ, নহিরে — না, সিরাই — শেষ হওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের প্রান্তে ফুচি পাখিটি মেরেছি। সেই ছোট্ট ফুচি পাখির মাংস হলো এক কুলো। সব হাড় ফেলে দিয়ে সব মাংসটুকু খেয়েছি তবু তার মাংস শেষ হয় না।

১২০.

টাঁইড়ে টিকরে খেতি উপজল রে
পানি বরসলে মরি জাই
অহিরাকা পুতা জদি হেউঅবে
মর চাঁচর দেবে না ঘুরাই।

শব্দার্থ :

টাঁইড়ে — টিকরে — মাঠে ও অনুর্বর ভূমিতে, উপজল — তৈরি করা, বরসলে — বর্ষণ হলে, পুতা — পুত্র, হেউঅবে — হবে, মর — আমার, ঘুরাই — ঘুরিয়ে দিবে।

বঙ্গানুবাদ :

টাঁইড়ি টিকরে ক্ষেত তৈরি করা হয়েছে। সে ক্ষেত জল বর্ষিত হলেই মারা যায়। অহিরার সন্তান যদি তুমি হয়ে থাক তাহলে আমার চাঁচরের উত্তর দিতে পারবে।

১২১.

টাঁইড়ে টিকরে খেতি উপজল রে
তাকর খইর পখরি ভিতর
বিনা বরসে মাড়া খিজইএ
তাকর পার জগতে ইজর।।

শব্দার্থ :

টাঁইড়ে টিকরে — পাথুরে ডাঙাতে, ক্ষেতি — ক্ষেত, উপজলি — সৃষ্টি করা, তাকর — তার, খইর — ফসল, পখরি — পুকুর, বরসে — বর্ষণে, মাড়া — ধান ঝাড়াই, খিজাইএ — ঝাড়াই হয়, তাকর — তার, ইজর — পরিস্কার।

বঙ্গানুবাদ :

রুক্ষ সুখা মাঠে ক্ষেত ও তাতে ফসল ফলিয়েছি। সে ফসলটিকে জলের ভিতর দিয়েছি। বিনা বৃষ্টিতেই ফসলের ঝাড়াই হয়ে যায় তারপর জগতে তা সুন্দর হয়ে ওঠে।

১২২.

জড়ইতে দেখল একঅ না বরদউআরে
খলইতে দুইঅ না বরদ
অহিরাকা পুতা জদি হেউঅবে
মর চাঁচর দেবে না ঘুরাই।

শব্দার্থ :

জড়ইতে — লাঙলের সংযোগ, বরউআ — বলদ, খলইতে — খোলার সময়, অহিরাকা — অহিজাতির ছেলে, মর — আমার, চাঁচর-গীত বিশেষ, ঘুরাই — উত্তর দেওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

লাঙল সংযোগ করে দেখলাম মাত্র একটি বলদ কিন্তু লাঙল খুলে দেখি দুটি বলদ রয়েছে। অহিরার সন্তান যদি তুমি হও তাহলে আমার চাঁচরের উত্তর দিও।

১২৩.

মাঘ মহিনাই মইসি মরলি রে
হাড় মাস রহলঅ ডিঁগাই
আসাড় মাসে রনে বুঁদাই বরিসে
উঠু মইসি জাহু সসুরাল।।

শব্দার্থ :

মহিনা — মাস, মইসি — স্ত্রী কাড়া, রহল — রইল, ডিঁগাই — জড়ো হয়ে থাকা, রনে — শব্দে, বুঁদাই — বিন্দু, উঠু — উঠো, জাহু — জাউ, সসুরাল — শ্বশুর বাড়ি।

বঙ্গানুবাদ :

মাঘ মাসে মহিষী মারা গেল। তার হাড়-মাংস ডিঁগ হয়ে পড়ে রইল। আষাঢ় মাসে রনরন শব্দে বৃষ্টি হলো মহিষ উঠে শ্বশুর বাড়ি চলে গেল।

১২৪.

একঅ দিন গেলে রহঁ মইসি গরখিআরে
গেলে রহঁ ঝিঁগা ঝরি পাহাড়
পাহাড়েহিঁ আহি মইলানিকের বেটিআ
খঁপউআঞ ত রাখলি ভুলাই।।

শব্দার্থ :

গেলেরঁহ — গেলছিলাম, মইরি — স্ত্রী কাড়া, গরখিআ — রাখাল, গেলেরঁহ — গেছিলাম, ঝিঁগাঝরি — নাম বিশেষ, আহি — আছে, মাইলানেকর — মেলুহা দেশের রমনী, বেটি — পেয়ে, খঁপউআঞ — খোঁপায়।

বঙ্গানুবাদ :

এক দিন আমি মহিষ চরানোর জন্য ঝিগাঝরি পাহাড়ে গিয়েছিলাম। সেই পাহাড়ে থাকে মালিনীর মেয়ে। মেয়ের খোঁপা আমাকে ভুলিয়ে রাখল।

১২৫.

বাঁকাহ কিআরি বাবু বাঁকাহি ভাবরিরে
মামা ভেগিনা গরু জড়
মামা ভেগিনা গরু জড়ল রে
বুনল সরু রাঁগি ধান।।

সরু রাঁগি ধানিআকর মড়রি গাঁথউঅলি
সেহ ধানে চুমান চলল
নামাহ হাঁড়ি মর, আনাউ রসি মর
সেহ মদে গড় না ধোআই।।

শব্দার্থ :

বাঁকাহ — বাঁকা, কিআরি — ক্ষেত, ভাভরি — গুল্মবিশেষ, বুনল — বোনা, মড়রি — ধানের মুকুট, চুমান — বন্দনা, নামাহ — নামিয়ে দাও, হাঁড়ি — হাড়ি, রসি — রস, গড় — পা।

বঙ্গানুবাদ :

বাঁকা ক্ষেতে বাঁকা গুল্ম জন্মেছে। কিন্তু হালের গরুগুলি ছোট বড়। সেই ছোট বড় গরু দিয়েই ক্ষেতে সরু রাঁগি ধান বুনেছি। সরু রাঁগি ধান দিয়ে ধানের মুকুট তৈরি করে গরুর চুমান হল। হাঁড়ি নামিয়ে রস বার কর। সে রসে আমি পা ধোব।

১২৬.

বাঁকাহ কিআরি বাঁকাহ ভাবরিরে
মামা ভেগিনা গরু জড়
অসিহ কুসেকেরি সোল-জুঁআলি গো
ঢড়িঅ ঘাঁসে কেরি জার।
অরুণ বনে কেরি তরুহ লতারে
নউগুনে ভাঁগল জতি।।

শব্দার্থ :

জার — অঙ্গ, বাঁকাহ — বাঁকা, কিআরি — ক্ষেত, ভাবরি — গুল্মবিশেষ, অসিহ — আশি, কুসেকেরি — আঁচলের মান, সল-জুঁআলি — সইল-জোয়াল, ঢড়িঅ ঘাঁসেকরি — ঢড়ি ঘাসের, অরুণবন — বিশেষ অরণ্য, তরুহ — গাছ, নউগুনে — নয় সংখ্যা, জতি — লাঙল চালনা

বঙ্গানুবাদ :

বাঁকা ক্ষেতে, বাঁকা গুল্ম জন্মেছে। কিন্তু হালের গরুগুলি ছোট বড়। আশি আঁগুলের সল জুআল এবং লাঙল বাঁধার রশি ঢ়ঢ়ি ঘাসের তৈরি। অরুণ বনের তরুলতা নয়বার লাঙলকে ভেঙে দিল।

১২৭.

গাঁ মুড়াঞ রে পিঁপড় পাকলি রে
সেহ পিঁপড় বড়ি রে সোআদ
ঘারে ঘারে ঢুকবে রে লাল পুতা রসিকা
খাইএ লেবে পিঁপড়ি সহাই।।

শব্দার্থ :

গাঁ — গ্রাম, মুড়াঞ — শেষ প্রান্তে, পিঁপড় — পিপুল, বড়ি — খুব, বড়ো, সোআদ — সুস্বাদু, ঘারে — ঘরে, লালপুতা — লালের পূত, রসিকা — রসিক জন, খাই লেবে — খেয়ে নিও। সহাই — সৃজন।

বঙ্গানুবাদ :

গ্রামের প্রান্তে পিঁপড় ফল পেকেছে। সে পিঁপড় ফল বড়ই সুস্বাদু। হে প্রিয় রসিক তুমি ঘরে ঘরে ঢুকবে। খেয়ে নিও তোমার প্রিয় পিঁপড়।

১২৮.

কেহ্ন জে চরইএ চমকি বল চমকি রে
কেহ্ন ত চরে নিরাধার
কেহ্ন ত চরইএ সিরি বিনদা বনে গো
চাইরঅ দিএ চঁঅর ডলাই?

হরনি জে চরইএ চমকি চমকি গো
মইসিনি চরে নিরাধার
সিরিগাই চরইএ সিরি বিনদা বনে গো
চাইর দিএ চঁউঅর ডলাই।।

শব্দার্থ :

কেহ্ন — কেউ, চরইএ — চরে, নিরাধার — ধির স্থির, চঁউঅর — লেজের লোম, ডলাই — নড়ানো, হরনি — হরীণ, সিরিগাই — শ্রেষ্ঠ গাভী, চাইরদিএ — চারিদিকে।

বঙ্গানুবাদ :

কে চমকিত চরণে চারণ করে, কে চরে নির্ভাবনায়? কেই বা চরে শ্রী বৃন্দাবনে চারিদিকে লেজ দুলিয়ে?

উত্তরে বলা হয়েঝে — হরিণী চমকিত চরণে চরে বেড়ায় কিন্তু মহিষ চারণা করে নির্ভাবনায়। শ্রী বৃন্দাবনে শ্রেষ্ঠ গাভি লেজ নেড়ে মনের সুখে চারণা করে।

১২৯.

কিআ জনম বাবু দস মাস দস দিন হো
কিআ জনম ছঅ মাস
কিআ জনম বাবু তুরনত ডাগর রে
কিআ জনম বহি জাই?

মানবি জনম বাবু দস মাস দস দিন হো
ছেড়ি জনম ছঅ মাস
তসর জনম বাবু তুরনত ডাগর রে
গেঁঢ়ি জনম বহি জাই।।

শব্দার্থ :

কিআ — কোন, জনম — জন্ম, বাবু — সম্বোধনসূচক শব্দ, তুরত — অতি তাড়াতাড়ি, ডাগর — বড় হওয়া, বহিজাই — বয়ে যাওয়া, ছেড়ি—ছাগল, গুটিপোকা, গেঁঢ়ি — শামুক।

বঙ্গানুবাদ :

কোন জন্ম দশ মাস দশ দিনে, কোন জন্মই বা ছয় মাসের জন্য? আবার কোন জন্মে ক্ষণিকেই বড় হওয়া যায়, কোন জন্ম জলে ভেসে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে — মানুষ জন্ম হয় দশ মাস দশ দিনে, ছাগল জন্ম ছয় মাসে কিন্তু তসরের জন্মে ক্ষণিকেই বড় হয়ে যায় এবং শামুকের জন্ম জলে ভেসে যায়।

১৩০.

কনঅ নগরেকর মালিনি বেটিআ
কনঅ পরবতকেরি বাঁস
কনঅ বাঁসেকেরি সুপতি বনাউঅলি
কনে চুমাউএই ধেনু গাই?

হড়দিপিনগরেকর মালিনি বেটিআরে
ডুলি পরবতকেরি বাঁস
কঁচি কঁচি বাঁসেকের সুপতি বনাউঅলি
মাএ়ে চুমাউঅই ধেনুগাই।।

শব্দার্থ :

কনঅ — কোন, মালিনি — রমনী (মেলুহা), বেটিআ — বিটি, কন্যা, পরবত — পর্বত, পাহাড়, বাঁস — বাঁশ, সুপতি — কুলো, বনাউলি — তৈরি করল, কনে — কে, চুমাউঅই — চুমান, সম্মাধির্তকরা, ধেনুগাই — গাভি, হড়দিনগর — হরপ্পা, ডুলিপরবত — নাম।

বঙ্গানুবাদ :

কোন নগরের মালিনীর মেয়ে, কোন পর্বতের বাঁশ কোন বাঁশের তৈরি সুপ কুলো এবং কে ধেনুগাভিকে চুমান করে?

উত্তরে বলা হচ্ছে — হড়দিপি নগরের মালিনীর মেয়ে ডুলি পর্বতের বাঁশ। কঁচি কঁচি বাঁশের তৈরি সেই সুপ-কুলো মা ধেনুগাইকে চুমান করে।

১৩১.

ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজনা বাজি গেল রে
বেঁগা রাজা সাজই বরিআত
পিঁপুড়ি বাপুড়ি চলে নেহি জানই
হাঁমে বাবু জাউবঁ বরিআত।।

শব্দার্থ :

ডিগিমিগি — বাজনার বোল, বেঁগা — ব্যাঙ, বরিআত — বারাতি, পিঁপুড়ি — পিপিলিকা, বাপুড়ি — বাবা (সম্বোধন সূচক শব্দ), হাঁমে — আমি, জাউবঁ — যাব।

বঙ্গানুবাদ :

ডিগিমিগি করে বাজনা বাজছে। ব্যাঙ রাজা বরযাত্রী সেজেছে। পিপিলিকা চলতেই জানে না সে বলে আমিও কিন্তু যাব বরযাত্রী।

১৩২.

কনহ ফুল মালিন অহিরল পহিরল রে
কনঅ ফুল ধনিকে সনদেশ
কনহ ফুলে মালিন খঁপউআ চিকনগো
কনঅ ফুলে রাখত সঁসার?

কাপাস ফুল মালিন অহিরল পহিরল রে
ধান ফুল ধনিকে সঁদেস
তিলহ ফুলে মালিন খঁপউআ চিকন গো
সিঁদুর ফুলে রাখত সঁসার।।

শব্দার্থ :

কনহ — কোন, মালিন — রমনী, অহিরল-পহিরল — খাওয়া এবং পরা, ধনিকে — রমনী, সনদেস — সুন্দর জিনিস, খঁপউআ — খোঁপা, চিকন — চিক্কন, সুন্দর, কাপাস — কার্পাস।

বঙ্গানুবাদ :

কোন ফুলে মালিনীর খাওয়া পরা? কোন ফুলে তা সুন্দর সুন্দর জিনিস হয় আবার কোন ফুলে মালিনীর খোঁপা চিক্কন থাকে এবং কোন ফুলে এই সংসারকে ধরে রাখে?

উত্তরে বলা হয়েছে কার্পাস ফুলে মালিনীর খাওয়া পরা চলে, ধান ফুল থেকে হয় নানা সুন্দর জিনিস আর তিল ফুলে মালিনীর খোঁপা চিক্কন থাকে এবং সংসারকে ধরে রাখে সিন্দুরে।

১৩৩.

ঝাঁটি কাটলে মঁইআ ঝাঁটিরে
ঝাঁটিক উপর সুইআ রিরিআই
সুইআ নিহি রিরিআই ছঁড়ি দেখি ছঁড়া রিরিআই
রিঝে ছঁড়া চাঁচর খেলে জাই।

শব্দার্থ :

ঝাঁটি — সরুকাঠি বিশেষ, মঁইআ — মেয়ে, সুইআ — পাখি বিশেষ, রিরিআই — কামাসক্ত হয়ে, রিঝে — আনন্দে, ফূর্তিতে, ছঁড়া — যুবক/ শব্দবাডাকা, চাঁচর — নৃত্যও গীত বিশেষ, খেলেজাই — নৃত্য করা।

বঙ্গানুবাদ :

মেয়ে তুমি গাছের সরু ডাল কেটেছ। সেই সরু ডালে ছোট্ট সুইয়া পাখি ডেকে চলেছে। সুইআ পাখি তো ডাকে না যুবতী মেয়ে দেখে সে ডাকে। মনের আনন্দে জোয়ান ছেলে চাঁচর খেলতে চলে যায়।

১৩৪.

জড়ি রে জড়ি কাঁড়রি রে
সেইহ ঠানে বইসল গরুড়
কন নিরবধিআঞ বঁইসিঅ ফুঁকইএ
বসল গরুড় উড়ি জাই।

শব্দার্থ :

জড়ি — জোড়, কঁড়রি — নমনীয় ডাল, সেহ — সেই, ঠানে — স্থানে, বইসল — বসল, গরুড় — পাখি বিশেষ, কন — কোন, নিরবুধিআঞ — বোকা, বেকুব, বঁইসিঅ — বাঁশি।

বঙ্গানুবাদ :

জোড় জোড় গাছের নমনীয় ডাল জন্মেছে। সেই ডালেই বসেছে গরুড় পাখি। কোন সে নির্বোধ যে বাঁশি বাজায় যার বাঁশি শুনে গরুড় উড়ে গেল।

১৩৫.

অগাধ দরিআঞ পিঁপড়ি পাকলি রে
সেহ পিঁপড় বড়িরে সোআদ
কনেহি রে হারা জতইএ
কনে ত খালা লেইএ জাই?
অগাধ দরিআঞ পিঁপড় পাকলি রে
সেই পিঁপড় বড়ি রে সোআদ
সউলেহিঁ রে হারা জতই,
কাছিমে ত খালা লেইএ জাই।

শব্দার্থ :

অগাধ — অধিক, দরিআঞ — বৃহৎ জলাশয়, পিঁপড়ি — পিঁপড় ফল, সেহ — সেই, বড়িরে — বড়, খুব, সোআদ — সুস্বাদু, কনেহি — কে, হারা — হাল, লাঙল, জতইএ — চালনা করা, খালা — পাতার তৈরি পাত্র, লেইএ — নিয়ে, সউলেহিঁ — সোলমাছ।

বঙ্গানুবাদ :

অগাধ জলের মাঝে পিঁপড় ফল পেকেছে। সে ফল বড়ই সুস্বাদু। কে লাঙল চালাচ্ছে কেই বা খালা নিয়ে ফল আনতে যায়?

উত্তরে বলা হচ্ছে অগাধ জলে পিঁপড় ফল পেকেছে - সে ফল বড়ই সুস্বাদু। সোলমাছ লাঙল চালাচ্ছে আর কাছিম খালা নিয়ে ফল নিতে যাচ্ছে।

১৩৬.

ঘারা মইধে পসল মেজুরারে
কন পনথে লেগল সিকার
মেজুর দেখি কে কুতা বইসল
ফুচিআকে দেলাঞ লিলিআই।

শব্দার্থ :

ঘারা — ঘর, মইধে — ভিতরে, পসল — পোষ মানানো, মেজুরা — ময়ূর, পনথে — পথে, লেগল — নিয়ে গেল, কুতা — কুকুর, ফুচিআকে — ফুচি পাখিকে, দোলাঞ — দিলাম, লিলিআই — প্রোতসাহন।

বঙ্গানুবাদ :

ঘরের মধ্যে একটি ময়ূর পুষেছি। কোন পথে শিকারী তাকে শিকার করে নিয়ে গেল। ময়ূরকে আগলে কুকুর বসে রইল। ফুচি পাখিকে আমি লড়াই করার জন্য এগিয়ে দিলাম।

১৩৭.

লেবদি মারলাঞ ফুচি চড়ইআরে
সেহ ফুচি লাদল জাই
আসি সঅ কুটুমে ফুচিকে খাইএ গেল
মুড়িআকে আনল ঘুরাই।

শব্দার্থ :

লেবদি — ছুঁড়ে ছুঁড়ে, ফুচি — ছোট্ট পাখি বিশেষ, চড়ইআ — পাখি, লাদল — চাপিয়ে নিয়ে আসা, আসি সঅ — আশি শত, কুটুম — আত্মীয়, মুড়িআকে — মস্তককে।

বঙ্গানুবাদ :

পাথর ছুঁড়ে মেরেছি ফুচি পাখিটিকে। সেই ফুচিপাখিটিকে চাপিয়ে নিয়ে এলাম। আশি শত আত্মীয় জন সেই ফুচি পাখিটির মাংস খেল। কিন্তু তার মাথাটি থেকেই গেল।

১৩৮.

ডুঁটু উপরে মইসি জনমলিরে
সেহ মইসিক বিসাসই বাছুর
নাতি আর পুতিকে বিহা ভালা দেইএ দেল
সেহ মইসি রহল কুঁঅর।।

শব্দার্থ :

ডুঁটু — মৃত গাছের ডালের ডগার আংশ, মইসি — স্ত্রী মোষ, জনমলি — জন্ম গ্রহণ করল, সেহ — তার, বিসাসই — কুড়ি শত, বাছুর — শাবক, সন্তান, নাতি — ছেলের ছেলে, পুতি — নাতির ছেলে, বিহা — বিবাহ, রহল — রইল বা হোল, কুঁঅর — অবিবাহিত।

বঙ্গানুবাদ :

শুকনো মৃত ডালের উপরে মহিষের জন্ম হলো। সেই মহিষের কুড়ি শত বাছুর। নাতি এবং তারও ছেলের বিয়ে দিয়ে দিল কিন্তু সেই মহিষ কুমারী থেকে গেল।

১৩৯.

তাল গাছে দেখলঁ কিরকিনিআ
পিঁপড় গাছে দেখলঁ বাঁদর
ডাঁড়ি ঘাটে দেখল মালিনি বেটিআ
রুনু ঝুনু জাহি সসুর ঘার।।

শব্দার্থ :

কিরকিনিআ — পাখি বিশেষ, পিঁপড় — পিপুল বৃক্ষ, ডাঁড়িঘাট — নদীর জলের ঘাট, মালিনি — মেলুহা দেশের রমনী, রুনুঝুনু — নূপুরের শব্দ, জাহি — যায় (স্ত্রীলিঙ্গে)।

বঙ্গানুবাদ :

তাল গাছের উপরে একটি কিরকিনি পাখি দেখলাম, পিঁপড় গাছের উপরে দেখেছি এক হনুমান। জলাশয়ের ধারে দেখলাম মালিনীর মেয়েকে যে রুনুঝুনু নূপুর পায়ে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে।

১৪০.

কাঁহা জাহিস রে নুনি, ছাতা কেরি আড়ে
সঁইআঞ ত টেকল ডহর
কেইসে কই, আউঅবে কেইসে কইএ জাউঅবে
সঁইআক চই করলে না জাই।।

শব্দার্থ :

কাঁহা — কোথায়, জাহিস — যাচ্ছ, নুনি — মেয়ে, আড়ে — আড়ালে, সঁইআঞ — স্বামী, টেকল — আটকানো, ডহর — পথ, কেইসে — কেমনে, আউঅবে — আসবে, জাউঅবে — যাবে, চই — নিন্দা।

বঙ্গানুবাদ :

মেয়ে তুমি ছাতা ধরে কোথায় চলেছ? তোমার স্বামী তোমার আগলে দাঁড়িয়েছে। কেমন করে তুমি আসবে, কেমন করেই বা যাবে। স্বামী নিন্দা তুমি করতেও পারবে না।

১৪১.

ডিগিমিগি ডিগিমিগি বাজনা বাজইত রে
আঁগনাত কাঁইআ ফুটি গেল
কতেক নাচবঁ কতেক খেলবঁ
আঁগনাত ধুলা উড়ি গেল।।

শব্দার্থ :

ডিগিমিগি — বাজনার শব্দ, আঁগনাত — আঙিনা, কাঁইআ — শেতলা পড়া, ধুলা উড়ি — ধুলো উড়া।

বঙ্গানুবাদ :

ডিগিমিগি করে বাজনা বাজছে। আঙিনাতে শেওলা হয়েছে। কতই নাচব, কতই বা খেলব আঙিনাতে ধুলো উড়ে গেল।

১৪২.

রিমি রে ঝিমি পানি বরিসল রে
পাহাড়-পরবত ধসি গেল
হাঁটু মাড়িকে গোঁআর কাঁদইএ
কিআ বিধি লেখল কপাল।।

শব্দার্থ :

রিমিঝিমি — জলপড়ার শব্দ, পানি — জল, বরিসল — বর্ষিত হলো, হাঁটু মাড়িকে — পা ভেঙে, গোঁআর — গোপালক।

বঙ্গানুবাদ :

রিমি ঝিমি করে জল বর্ষিত হচ্ছে। পাহাড় পর্বত সব ধুয়ে গেল। হাঁটু মুড়ে গো-পালক কাঁদে হে বিধি তুমি কপালে কি লিখেছ।

১৪৩.

একা কঁখিঞ জনমল ভাই বহিনিআরে
ইঁফরি খাউঅলঁ মাঞেক দুধ
আসি চুরাসি কুটুম নাভইএ
সেহ দুধা সরসলে জাই।।

শব্দার্থ :

একা — এক, কাঁখিঞ — গর্ভে, জনমল — জন্ম, হঁফরি — মুখ ভরে খাওয়া, কুটুম — আত্মীয় স্বজন, নাভইএ — নেমে এল, সেহ — সেই, দুধা — দুধ, সরসলে — সরস হওয়া।

বঙ্গানুবাদ :

এক মায়ের কোলে ভাই ও বোনের জন্ম। পেট ভরে মায়ের দুধ খেয়েছি। আশি-চুরাশি আত্মীয় জন নেমে এল কিন্তু সে দুধ শেষ হয় না।

১৪৪.

ধান কাটিকে কুঠি ভরলঁ রে
ফেড়ে ত ফেঁকল পঁউআর
আসি জে হারে পাসি ঠঁকবে
জতবে গটে গ নগর।

শব্দার্থ :

কুঠি — ধান রাখার বিশেষ পাত্র, ফেড়ে — গোড়াতে, ফেঁকল — বেড়ে ওঠা, পাঁউআর — পোয়াল, হারে — লাঙলে, পাসি — পাসি, জতবে — লাঙল চালানো।

বঙ্গানুবাদ :

ধান কেটে কুঠিতে ভরে দিলাম। গোড়া থেকে আকর খড় গজিয়েছে। আশি লাঙলে লোহার খিল ঠুকে দাও এবং গোটা নগরে হাল কর্ষণ কর।

১৪৫.

চানদা উগলে ভুড়কা ডুবলে রে—
কেঁউটা পুতা মাছা মারে গেল
মাছা মারইতে কেঁউটা ফাসল
সেহ পুতা জমেকে আহার।।

শব্দার্থ :

চানদা — চাঁদ, উগলে — উদিত হলে, ভুড়কা — ভোরের তারা, কেঁউটা — জেলে, পুতা — পুত্র, মাচা — মাছ, ফাঁসল — ফেঁসে যাওয়া, সেহ — সেই, জমেকে — যমের।

বঙ্গানুবাদ :

চাঁদ উঠলে এবং ভোরের তারা ডুবে গেলে জেলের ছেলে মাছ ধরতে যায়। মাছ ধরতে গিয়ে জেলে ফেঁসে গেল এবং সে মারা গেল।

১৪৬.

কিআ পাকল লদবদিআ রে
কিআ পাকল লালে লাল
কিআ দেখি মালিন বেটি ভিড়কলে জাই গো
কিআ দেখি আউঅল ঘুরি।
পিঁপড় পাকল লদবদিআ রে
বড় পাকল লালে লাল
মালিনি বেটিআ ভিড়কলে জাই গো
সেহ দেখি ফেরত ঘুরি আইল।।

শব্দার্থ :

কিআ — কি, পাকল — পাকা, লদবদিআ — বেশি পাকা, মালিন — মেলুহা দেশের রমনী, বেটি — মেয়ে, ভিড়কলে — পালিয়ে যাওয়া, আউঅল— এলো, পিঁপড় — পিপুল, বড় — বট।

বঙ্গানুবাদ :

কোন ফল পেকে গেলে লদবদ আবার কোন ফল পেকে গেলে লাল দেখায়? কি দেখেই বা মালিনীর মেয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে আসে?

উত্তরে বলা হয়েছে পিঁপড় ফল পাকলে তা লদবদ। বট ফল দেখতে লাল হয়। মালিনীর মেয়ে তা দেখে ছুটে পালিয়ে এলো।

১৪৭.

কন জনম লেলে সভে জিউএক আসা রে
কন জনম ছঅ মাস
কন জনম লেলে নিজে সারথক ভাই
কন জনম জুগে জুগ?

পানি জনম লেলে সভে জিউএক আসা রে—
ছাগইর জনম ছঅ মাস
মানুস জনম লেলে নিজেকে সারথক ভাই
দেউতা জনম জুগে জুগ।।

শব্দার্থ :

কন — কোন, জিউএক — জীবের, পানি — জল, ছাগইর — ছাগল, লেলে — নিলে, দেউতা — দেবতা।

বঙ্গানুবাদ :

কোন জন্ম লাভ করলে সকল জীবের ভরসা থাকে, কোন জন্ম মাত্র ছয় মাসের জন্য? আবার কোন জন্ম হলে কেবল নিজের জন্য সার্থকতা এবং কোন জন্ম যুগে যুগে থেকে যায়?

উত্তরে বলা হয়েছে — জল জন্ম হলে সব জীব তাকে আশা করে, ছাগল জন্ম মাত্র ছয় মাসের জন্য। আবার মানুষ জন্ম কেবল নিজের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায় কিন্তু দেবতা যুগে যুগে পূজিতা হয়।

১৪৮.

এহে জে গাঁউএ হামর টাঁড়িহিঁ হো
সাতস দেউতাকে বাথান
জাহির বুড়ি পূজব, কপিলা পাউঅত দুবি ধান।

শব্দার্থ :

এহে — এই, গাঁউএ — গ্রামে, হামর — আমার, টাঁড়িহি — মাঠে, দেউতা — দেবতা, বাথান — স্থান, জাহির বুড়ি — জাহির দেবী, পুজব — পূজা করব, কপিলা — কপিলা গাভি, পাউঅত — পাবে, দুবি — দুর্বাঘাস।

বঙ্গানুবাদ :

এই উঁচু মাঠে আমার গ্রাম। সেখানে সাত শত দেবতার পীঠস্থান। জাহির বুড়িকে আমি পূজা করব তাহলে কপিলা গাভি আমার ধান দূর্বা লাভ করবে।

১৪৯.

ছটে না মটে, লাগি মরে ধলি গেইআ গো
চারি বাঁটে চারি মধু রুপ
দুইঅ বাঁটে সধব রাজা-মহাজন গো
দুই বাঁটে কিসান বাছুর।।

শব্দার্থ :

ছুটে — ছোট, লাগি — হয়, মরে — আমার, ধলি — ধবলি, গেইআ — গাই, চারি — চার, বাঁটে — দুধের বাঁট, সধব — পরিশোধ, কিসান — চাষি।

বঙ্গানুবাদ :

আমার ধবলি গাভি দেখতে ছোটখাট। কিন্তু চারি বাঁট দিয়ে মধু বর্ষণ করে। দুই বাঁটে আমি রাজা মহারাজের ঋণ পরিশোধ করব এবং দুই বাঁট থাকবে কিসান এবং বাছুরের জন্য।

১৫০.

মর গাই গেলা ভাই —
কন বনে চরে লাই হো
এখনউ না আউঅল বাথান
বাছুরি মর কাঁদহউ কাঁহা গাই রহল
কিআ বিধি লিখল কপাল।।

শব্দার্থ :

মর — আমার, গাই — গাভি, গেলা — গেল, চরেলাই — চারণের জন্য, বাথান — গোষ্ঠ, বাছুরি — বাছুর, কাঁদহউ — কাঁদছে, কাঁহা — কোথায়, রহল — রইল, কিআ — কি, বিধি — বিধান।

বঙ্গানুবাদ :

আমার গাভি কোন বনে খাবারের সন্ধানে গেছে এখনো সে ফিরে এলো না। বাছুর মায়ের জন্য কাঁদছে বিধাতা যে কি লিখেন।

১৫১.

একা করহনি উপর পিআকেরি খেতউআ
কহি দেলে নেহি রে বিসুআস
আগি বরসলে খেতি উপজএ
পানি বরসলে মরি জাই।।

শব্দার্থ :

একা — এক, করহনি — বানানো, পিআ — স্বামী, কহিদেলে — বললে, বিসুআস — বিশ্বাস, আগি — আগুন, বরসলে — বর্ষন, উপজএ — উপার্জন, মরিজাই — মরে যায়।

বঙ্গানুবাদ :

স্বামী আমার এক ক্ষেত বানিয়েছে যা বললে বিশ্বাস করা যায় না। ক্ষেতে আগুন জ্বেলে দিলে অধিক শস্য হয় কিন্তু জল বর্ষিত হলে সে শস্য মারা যায়।

১৫২.

এক ঢেঁগুরাকেরি হরিনি রে
কুদি কুদি উঠহ পাহাড়
এড়ি ধমসে পাহাড় ফাটইএ
কিআ বিধি লেখন কপাল।।

শব্দার্থ :

ঢেগুরাকেরি — মাপ বিশেষ, কুদিকুদি — দৌড়ে দৌড়ে, এড়ি — গোড়ালি, ধমসে — শব্দে, ফাটইএ — ফোটে।

বঙ্গানুবাদ :

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট এবং তর্জনী মধ্যে যে মাপ সেই মাপের এক হরিণী — দৌড়ে দৌড়ে সে পাহাড় উঠছে। তার পায়ের খুরের আঘাতে পাহাড় ফেটে যাচ্ছে, কি আশ্চর্য বিধাতার বিধান।

১৫৩.

এক অদভুতা হামে দেখলঁ রে
কহি দেলে নেহি রে বিসুআস
পইনা উপরে ফুলা ফুটইএ
সেহ ফুলা চিনহা নেহি জাই।।

শব্দার্থ :

পইনা — সরু লাঠি।

বঙ্গানুবাদ :

এক অদ্ভুত জিনিস আমি দেখলাম। যে কথা বললে বিশ্বাস করা যায় না। সরু লাঠির উপরে ফুল ফুটে রয়েছে — সে ফুলকে চিনতে পারা যায় না।

১৫৪.

বাঁধে কা পিঁড়িআক একা গাছা চমপা রে
চমপা ত ভুঁইএ লটেই ডাইর
হুঁদেসেহিঁ আউঅই ননদি পহনউআ
ঝপটি লাফাউঅই চমপা ডাইর।।

শব্দার্থ :

পিঁড়িআঞ — বাঁধের পাড়, চমপা — চাঁপাফুল, ভুঁইএ — ভূমিতে, লটেই — হয়ে পড়ে, ডাইর — ডাল, হুঁদেসেহিঁ — ঐদিক থেকে, ননদি পহনউআ — ননদের স্বামী, ঝাপটি — জাপটে, লাফাউঅই — লাফায়।

বঙ্গানুবাদ :

বাঁধের আলে এক চাঁপা ফুলের গাছ। এতই ফুল ফুটেছে যার ডাল ভূমিতে লুটিয়ে পড়ছে, ঐদিক থেকে আসছে ননদের স্বামী। সে জাপটে ধরে তার ডাল।

১৫৫.

মাদরি জে বাজই কুহকি কুহকি হো
বাঁসিআ ত বাজে ঝঁঝকার
বাঁসিআকা সুরে নিদ নেহি আউএ
সুতল তিরিআ চলি জাই।

শব্দার্থ :

মাদরি — মাদল, বাজই — বাজে, কুহকি কুহকি — হৃদয় থেকে উৎসারিত বোলে, নিদ — ঘুম, সুতল — শুয়ে থাকা, তিরিআ — স্ত্রী।

বঙ্গানুবাদ :

কুহকি কুহকি বোলে মাদল বেজে চলেছে। বাঁশিও বেজে চলেছে হৃদয় বিদারী ঝঝকার সুরে। বাঁশির শব্দে ঘুম হয় না শুয়ে থাকা স্ত্রীও সে সুরের টানে বাড়ি থেকে চলে যায়।

১৫৬.

কাহে মঁইআ ঢুলু ঢুলু দুআরে ডাঁঢ়াইরে
পহঁচল নইহরেকা লক
খড়িকা টুঁগিকে মঁইআ কাজরি না পিঁধইএ
কহলে ত চলি জাইত আপনি নইহর।

শব্দার্থ :

কাহে — কেন, মঁইআ — মেয়ে, ঢুলুঢুলু — নিদ্রাচ্ছন্ন, পঁহচল — পৌঁছাল, নইহেরেকা — বাপের বাড়ির, খড়িকা — ছোট কাঠি, টুঁগিকে — ভেঙে, কাজরি — কাজল, পিঁধইএ — পরে, কহলে — বললে, চলি জাত — চলে যাবে।

বঙ্গানুবাদ :

মেয়ে কেন তুমি ঢুলুঢুলু চোখে দরজায় দাঁড়িয়ে? তোমার বাপের বাড়ির লোক এসে পৌঁছেছে। কিন্তু মেয়েটি কাঠি ভেঙে চোখে কাজল পরছে না। তাকে কোন বলা হলে সে বাপের বাড়ি চলে যায়।

১৫৭.

বাটে বাটে আউঅইএ সমধিনিআ হো
গুছি গুছি পাত তড়ি লেই
মর জে ঘারে বেলা নিহি বাটি নিহি
কইসে খাউঅবে দহি ভাত।

শব্দার্থ :

বাটে — পথে, সমধিনিআ — বেয়ান, তড়িলেবে — তুলে নিও, মর — আমার, ঘারে — ঘরে, বেলা — জাম বাটি, কেথিঞ — কিসে, দেবঁ — দিব।

বঙ্গানুবাদ :

পথে পথে বেয়ান আসছে। আসার পথে তুমি কিছু পাতা তুলে নিও। আমার বাড়িতে খাবার জন্য জাম বাটি (পাত্র) নাই। কিসে তোমাকে আমি খাবার দিব?

১৫৮.

এক পইলা চার মাইরি তিনি গাঁড়া রানু হো
তঁই ত মাইরি হেঁড়িআ বসাউঅলে।
চুরুক চুরুক বাঁটলে ছেঁদা দনা ভরাউলে
তঁই ত মাইরি নিসা লাগাউঅলে।।

শব্দার্থ :

পইলা — পাই (মাপক পাত্র). চার — চাল, মাইরি — সম্বোধন শব্দ, তিনি — তিন, গঁড়া — গণ্ডা (সংখ্যার মাপ), রানু — নেশা দ্রব্য, তঁই — তুই, তুমি, হেঁড়িআ — হাঁড়িয়া, বসাউঅলে — বসিয়েছ, চুরুক চুরুক — কম, কম, দনা — পাতার ছোট পাত্র, ছেঁদা — ফুটো, নিসা — নেশা।

বঙ্গানুবাদ :

এক পাই চাল এক গণ্ডা রানু দিয়ে তুমি হাঁড়িয়া বসিয়েছ। কম কম বেঁটেই তুমি আমার ফুটো পাতার পাত্রকে ভরিয়ে দিলে। তুমি আমাকে নেশা ধরিয়ে দিয়েছ।

১৫৯.

এক ঠেঁগুরাকের হরিনিআ হো
দউড়ি, চঘলাই রে পাহাড়।
মুড় কাটলে নেহি মরইএ
নেজ কাটলে মরি জাই।।

শব্দার্থ :

ঠেঁগুঁরাকের — পায়ের, দউড়ি — দৌড়ে, চঘলাই — চড়েছে, মুড় — মাথা, নেহি — না, মরইএ — মরে, নেজ — লেজ, মরি — মরে, জাই — যায়।

বঙ্গানুবাদ :

এক পায়ের এক হরিণী সে দৌড়ে পাহাড় উঠে যায়। মাথা কেটে নিলে তার মৃত্যু হয় না কিন্তু লেজ কেটে নিলে সে মারা যায়।

১৬০.

পরবত উপরে কুইলিনি কুহকএ হো
কেহ কাটে চনদনেরি কাঠ।
চনদনেরি কাঠ মহমহ বাসএ
সেহ বাসে পিআ ছাড়ি জাই।।

শব্দার্থ :

কুইলিনি — কোকিল, কুহকএ — ডাকে, কেহ — কে, মহমহ — ভরপুর সৌগন্ধ, বাসএ — গন্ধ, বাসে — গন্ধে, পিআ — প্রিয়, স্বামী।

বঙ্গানুবাদ :

পর্বতের উপরে কোকিল কুহু কুহু রবে ডেকে চলেছে। কে কাটে চন্দনের কাঠ? চন্দনের সৌগন্ধে চারিদিক ম-ম করছে। সেই গন্ধে আমাকে ছেড়ে চলে যায় আমার প্রিয়।

১৬১.

অরুণ বনে অহিরা তরুহ লতা হো
সেহ লতাঞ সঁইঞা বাঁধা জাই
ভাই, বঁধু সভে পর, তিরিঅ রাখলি ঘার
তিরি বিনু কে করেই আদর?

শব্দার্থ :

অরুণ বনে — গভীর অরণ্যে, অহিরা — অহি জাতির লোক, তরুহলতা — গাছ-লতা, সেহ — সেই, সঁইঞা — স্বামী, সভে — সব, তিরিঅ — স্ত্রী।

বঙ্গানুবাদ :

গভীর অরণ্যের লতা দিয়ে আমি স্বামীকে বেঁধেছি। ভাই, বন্ধু সকলেই পর হয়ে যায়। একমাত্র স্ত্রী সংসারকে ধরে রাখে এবং স্ত্রী ছাড়া কেই বা আদর করে?

১৬২.

চাঁদকে দেবেঞ মঞ চাঁদমা সাড়িআ হো
সুরুজকে গজমতি হার।
আঝুকা দিনে চাঁদ বসি সুতি থাকবে
কাইল চাঁদ জাবে সসুরঘার।।

শব্দার্থ :

দেবেঞ — দেব, মঞ — আমি, সাড়িআ — শাড়ি, সুরুজকে — সূর্যকে, আঝুকা — আজকের, সুতি — শয়ন, কাইল — কাল, জাবে — যাবে, সসুরঘর — শ্বশুরঘর।

বঙ্গানুবাদ :

আমি চাঁদকে দেব চাঁদমা শাড়ি এবং সূর্যকে দেব গজমতি হার। চাঁদ তুমি আজ বসে শুয়ে কাটিয়ে দাও, কাল তুমি শ্বশুর বাড়ি যেও।

১৬৩.

ভাটিম গে চরইআ ভাট কাঁহা গেল
কারাহিঞ তের দেই ফুচি মারে গেল।

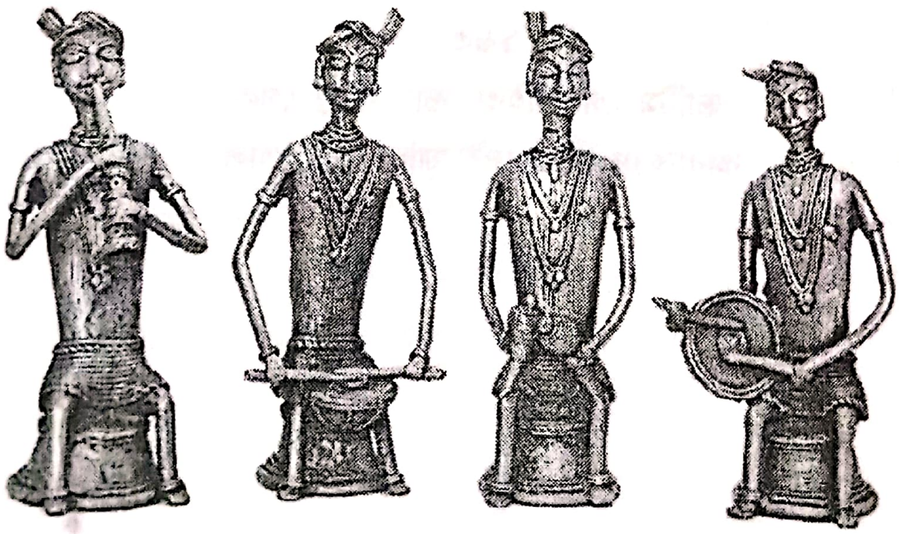
শব্দার্থ :

ভাটিম — ভাটের স্ত্রী, চরইআ — আচার্য বা করিআ সাধক, ভাট — সহজিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। কারাহিঞ — তরকারি রান্নার মাটির পাত্র বিশেষ। তের — তেল, দেই — দিয়ে, ফুচি — ছোট্ট পাখি বিশেষ। মারে — মারার জন্য, গেল — গেল।

বঙ্গানুবাদ :

প্রশ্ন — ভাট বউ তোমার চরিয়া সাধক স্বামী কোথায় গেছে?

উত্তরে সে বলে — তরকারি রান্নার পাত্রে তেল ঢেলে সে চলে গেছে ফুচি পাখি শিকার করার জন্য।





কিরীটি মাহাত

জন্ম ঃ ১৯৫৯

কুড়মালি ভাষায় স্নাতকোত্তর করেছেন রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। লোকসংস্কৃতি চর্চা-ই নেশা এবং পেশা। ঝুমুর নিয়েই জীবন পরিক্রমা। বেতার এবং দূরদর্শনে নিয়মিত ঝুমুর পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝুমুর সংগীতের প্রশিক্ষক। বেশকিছু আন্তর্জাতিক আলোচনায় ঝুমুর বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। উড়িষ্যার বারিপদা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে লোকসংস্কৃতি ও লোকমাধ্যম বিষয়ক আলোচনায় ছিলেন অন্যতম আমন্ত্রিত বক্তা।

ড. রর্বার্ট লুস (লন্ডন), ড. জ্যোন্নাল ট্রব (লন্ডন), ড. ক্রিস্টিনা নাইগ্রেন (সুইডেন), ড. মিরিয়া মালিক (জুন্টুনেন), (সুইডেন) সহ বহু আন্তর্জাতিক গবেষকের গবেষণা-সহযোগী হিসাবে কাজ করছেন।

এই বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রকাশিত তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ। পুরুলিয়ার সুপরিচিত ভাষা গবেষণা সংস্থা মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি-র সম্পাদক। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মানভূম কালচারাল আকাদেমির সদস্য। সংস্কৃতি চর্চার জন্য রাজ্য এবং রাজ্যের বাইরে সংবর্ধিত এবং পুরস্কৃত।



ড. মিরিয়া মালিক

সুইডেনের স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারততত্ত্বের ওপর গবেষণা করেছেন। সুদীর্ঘ প্রায় তিরিশ বছর ধরে ভারতীয় ভাষা এবং সাউথ এশিয়ান স্টাডিজে অধ্যাপনা করেছেন বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বর্তমানে সেন্টার ফর দ্যা স্ট্যাডি অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড সোসাইটির অ্যাকাডেমিক ডিরেক্টর। নর্ডিক সেন্টার ইন্ ইন্ডিয়ার ভূতপূর্ব নির্দেশক পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির ভাষা এবং সমাজভাবনা বিষয়ে গবেষণার কাজে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে চলেছেন।